উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 19 May 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

রংদার

র‍্যাংক দেওয়া এখন সব জায়গাতেই নিয়ম হয়ে গিয়েছে। সবসময় আলোচনার বিষয় এটা। পড়া, খেলা, গান—তিন-টেয় কি এমন র‍্যাংকের মানে আছে? তা নিয়েই চর্চা প্রচ্ছদে।

র‍্যাংক

নয় থেকে বারোর পাতায়

আরও বেশি পরামর্শ, সমালোচনা চাই আমরা

গৌতম সরকার

অর্ধশতকের আর পাঁচ বছর বাকি। উত্তরবঙ্গ সংবাদের আজ ৪৫-এ পা। দীর্ঘ এই যাত্রায় সবসময়ের মতো এখনও আমরা লক্ষ্যে স্থির। ২০২৩-'২৪ ছিল আমাদের আরেকটি মাইলফলক। স্থিতাবস্থা, জড়তা তৈরি হলে সবকিছুর গতি রুদ্ধ হয়। সংবাদপত্রও তেমন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে বদলায়। সবসময়। প্রান্তিক এলাকা থেকে প্রকাশিত কাগজটি আধুনিক চিন্তাভাবনার শরিক।

সেই চিন্তা থেকে ফেলে আসা বছরটিতে নিজের অন্দরে-বাহিরে

৪৫ বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

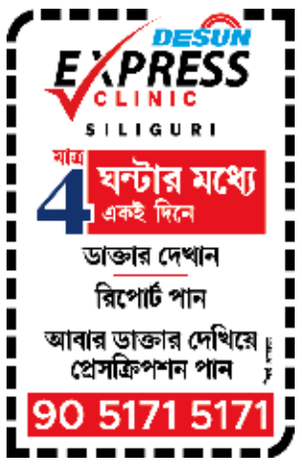

নানা পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। দীর্ঘদিন কোনও কিছু একইরকম দেখতে দেখতে একঘেঁয়ে লাগে। চোখে ক্লান্তি আসে। সেই ধ্রুবসত্যকে মাথায় রেখে কাগজের বহিরঙ্গের বদল নিশ্চয়ই পাঠকের নজরে পড়েছে। অন্দরেও অনেক বদলের সাক্ষী এ বছরটা। নানা আগ্রহ ও কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে বৈচিত্র্যের উপস্থাপনা যুক্ত হয়েছে অনেক। শব্দছক বরাবর এ কাগজের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র। আকর্ষণের সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে কুইজ, আপনি কি জানেন, আজব দুনিয়া, টিভি সংক্রান্ত খবরাখবর ইত্যাদি।

ফোটোগ্রাফির আকর্ষণ আজ দুনিয়াজুড়ে। স্মার্টফোন হাতে থাকায় কাজটা আরও সহজ এখন। সোশ্যাল মিডিয়া ফোটোগ্রাফির শখকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পাঠকদের ফোটোগ্রাফিতে আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদও পদক্ষেপ করেছে। যে কারণে পাঠকের লেন্স বিভাগে সুনামির মতো ছবি আছড়ে পড়ছে প্রতিদিন। এর আকর্ষণ এমনই যে, দক্ষিণবঙ্গ থেকেও অনেকে ছবি পাঠাচ্ছেন। ছবির মতো খবর উপস্থাপনায় আনা হয়েছে বৈচিত্র্য।

সংবাদপত্রের যে কোনও চেষ্টা কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করে পাঠকের ওপর। উত্তরবঙ্গ সংবাদ পাঠকের সেই আনুকূল্য থেকে কখনও বঞ্চিত হয়নি। এ কথা বললে কারও মনে হতে পারে, কাগজটি কি সর্বাংশে নিখুঁত দাবি করছি আমরা? সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তরে না গিয়ে বরং বলা যায়, সোশ্যাল মিডিয়া বা চিঠিপত্রে পাঠকের তীক্ষ্ণ সমালোচনা মাঝেমধ্যে আমাদের ফালাফালা করে দেয়। এতে আমরা ক্ষুব্ধ নই। সমস্ত রকম সমালোচনাকে আমরা স্বাগত জানাই।

সমালোচনা খতিয়ে দেখে নিজেদের ভুল-ত্রুটি, খামতি অনুভব করা যায়। *এরপর ষোলোর পাতায়*

মাদকের নেশা সর্বনাশা। এই প্রবাদবাক্যের সঙ্গে অনেকে পরিচিত থাকলেও বোঝে ক'জন! তাই তো দিন-দিন নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ছে একটা প্রজন্ম। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া পানিট্যাঙ্কি, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়িতে মাদকের কারবার যেন কুটিরশিল্প হয়ে উঠেছে। সেই অন্ধকার পথে আলো ফেললেন কার্তিক দাস ও মহম্মদ হাসিম। আজ শেষ পর্ব

কিংপিনরা আড়ালেই

নেতা-পুলিশের মাদক-জোট

খড়িবাড়ি ও নকশালবাড়ি, ১৮ মে : মাদকের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠছে সীমান্তের অর্থনীতি। দিন-দিন কারবার বেড়ে চললেও নিয়ন্ত্রণের নামগন্ধ নেই। কারণ রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের একাংশ সরাসরি মাসোহারা পাচ্ছে মাদক কারবারিদের থেকে। রাজনৈতিক কেষ্টবিষ্টুরা জড়িত থাকায় কারবারিদের ঘাঁটানোর সাহস পাচ্ছেন না পুলিশের বড় কর্তারাও। তাই তো মাঝেমধ্যে চুনোপুঁটিদের গ্রেপ্তার করা হলেও আড়ালে থেকে যাচ্ছে কিংপিনরা।

স্থানীয়দের একাংশের কটাক্ষ, মাদক কারবারিরাই যেখানে বিভিন্ন দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে নীতি আদর্শের কথা বলছে, সেখানে মাদকের ব্যবসা কতটা নিয়ন্ত্রণ হবে তা সকলেরই জানা। আবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা প্রকাশ্যে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও পেছন দরজায় গিয়ে পার্টি ফান্ডের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলছেন। গত কয়েক বছরে নকশালবাড়িতে এমন ভূরিভূরি উদাহরণ রয়েছে। তাই ডান বা বাম কেউই এই মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করে না।

তৃণমূল কংগ্রেসের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহের দাবি, 'দলের কেউ যদি বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে, পুলিশ উপযুক্ত প্রমাণসাপেক্ষে ওই নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। বেআইনি কাজ যে করবে তাকে দল রেয়াত করবে না।'

পুলিশও মাসোহারা তুলতে কোনও খামতি রাখছে না। তাই তো প্রকাশ্যে পুলিশের নাকের ডগায় মাদক ব্যবসায়ীরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে ব্রাউন সুগার, গাঁজা, হেরোইন-আরও কত কী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কাজে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহিলাদের। একসময় যারা নেপালের সুপারি চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিল, তারাই এখন মাদকের ব্যবসায় ফুলেফেঁপে উঠছে।

২০২২ সালের অক্টোবর মাসে মাদক সহ হাতেনাতে ধরা পড়ে নকশালবাড়ি মণ্ডলের বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সুমন বর্মন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুব নেতাকে ২৫ বোতল কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার করে। প্রায় এক বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

নকশালবাড়ি তোতারামজোতে তৃণমূল কংগ্রেসের এক সংখ্যালঘু নেত্রী মাদকের ব্যবসায় ফুলেফেঁপে উঠছে। নকশালবাড়ি পুলিশ বেশ কয়েকবার ওই ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালালেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। পরে এই অভিযানের খবর রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তর পর্যন্ত গড়ায়। শেষে চাপে পড়ে পুলিশ ওই নেত্রীর বাড়িতে আর অভিযানে যায়নি। খালবস্তিতে সিপিএমের এক নেত্রীর বাড়িতে প্রকাশ্যে চলছে মাদকের কারবার। পুলিশ মাদকাসক্তদের তদন্তের জন্য থানায় নিয়ে এলেও শাসকদলের মাথারা তাদের ছাড়িয়ে আনছেন, এমন নজিরও রয়েছে।

পুলিশ ও এসএসবি মাঝেমধ্যে দু'-একজন খুচরো মাদক বিক্রেতাদের বমাল গ্রেপ্তার করেছে ঠিকই, কিন্তু কিংপিনরা অধরাই থেকে যাচ্ছে। কিংপিনদের অধিকাংশ আবার তৃণমূলের ছত্রছায়ায় রয়েছে বলে অভিযোগ। শাসকদলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এদেরই বড় নেতাদের সান্নিধ্যে দেখা যায়। খড়িবাড়িতেও বিজেপির কয়েকজন স্থানীয় নেতা মাদক ব্যবসায়ীদের মদত দেয় বলে অভিযোগ।

পানিট্যাঙ্কি মাদক কারবারের কত বড় ঘাঁটি তা দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের একটি অভিযানেই বোঝা গিয়েছিল। দিল্লি পুলিশ ২০২০ সালের ২১ জুলাই ৪০ কোটি টাকা মূল্যের ১০ কেজি ফাইন হেরোইন সহ দুই কিংপিনকে গ্রেপ্তার করে। এরা হল পানিট্যাঙ্কি গৌড়সিংজোতের মহম্মদ সামিউল ও বাতাসির অলোকঝাড়ির মহম্মদ মোক্তান। *এরপর ষোলোর পাতায়*

সুপারির বদলে মাদক

- স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের একাংশ মাসোহারা পাচ্ছে মাদক কারবারিদের থেকে
- শাসকদলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই কারবারিদের বড় নেতাদের সান্নিধ্যে দেখা যায়
- পুলিশও মাদক কারবারিদের থেকে মাসোহারা তুলতে খামতি রাখছে না
- একসময় সুপারি চোরাচালানে জড়িতরাই এখন মাদকের ব্যবসায় ফুলেফেঁপে উঠছে

অগ্নিগর্ভ ধূপগুড়ি

দুষ্কৃতী হামলার জেরে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক, রেল

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৮ মে : গভীর রাতে গাদং-১ অঞ্চলের খলাইগ্রাম এলাকায় ধর্মীয় স্থানে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় শনিবার দিনভর রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ধূপগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকা। দিনশেষে ১৪৪ ধারা জারি এবং ইন্টারনেট পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করে পুলিশ ও প্রশাসন। ঘটনার জেরে ফালাকাটাগামী জাতীয় সড়কে এবং ধূপগুড়ি কলেজ রোডে আট থেকে দশ জায়গায় অবরোধ চলে সকাল থেকে। বহু জায়গায় টায়ার পুড়িয়ে আটকে দেওয়া হয় যান চলাচল। খলাইগ্রাম থেকে ধূপগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত একাধিক জায়গায় অবরোধ হয় রেলপথ। বিঘ্নিত হয় উত্তরবঙ্গের রেল ও সড়ক যোগাযোগ।

আরামবাগের এক জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'কোনও মন্দির থেকে প্রতিমা সরিয়ে রাজ্যে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে বিজেপি।' এই নিয়ে প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় জলপাইগুড়িতে কোতোয়ালি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ সহ আরও কয়েকটি সংগঠন।

এদিন সকালে প্রথম অবরোধ হয় মোরঙ্গা চৌপথি সংলগ্ন খলাইগ্রাম মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয় মানুষজনের সেই অবরোধ উত্তাল হতে দেরি হয়নি। পাথর ও গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা আটকে দেওয়ার পাশাপাশি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয় অবরোধকারীরা। ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও পরিস্থিতি গুরুতর বুঝে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী হাজির হয় এলাকায়। বেলা বাড়তেই চারদিক থেকে প্রচুর মানুষ, বিশেষ করে তরুণদের ভিড় জমতে শুরু করে। এরমাঝেই ফালাকাটাগামী সড়কে জংলিবাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ শুরু হয়। অবরোধ করা হয় শালবাড়ি এবং জুড়াপানি সহ ধূপগুড়ি শহরের কলেজ মোড়, গণেশ মোড়, সিনেমা হল মোড়, সূর্য সেন কলোনি মোড় এলাকা। অবরোধ হয় ডাউকিমারি, দুরামারি এলাকাতেও।

পরিস্থিতি সামলাতে এলাকায় গিয়ে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন ধূপগুড়ির বিধায়ক এবং পুরপ্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। বিধায়ক তথা লোকসভা ভোটের তৃণমূল প্রার্থী ডঃ নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, 'ঘটনায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় খোঁজ নিয়েছেন। সমস্ত মানুষের কাছে আমার অনুরোধ কোনও অবস্থাতেই এমন কিছু করবেন না, যা আমাদের শান্তি সম্প্রীতির বাতাবরণ নষ্ট করে। পুলিশ দ্রুত ঘটনার তদন্ত করছে।'

এদিন প্রথম রেল অবরোধ করা হয় খলাইগ্রাম স্টেশনে যা পরবর্তীতে ছড়িয়ে পড়ে। বেলার দিকে ধূপগুড়ি চৌপথি মোড়, থানা রোড মোড়ে বিশাল জমায়েত করে আগুন জ্বালিয়ে আটকে দেওয়া হয় যান চলাচল। ভাঙচুর হয় কয়েকটি গাড়িও। চৌপথি সংলগ্ন কয়েকটি গলিতে বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ দায়ের হয়েছে ধূপগুড়ি থানায়।

দীর্ঘ আলোচনার পরেও অবরোধ না ওঠায় বেলা দুটো নাগাদ জেলা পুলিশ সুপার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন খলাইগ্রামের বাসিন্দাদের। এই সময় ধূপগুড়ি শহরে ভাঙচুর শুরুর খবর পেয়ে পুলিশ সুপার সহ গোটা বাহিনী শহরে চলে আসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামে জেলা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্স এবং র‍্যাফ। আশপাশের সমস্ত থানার আধিকারিক সহ পুলিশের আইজি, ডিআইজি পৌঁছান ঘটনাস্থলে।

এদিকে, বাহিনী শহরে ফিরে যেতেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় খলাইগ্রাম এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে পুলিশ ফিরে এলে তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে জনতার। জখম হন পুলিশ সুপার। তাঁর পায়ে আঘাত লাগে, ইউনিফর্মও ছিঁড়ে যায়। পুলিশ সুপারের রক্ষীর পিঠেও মারাত্মক আঘাত লাগে। রক্তাক্ত হন মালবাজার থানার এএসআই মিন্টুকুমার মণ্ডল, ময়নাগুড়ি থানার মণিভূষণ রায় এবং ধূপগুড়ি থানার মৃগেন রায়। ধূপগুড়ি থানা রোড মোড়ে গণ্ডগোলের জেরে মাথা ফাটে অজ্ঞাতপরিচয় দুই তরুণের। জখম হন আরও অনেকে।

দিনভর খলাইগ্রাম এলাকায় সক্রিয় দেখা যায় বিজেপি নেতাদের। পদ্ম শিবিরের ধূপগুড়ি বিধানসভা কমিটির আহ্বায়ক চন্দন দত্ত বলেন, 'মানুষের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এদিন বেরিয়ে আসে। যা ঘটেছে সবটাই অনাকাঙ্ক্ষিত। প্রশাসনিক ও পুলিশি ব্যর্থতাই সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী।

পুলিশের ওপর হামলা এবং উত্তেজনা ছড়ানোয় কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। একাধিক লিখিত অভিযোগও জমা পড়েছে থানায়। শনিবার রাতে যাতে আর কোনও ঘটনা না ঘটে সেজন্য পাহারা এবং টহলের ব্যবস্থা হচ্ছে।

ধূপগুড়িতে এশিয়ান হাইওয়ের ওপর আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ। শনিবার।

রাস্তা সম্প্রসারণ আর দখলদারি একসঙ্গে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : বর্ধমান রোডে দখল সরিয়ে পেভার্স ব্লক পেতে রাস্তা সম্প্রসারণ করছে পূর্ত দপ্তর। একদিকে সম্প্রসারণের কাজ চলছে, অন্যদিকে ফের নতুন করে দখল হয়ে যাচ্ছে পূর্ত দপ্তরের এলাকা। স্থানীয় নেতাদের মদতে এলাকার কিছু তরুণ ওই জায়গাগুলি দখল করে সেখানে দোকান বসাচ্ছে। রাস্তার ধারের জায়গার সঙ্গে দখল করা হচ্ছে পেভার্স ব্লকও। দোকান বসিয়ে প্রতিদিন ভাড়া তোলা হচ্ছে। সেখান থেকে ভাগ যাচ্ছে পাড়ার দাদাদের পকেটে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাঁরা চান পুরনিগম এ নিয়ে পদক্ষেপ করুক। পুরনিগমের পার্কিং বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশপ্রসাদ শা-এর বক্তব্য, 'যেখানে পার্কিংয়ের জায়গা দখল হচ্ছে সেগুলি চিহ্নিত করা হবে। বর্ধমান রোডের কাজ হয়ে গেলে আমরা পার্কিংয়ের জন্যে টেন্ডার করব। তখন দখলদারি থাকলে সব সরিয়ে দেওয়া হবে।'

অভিযোগ, বর্ধমান রোডে যেখানে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শেষ হয়েছে সেখানেই জায়গা দখল করে দোকান বসে গিয়েছে। কোথাও আবার রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে ঠ্যালা বসানো হচ্ছে। ঠ্যালা প্রতি প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে।

ভাড়ার ভাগ

- কোথাও আবার রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের জায়গা দখল করে ঠ্যালা বসানো হচ্ছে
- আবার পার্কিংয়ের জায়গায় দোকান বসিয়ে নিয়মিত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে
- সেখান থেকে ভাড়ার ভাগ যাচ্ছে পাড়ার রাজনৈতিক দাদাদের পকেটে

বর্ধমান রোডে একটি নার্সিংহোমের সামনে থাকা একটি শপিং মলের সামনে এভাবেই দোকান বসিয়ে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। একটু এগিয়ে আরও একটি শপিং মলের সামনে অনেকদিন আগেই এভাবে দোকান বসানো হয়েছে। যে তরুণরা ওই এলাকায় দোকান বসিয়েছিল তারাই ওই নার্সিংহোমের কাছের শপিং মলের সামনে দোকান বসিয়েছে। ওই তরুণরা চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

জলপাই মোড় পার করে পিডব্লিউডি মোড়ের দিকে যেতে রাস্তার ডান দিকে পূর্ত দপ্তর সমস্ত দোকান সরানোর নির্দেশ দিয়েছে। রাস্তা সংস্কারের জন্যে দোকানগুলি সরাতে বলা হয়েছিল। ব্যবসায়ীদের একাংশ প্রথমে দোকান সরিয়ে নেন। এরপর পূর্ত দপ্তর সেগুলো সরানোর কাজ শুরু করে। পূর্ত দপ্তর অবৈধ নির্মাণ সরিয়ে দিয়ে আসতেই পরের দিন ফের খুঁটি পুঁতে দড়ি বেঁধে দখল করে নেওয়া হয়। সেই সময় পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা ফের দখল সরাতে গেলে স্থানীয় কিছু নেতা বাধা দেন বলে অভিযোগ। নেতারা মিলনপল্লি, শীতলাপাড়ার বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি পুরনিগমের পরিবেশ কমিটি এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিল। সেখানে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরাও ছিলেন। তখনই বিষয়টি সামনে আসে। ইতিমধ্যে বিষয়টি পূর্ত দপ্তর পুরনিগমে জানিয়েছে বলে খবর।

মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সঙ্গে মল্লিকার্জুন খাড়গে। শনিবার।

মমতাকে না মানলে বেরিয়ে যান অধীর

মুম্বই, ১৮ মে : অধীর চৌধুরীকে কড়া বার্তা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধিতা করলে ফল ভোগ করতে হবে বলে কার্যত হুঁশিয়ার করলেন তিনি। সর্বভারতীয় স্তরে তৃণমূলকে 'ইন্ডিয়া' জোটে শামিল করার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির। সেই প্রসঙ্গে খাড়গে স্পষ্ট বলে দিলেন, 'জোটে কাকে নেওয়া হবে বা হবে না, সে ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। হাইকমান্ড যা করবে, সেটাই মানতে হবে। যিনি মানবেন না, তিনি বাইরে চলে যাবেন।'

বিজেপি হারলে 'ইন্ডিয়া' জোটের সরকারকে বাইরে থেকে তিনি সমর্থন করবেন বলে সম্প্রতি মন্তব্য করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থান বদলে তিনি জোটেই থাকবেন জানিয়ে দেন। এই পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়ে মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হলে শনিবার কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছিলেন। অতীতেও এমন ঘটেছিল। প্রথম ইউপিএ সরকারকে কমিউনিস্টরা বাইরে থেকে সমর্থন করেছিল। উনি যে জোটে রয়েছেন, তা স্পষ্ট।'

মমতার অবস্থান বদল নিয়ে অধীরের বক্তব্য ছিল, 'ওঁর কোনও কথায় ভরসা করি না। হাওয়া বদলাচ্ছে। তাই এদিকে ভিড়তে চাইছেন উনি। বিজেপির পাল্লা ভারী দেখলে ওদিকে যাবেন।' ওই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ খাড়গের সাফ কথা, 'অধীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন।' অধীর অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়।

বহরমপুরে শনিবার তিনি বলেন, 'আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। তাই আমিও হাইকমান্ডের লোক। কংগ্রেসকে কেউ খতম করবে আর আমি তাঁকে খাতির করব, সেটা হতে পারে না। দলের সৈনিক হিসেবে আমি এই লড়াই থামাতে পারব না।' তাঁর যুক্তি, 'আমার বিরোধিতা নৈতিক। আমি পশ্চিমবঙ্গে দলকে রক্ষা করার জন্য লড়ছি।'

খাড়গের বার্তা

- জোটে কাকে নেওয়া হবে সে ব্যাপারে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। হাইকমান্ড যা করবে সেটাই মানতে হবে। যিনি মানবেন না তিনি বাইরে চলে যাবেন।

অধীরের অবস্থান

- আমার বিরোধিতা নৈতিক। আমি পশ্চিমবঙ্গে দলকে রক্ষা করার জন্য লড়ছি।

মমতা অবশ্য শনিবারও জানান, 'বাংলায় কোনও জোট নেই। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএমের মহাঘোঁট আছে। আমি জাতীয় স্তরে জোটের সঙ্গে আছি। 'ইন্ডিয়া' জোটকে এগিয়ে নিতে আমরা একাই একশো।'

খাড়গের বক্তব্য সম্পর্কে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'মানুষকে এতটা মূর্খ এবং রাজনৈতিকভাবে অসচেতন মনে করার কোনও কারণ নেই। এটা নাটক।'

লকেটের মোকাবিলায় রচনার মুখে শুধুই হাসি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৮ মে : নজর কাড়ছে হুগলি। কেন্দ্রটিতে সিঙ্গুর আছে বলে নয়, নজরের কারণ দুই অভিনেত্রীর লড়াই। লকেট চট্টোপাধ্যায় ও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন দীর্ঘদিন বিজেপিতে আছেন। অন্যজন তৃণমূলে নবাগতা। প্রচার শেষে দুজনেরই নাকি জয়ের আশায় কাউন্ট ডাউন শুরু হয়েছে।

তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করার পর প্রথম দিন প্রচারে গিয়ে রচনার চারদিকে কারখানার ধোঁয়া দেখতে পাওয়া নিয়ে মিম কম হয়নি। প্রচারের শেষ দিনে রিয়েলিটি শো'র 'দিদি নাম্বার ওয়ান' নাকি দেখতে পেলেন 'মানুষের হাসিমুখ।' শনিবারের বারবেলার সংস্কার আছে কি না জানা নেই। কিন্তু রচনা উচ্ছ্বসিত। তাঁর কথায়, 'ফল যাই হোক, প্রচুর মানুষের ভালোবাসা নিয়ে ফেরত যাব।' রাজনীতিতে নবাগত তাতেই কি খুশি থাকবেন? প্রশ্নটা মনেই থেকে গেল। জবাব শোনা হল না।

লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কিন্তু কথায় তত আবেগ নেই। বরং তাঁর ভাষায় রাজনীতির বাঁধা গৎ। শনিবার প্রচার শেষে তিনি নাকি নিশ্চিত, 'হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ বিজেপিকে জেতাতে বদ্ধপরিকর।' আর তো মাত্র দু'দিন। রবিবারটা কাটলে সোমবার বাংলায় আরও ছ'টি কেন্দ্রের সঙ্গে ভোটগ্রহণ হুগলিতে। শনিবারের শেষ প্রচারে প্রার্থীদের উৎকণ্ঠা থাকবে স্বাভাবিক। পরীক্ষার আগমুহূর্তে যেমন প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেওয়া।

রচনার ভোট মেশিনারিতে অবশ্য তাঁর নিয়ন্ত্রণ নেই। সব দেখছে দল। সেজন্য কলকাতা থেকেও টিম গিয়েছে। রচনা শুধু ভিড় মাপছেন। তাতেই মহাখুশি তিনি। রিয়েলিটি শো-তে যেমন তাঁর হাসি মুগ্ধতা ছড়ায়, প্রচারেও সেই এক কায়দা তাঁর। শেষ দিনে তাঁর কর্মসূচিতে ছিল শুধুই রোড শো। তাঁর রোড শো মানেই তো হাত মেলানো ও সেলফি তোলার হুড়োহুড়ি। তাতেই আপ্লুত রচনা।

রাজনীতিতে নবাগতার ভাষায়, 'গত দেড় মাস ধরে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। এবার ওপরওয়ালা জানেন।' সন্ধ্যায় তাঁর লোকসভা এলাকার সাত বিধানসভা কেন্দ্রের সাত মহিলাকে নিয়ে 'দিদি নাম্বার ওয়ান'-এর আদলে শো-ও করে ফেললেন।

লকেটও সকাল থেকে ছিলেন প্রচারে। তাঁরও শেষ দিনের কর্মসূচিতে ছিল রোড শো। তাঁর প্রত্যয়ী বক্তব্য, 'অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। আগে আমাদের জয় শ্রীরাম বলতে হত। এখন জনগণই আমাদের দেখে জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিচ্ছেন। অর্থাৎ ঘরে ঘরে রাম ঢুকে গিয়েছেন।' একেবারে বিজেপির গতে বাঁধা বয়ান। গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ ভোটে জিতবেন বলে আশাবাদী।

মুখে আরও পাঁচজন বিজেপি নেতার মতো মোদির জয়ধ্বনি। লকেটের কথায়, মোদিজিকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে জনগণ। তাঁর একদা সহ অভিনেত্রী রচনা। কোন লড়াই বেশি কঠিন ছিল প্রশ্ন করলে লকেটের সাবলীল উত্তর, 'সব লড়াইই কঠিন। ছোটবেলায় পরীক্ষার সময় টেনশন না হলে বুঝতাম পরীক্ষা ভালো হয়নি। টেনশন ছাড়া কোনওকিছু ভালো হয় না।'

রচনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, 'ভালো থাকুক। ভালো করে জল খাক। রেস্ট নিক।' রচনা শুধু হেসেই গেলেন গোটা নির্বাচনপর্বে।

শেষ দিনের প্রচারে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও লকেট চট্টোপাধ্যায়। শনিবার হুগলিতে।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার রোগমুক্তি ঘটবে। তাদের মেধার বিকাশ দেখে খুশি হবেন। কর্মস্থলে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা এই সপ্তাহে আপনার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

বৃষ : সর্দি-কাশি-জ্বর ইত্যাদিতে ক্লেশ ভোগ। বহু পূর্বের কোনো কাজের জন্যে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সপ্তাহের মধ্যভাগ থেকে ব্যবসায় মন্দা কেটে যাবে এবং বাড়তি বিনিযোগ করতে পারেন। চাকুরিপ্রার্থীরা চাকুরির সুযোগ পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব।

মিথুন : এ সপ্তাহে শরীর ভালো থাকবে। পুরোনো রোগ থেকে মুক্তির আশা। অযথা বিবাদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। রাজনীতির ব্যক্তিগণ অসংযত আচরণের জন্যে সমর্থন হারাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হতে পারে। ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। গৃহে আত্মীয়সমাগমে আনন্দ।

কর্কট : প্রশাসনিক স্তরের কর্তাব্যক্তিরা পাবেন কৃতিত্বের সম্মান। দাম্পত্যজীবনে সমস্যা বাড়তে পারে। তবে তা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বিদেশে বসবাসরত প্রিয়জন এই সপ্তাহে গৃহে আসতে পারে।

সিংহ : বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর গবেষণার কৃতিত্বে দেখাতে সক্ষম হবেন। একাধিক পথে আয় হবে। সংগীত ও অভিনয় জগতের ব্যক্তিগণ পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন।

কন্যা : সপ্তাহটি খুব পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কাটবে। বহুদিন আটকে থাকা পদোন্নতি এবার বাস্তবায়িত হবে। অভিজ্ঞ প্রিয়জনের সাহায্য নিন। প্রেমের ব্যাপারে সমস্যা দেখা দিতে পারে। শারীরিক ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এই সপ্তাহে। সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। উগ্র ব্যবহার কিন্তু এই সপ্তাহে সমস্যায় ফেলতে পারে।

তুলা : এ সপ্তাহে সব কাজেই সফল হবেন। শরীর মোটামুটি ভালোই যাবে। তবে হৃদরোগীরা সতর্কতায় চলবেন। চাকুরিপ্রার্থীরা সুযোগ পাবেন। কোনোভাবেই দীর্ঘমেয়াদি কোনো আর্থিক বিনিয়োগে যাওয়া উচিত হবে না।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহে নতুন ব্যবসা শুরু এবং বিনিয়োগ করার আগে ভালোভাবে যাচাই করে নিন। সপ্তাহের মাঝামাঝি কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর মিলতে পারে। ঘরের কোনো বিবাদ ঘরের বাইরে নিয়ে যাবেন না। চোখ এবং নার্ভের রোগ সমস্যা তৈরি করবে। অতি ভোজনে বিপদ।

ধনু : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং সুনাম বৃদ্ধি। নতুন গৃহ এবং জমি ক্রয়ে সুযোগ। গৃহসংস্কার করতে গেলে কিন্তু বাধা আসতে পারে। বিদ্যার্থীরা সফলতা পাবেন। দাম্পত্য সুখের হবে।

মকর : সপ্তাহের প্রথমভাগে ব্যবসায় প্রচুর অর্থাগম হলেও মধ্যভাগ থেকে কিন্তু মন্দা নামতে পারে। প্রিয় কোনো মানুষের সাহায্যে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি। পথে বিতর্কে জড়িয়ে আইনি সমস্যায় জড়িয়ে যেতে পারেন। আধ্যাত্মিক অনুভব হতে পারে। পুত্রের চাকুরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তি।

কুম্ভ : অর্থকষ্ট থাকবে না। প্রিয়জনের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবে। ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্যে মনোকষ্ট। চাকুরিক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর ব্যবহার আপনাকে দুঃখ দেবে। মা ও বাবার শরীরের দিকে নজর দিন। কেউ আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন। নতুন গৃহ ক্রয়।

মীন : এই সপ্তাহে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা নেওয়া হতে পারে। নিকটজনের কাছ থেকে উপকৃত হয়ে খুশি। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবেন। এই সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের ফল হাতে হাতে পাবেন। বিদেশ থেকে গৃহে আসতে পারেন আপনার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। তীর্থস্থান ভ্রমণের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

অশান্তির আঁচে বিঘ্নিত ট্রেন চলাচল

চাঁদকুমার বড়াল ও
শুভাশিস বসাক

কোচবিহার ও ধূপগুড়ি, ১৮ মে : ধূপগুড়ির অশান্তির আঁচ পড়ল রেল পরিষেবাতেও। শনিবার ধূপগুড়ির খলাইগ্রামে একটি ধর্মীয় স্থানে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় দফায় দফায় আন্দোলন হয়। ফলে বিভিন্ন জায়গায় ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। রেল সূত্রে খবর, এদিন বেলা ১২.৫০ নাগাদ রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের খলাইগ্রাম স্টেশন ইয়ার্ডের কাছে প্রায় ৫০০ মানুষ জমায়েত করে। তারা রেললাইনে দাঁড়িয়ে অবরোধ শুরু করে। বিষয়টি খলাইগ্রাম স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জিআরপি এবং জলপাইগুড়ি পুলিশকে জানান। কিছুক্ষণ পর সেখানে স্থানীয় পুলিশ ও আরপিএফ পৌঁছায়। তারা অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে।

এদিকে, দুপুর ১.৩০ নাগাদ ধূপগুড়ি স্টেশন ইয়ার্ডে প্রায় ২০০ মানুষ ভিড় করেন। পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে বাধ্য হয়ে নিউ কোচবিহার- নিউ জলপাইগুড়ি রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি ওই রেলপথের বিভিন্ন স্টেশনে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি, শালবাড়ি সহ অন্য স্টেশনে অতিরিক্ত আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিভিশনাল কমার্সিয়াল ম্যানেজার অঙ্কিত গুপ্তার কথায়, 'ধূপগুড়িতে স্থানীয় সমস্যায় রেল অবরোধ হয়েছিল। পরবর্তীতে তা উঠে যায়। তবে বিভিন্ন রেলস্টেশনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সকলেই সতর্ক রয়েছে। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে আরপিএফ যোগাযোগ রেখে কাজ হচ্ছে।'

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। পূর্বোত্তর সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে শালবাড়ি স্টেশনে দাঁড় করানো হয়। শিলাপাথর-ডেকারগাঁও স্পেশাল ট্রেনকে খলাইগ্রাম স্টেশনে, তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসকে ফালাকাটা স্টেশনে দাঁড় করানো হয়। এছাড়া ধূপগুড়িতে অবরোধের জেরে মালবাহী ট্রেন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরে বেলা ২.৪০ নাগাদ অবরোধ উঠলে ট্রেন চালানো শুরু করে রেল। এদিন বহু রেলযাত্রী সমস্যায় পড়েন।

খলাইগ্রাম স্টেশনে রেল অবরোধ। শনিবার। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

পাত্র চাই

■ কায়স্থ, 29+/4'-10", ফর্সা, বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য মাঙ্গলিক, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। (M) 8900515570. (C/110026)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যা, B.A. Hons., তুলা রাশি, দেবারিগণ, 32+/5', কায়স্থ, চৌধুরী, ঘরোয়া, ফর্সা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি, শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, পাত্র কাম্য। যোগাযোগ-9434876231. (C/113176)

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dep. চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিরত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র চাই। কোচবিহার অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/110385)

■ কায়স্থ (সরকার), 31+, B.Sc., MBA, 4'-10", MNC-তে কর্মরত। স্বল্পদিনের মিউচুয়াল ডিভোর্সি। একমাত্র কন্যার জন্য সুপাত্র কাম্য। গ্র্যাজুয়েট, শিলিগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। 35-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। (M) 9475083502. (C/113146)

■ কায়স্থ, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষিকা, 35/5'-3", M.A., B.Ed., স্থায়ী সরকারি চাকুরে যোগ্য পাত্র 38 মধ্যে কাম্য। ডিভোর্সি বা বিবাহ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ করবেন না। (M) 8250470063. (B/S)

■ 26/5'-0", M.A. পাশ পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 7602333933. (C/110840)

■ No caste bar. পাত্রী SC, 34/5'-2", B.A., LLB(H), উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9474086074. (C/110842)

■ পাত্রী 23+, B.A. পাশ, একমাত্র কন্যা, 7 দিনের ডিভোর্সি, সরকারি চাকরি করা ছেলে হলে ভালো হয়। (M) 8509035945. (C/110851)

■ পাত্রী সাহা, 26+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed. পরীক্ষার্থী। শিক্ষিত, সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/110656)

■ পাত্রী নমশূদ্র, 27+/5'-1", ফর্সা, সুন্দরী, M.A., M.Phil 1st class পাশ। J.R.F সহ NET পাশ। Ph.D. পাঠরতা। পিতা-মাতা সরকারি চাকরিজীবী। ডাক্তার/প্রফেসর/সরকারি আধিকারিক, স্বঃ/অসবর্ণের পাত্র কাম্য। (M) 9609396631. (B/B)

■ পাত্রী SSC শিক্ষিকা। বয়স 36, Gen., উপযুক্ত পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph. 8695029237. (C/110514)

■ বৈদ্য, ফর্সা, সুশ্রী, 39/5', কুম্ভ, নর, M.A., B.Ed., ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষিকা। স্বল্পকালীন ডিভোর্সি। শিলিগুড়ি নিবাসী ও শিলিগুড়িতে কর্মরত বৈদ্য/ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, 44 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিত, ইস্যুলেস ডিভোর্সি উপযুক্ত পাত্র চাই। দেবারিগণ ও মাঙ্গলিক চলিবে না। M.W/App : 9435546718. (C/110838)

■ পাত্রী কায়স্থ দাস, 35+/5'-1", B.A., LLB, ফর্সা। চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী, ৩৮-৪২ পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি। 7602589842. (K/D/R)

■ সাহা, Civil, MT, IIT (Delhi), জন্ম 4.5.92, 5'-2", MNC-তে কর্মরতা (বাৎসরিক 18 লক্ষ আয়), দেবারিগণ পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (SC বাদে)। (M) 8371879813. (S/C)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ডিভোর্সি, 26+/5'-4", ফর্সা, সুন্দরী, B.A. পাশ, D.El.Ed. দ্বিতীয় বর্ষ পাঠরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। ডিভোর্সি, বিপত্নীক চলবে। (M) 8972526739. (C/110855)

■ কোচবিহার নিবাসী, ২৮+/৫'-৩.৫", M.A., B.Ed., দেবারিগণ পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। Mob. No. 8389993563. (C/110854)

■ বারুজীবী, 24+/5'-1", M.Sc. Geo., B.Ed. পাঠরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9474591975, 9434489567. (C/110041)

■ রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, LLM Jr. Advocate, 26/5', ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 8617664721.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪ বছর বয়সি, বিএসসি, D.El.Ed., সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য উপযুক্ত চাকরিজীবী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/110660)

পাত্র চাই

■ কেরলের কালিকট N.I.T-র ডঃ অধ্যাপিকার জন্য (৩৩ বছর, ভরদ্বাজ গোত্র, ব্রাহ্মণ, ৫'-১") সুপাত্র চাই। যোগাযোগ-(রাত্রি ৮টা - ১১টা), মোবাইল-9733483528. (C/33057)

■ ব্রাঃ, ডিভোর্সি, ৩৩, সুন্দরী, M.A., B.Ed., সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। (M) 7718670559. (C/33056)

■ 21/5', M.A. পাঠরতা, ব্রাহ্মণ, গৃহকর্মে নিপুণা, কোচবিহার নিবাসী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি পাত্র কাম্য। 8967172933. (C/109785)

■ পাত্রী কোচবিহার শহর নিবাসী, সরকারি কলেজ শিক্ষিকা, বয়স ৩০, উচ্চতা ৫'-৫.৫", কোচবিহার শহর বা শহর সন্নিকট সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। মোঃ 6296469002. (C/109792)

■ ব্রাহ্মণ, ৩০/৫', সুশ্রী, প্রাঃ শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ, সঃ চাকরি পাত্র চাই। মোঃ 9832460776. (C/109795)

■ বারুজীবী, 33/5'-6", নরগণ, শ্যামবর্ণা, কন্যা রাশি, MBA, Advocate, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি। উপযুক্ত শিক্ষিত পাত্র চাই। (M) 8250331494. (C/113189)

■ দত্ত, কায়স্থ, শিলিঃ নিবাসী, 35/5'-4", স্লিম, সুশ্রী, ফর্সা, কথাবলার অল্প সমস্যা রয়েছে। M.P. পাশ, কম্পিউটার জানা পাত্রীর জন্য দাবিহীন, অনূর্ধ্ব 36-40 সুপাত্র চাই। (M) 9733130166. (C/113182)

■ কুলীন কায়স্থ, বয়স 27/5'-3", কনভেন্ট স্কুল M.A., B.Ed. (English), প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, বাবা Ret. কেন্দ্রীয় সঃ চাঃ, সুন্দরী পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি, কলকাতা, সঃ চাঃ/বেসরকারি/ব্যবসায়ী, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য।Mob : 7063241756, 6297849696 (8 P.M. to 10 P.M.). (C/110658)

■ পাল, 24/5'-1", B.A., B.Ed., সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ফোন-9832335401. (C/110658)

■ কায়স্থ দে, 34+/5'-2", M.Sc., B.Ed., TET Pass, বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি পাত্র চাই। (M) 9832034918. (C/110658)

■ রাজবংশী, 23/5'-3", M.A. Pass, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9733066658. (C/110660)

■ কায়স্থ, 26/5'-3", B.Tech., নামী MNC কোম্পানিতে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9734485015. (C/110660)

■ কায়স্থ, ২৮/৫'-8", B.Sc. Nursing, স্থায়ী রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিলিগুড়ি নিবাসী, উপযুক্ত সরকারি কর্মচারী/ডাক্তার পাত্র চাই। Ph.No. 7908310981. (C/110661)

■ WB, সদগোপ (Gen.), 26/5'-4", ফর্সা, B.Sc., B.Ed., M.Sc. (progress) পাত্রীর সরকারি চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 8370964060. (S/N)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গীয়, ২৬ বছর বয়সি, M.A., গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/110660)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+ বছর বয়সি, M.Com., MBA, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/110660)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, Age-৩২+, ফর্সা, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা, নামমাত্র ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/110660)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, MNC-তে কর্মরতা, বাবা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/110660)

■ প্যারাটিচার (প্রাইমারি স্কুল), LIC এজেন্ট, ফর্সা, 35 বছর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকুরে বা সচ্ছল ব্যবসায়ী পাত্র চাই। (M) 8350099567. (C/110659)

■ 1980, 5'-4", M.A., Information Technology-তে Dip., ফর্সা, স্লিম, স্মার্ট, অবিবাহিতা পাত্রীর শিক্ষিত, উপযুক্ত, সুচাকরিজীবী, অবিবাহিত পাত্র চাই। (M) 7001873697. (C/110042)

পাত্র চাই

■ মাহিষ্য, 30, M.A., B.Ed., 5'-4", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর শিলিগুড়ি নিবাসী ভালো ব্যঃ/সঃ চাকুরে পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (C/110879)

■ পাল, 28/5'-3", দেবগণ, M.A. (Pol. Sc.), সুশ্রী, ফর্সা পাত্রীর জন্য 34-এর মধ্যে চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9474028345. (C/110853)

■ ব্রাহ্মণ, ২৬+, উচ্চতা ৫'-১", বিএ সংস্কৃত অনার্স, এমএ, বিএড, ফর্সা, সুন্দরী, সুশ্রী, ভদ্র পাত্রীর জন্য সরকারি অধ্যাপক, হাইস্কুল শিক্ষক, প্রাইমারি শিক্ষক, রেল, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী, ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। মোবাইল নম্বর-8436973083. (C/110877)

■ বৈশ্য সাহা, 29/5'-4", B.A. Eng. (H), B.Ed., ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি/ইঞ্জিঃ/প্রঃ ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9474017402. (C/110876)

■ ব্রাহ্মণ, ২৯/৫'-৩", ইংরেজিতে M.A., পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Mob.No. 7863937599. (C/110874)

■ বালুরঘাট নিবাসী, (নিরামিষভোজী), মাহিষ্য, 27/5'-2", আইসিডিএস সুপারভাইজার পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র চাই। যোগাযোগ-৯৪৭৫০৯৮৩০৮, বর্তমানে পাত্রী রায়গঞ্জ-এ কর্মরতা।

পাত্র চাই

■ 34, রেলওয়েতে কর্মরতা, শিলিগুড়ি নিবাসী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 9144816117. (K)

■ ওরাওঁ আদিবাসী, M.A., B.Ed., D.El.Ed., 27, ICDS কর্মী। সুশ্রী, উপযুক্ত বাঙালি/আদিবাসী পাত্র চাই। ফোঃ 7063561519. (C/33058)

■ Manglik (Naragon), Kayastha, 32/5'-2", Eng. Medium BCA & Designing. Seeks suitable groom within 33-38yrs. from Siliguri. Ph. 9547657007. (C/110870)

■ দাস, ৩১/৫'-৩", M.A., Ph.D., H.S. স্কুল শিক্ষিকা (Prf. Eng. Med.), প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত সরকারি চাকরিজীবী, সুদর্শন পাত্র চাই। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুর অগ্রগণ্য। (M) 8906459316. (B/S)

■ পাল, 27+/5'-3", B.Sc., B.Ed., কম্পিউটার, গিটার, Yoga জানা, বেসরকারি স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কাম্য। (M) 7031442709. (C/113184)

■ মালদা, মাহিষ্য, 31 / 4'-10", B.A(GEO), B. ED পাশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ, চাকুরে/ প্রঃ ব্যবসায়ী সুপাত্র চাই। M-8653273626 M-109528

■ 43, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সঃ ব্যাংকে কর্মরতা, পিতা মৃত, মাতা অবসরপ্রাপ্ত, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9144669705. (K)

■ 50, শিলিগুড়ি নিবাসী, সরকারি হাসপাতালে নার্স, বিধবা, নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। Mob : 9144533573. (K)

■ বৈশ্য, সাহা, শিলিগুড়ি নিবাসী, 29/5', M.A., উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, একমাত্র কন্যা, সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 9434369374, 8436591909. (C/110667)

■ 27, প্রকৃত সুন্দরী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া, পিতা-মাতা সঃ কর্মচারী, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 8389870928. (K)

■ রায়গঞ্জ, মাহিষ্য, 32+ / 5', Hist. (অনার্স), B.A. উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য 35+ সরকারি / বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M-9775845906 M-TR

■ ঘোষ, 30/5'-4", সুশ্রী, ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা, সুপাত্র কাম্য। (M) 7001651889. (C/110869)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, ডিভোর্সি, 37/5'-4", Pvt. Co. কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8170863598. (C/109793)

■ মণ্ডল, 30, M.A. (Eng.), Computer শিক্ষক, ময়নাগুড়ি BDO-তে কর্মরত পাত্রের ন্যূনতম স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 9641805294. (S/C)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বাৎস্য গোত্র, 34/5'-8", B.Tech., নিরামিষাশী, শিলিগুড়ি নিবাসী। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত। সুযোগ্য পাত্রী চাই। (M) 9547044536, 7001205355. (K/D/R)

■ কায়স্থ, 31/5'-5", B.Sc., সরকারি কর্মী, সংস্কৃতিমনস্ক পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। জলপাইগুড়ি। মা-বাবা অবসরপ্রাপ্ত। (M) 9475249420. (C/33055)

পাত্রী চাই

■ বসাক, 32+/5'-2", B.Com., একমাত্র পুত্র, প্রাইভেট চাকরি, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, নিজস্ব দোকান আছে, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9734822710. (C/110844)

■ কায়স্থ (দে), B.Com., 39/5'-5", বেসরকারি চাকরি, মাতৃ-পিতৃহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 33 পাত্রী চাই। (M) 9733142800. (C/110849)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ঔষধ ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। 9531621709. (C/110830)

■ সাহা, 5'-5", 16 LPA, কলিতে কর্মরত পাত্র, ফর্সা, সুন্দরী, 31 মধ্যে পাত্রী চাই। 9932637746. (K)

■ দত্ত, 43+/5'-8", H.S., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Time : 6 P.M. - 9 P.M., Ph. 7908443219. (C/110841)

■ ব্রাহ্মণ, 42/5'-6", H.S. (Back), প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, একমাত্র পুত্রের উপযুক্ত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। (M) 7551018782. (S/C)

■ পাল (কুম্ভকার), 37/৫'-৬", নরগণ, মানসিক প্রতিবন্ধী Moderate 'Mental retardation', শিক্ষাগত যোগ্যতা Class-V passed, ঘরোয়া সুন্দর পাত্রী চাই, বাড়ি শিলিগুড়ি, সুকান্তনগর উত্তর। 8145831577. (C/110859)

পাত্রী চাই

■ কর্মকার, 30/5'-7", B.A., B.Ed., ICICI ব্যাংককর্মী। ফর্সা, গ্র্যাজুয়েট পাত্রী চাই। কম্পিউটার জানা ও কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। (M) 9593920938. (C/110846)

■ পঃ বঃ কুঃ কায়স্থ ঘোষ, 37/5'-7", B.Sc., একমাত্র সন্তান, নিজ কোচিং সেন্টার, Eng.-Med. W.B. Tutor (50K+PM), নিজ বাড়ি আলিপুরদুয়ার পাত্রের জন্য ঘরোয়া উপযুক্ত স্ববর্ণ পাত্রী চাই। (M) 8001472130. (U/D)

■ সাহা, 35/5'-2", একমাত্র পুত্র, প্রাথমিক শিক্ষক, জলঃ নিবাসী, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9641166177. (C/110850)

■ ব্রাহ্মণ, বয়স-34, উচ্চতা 5'-3", M.Sc.+D.El.Ed. পাশ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। মোঃ নং-8436102180, 8967036946. (C/33022)

■ বৈদ্য, B.Tech., 38/5'-7", বহিঃরাজ্যে Tata Power-এ কর্মরত (বার্ষিক আয় 12 লক্ষ) পাত্রের সুন্দরী, শিক্ষিতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9475840512. (S/C)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, শাণ্ডিল্য, 37/5'-4", MBA, MNC-তে ম্যানেজার, বাড়ি শিলিগুড়ি, কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট। শিক্ষিত, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9933142508, 9832548699. (C/110667)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, বিটেক, সঃ গভঃ ইঞ্জিনিয়ার, 38+/5'-10", কয়েকদিনের বিবাহিত জীবন। ফর্সা, সুশ্রী, অবিবাহিত অনূর্ধ্ব 32 পাত্রী কাম্য। SC/ST বাদে Caste bar নেই। (M) 9002983458. (C/110852)

■ একমাত্র পুত্র, ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী, B.Com., 39/5'-7", পুত্রের জন্য উপযুক্ত ঘরোয়া, সুশ্রী, ফর্সা, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 9883667493, 8617837871. (C/113178)

■ ব্রাহ্মণ, B.Com. (Hons.), BLisc, 35/5'-11", কর্পোরেট সংস্থায় উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশিক্ষিত, অনূর্ধ্ব 31 পাত্রী চাই। (M) 9932777706. (C/110857)

■ উঃ বঃ নিবাসী, কাশ্যপ গোত্র, নরগণ, সিংহ রাশি, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, 30/5'-10", পাত্র বিহারি, স্থায়ী সঃ চাকরিজীবী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 24 LPA, বাবা সঃ কর্মী। নিজস্ব ত্রিতল একাধিক বাড়ি, গাড়ি ও কারখানা রয়েছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নেশাহীন পাত্রের সুপাত্রী কাম্য। (M) 8710070646. (C/110867)

■ পূঃ বঃ নমশূদ্র, 30/5'-6", Eng. M.A., Part time Professor, owns Pharmacy. Graduation (Science অগ্রগণ্য) উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Ph : 9474102196. (C/110856)

■ ব্রাহ্মণ, 30+/5'-6", B.A., সুশ্রী, ভরদ্বাজ গোত্র, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26 পাত্রী চাই। যোগাযোগ-7001488605. (C/110858)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৬/৫'-৩", হোটেল ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ২৮-৩০, কায়স্থ পাত্রী চাই। 9382289903. (C/33050)

■ ব্রাহ্মণ, ২৮ বছর, ৫'-৭", Pvt. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য। মোঃ 9641758018. (C/110863)

■ কায়স্থ, 30+/5'-5", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, B.A. (Hons.), উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। পাত্রের নিজ বাড়ি ও ফ্ল্যাট আছে। বাবা পেনশনার, মা হাইস্কুলের করণিক। মোঃ 7384386399 (জলঃ)। (C/33061)

পাত্রী চাই

■ সরকার, 37/5'-6", Art teacher, কোচবিহার নিবাসী, অনেক নিজস্ব আর্ট স্কুল আছে। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8918685809. (C/109789)

■ কায়স্থ, 38/5'-3", B.Com., Accountant, একমাত্র পুত্র, দ্বিতল বাড়ি, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9474569144. (C/109788)

■ মাহিষ্য, 31/5'-3", B.Tech., দেবারি, পূর্ববঙ্গ, শিলিগুড়ি, MNC-তে Sr. Software Engg., WFH পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, অনূর্ধ্বা 30/4'-10" - 5'-2" এর মধ্যে কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 9073955262. (C/110641)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 38+, উচ্চতা 5'-8", B.A. পাশ, Music Teacher, সুপাত্রী কাম্য। (M) 7001184708. (C/110658)

■ কুণ্ডু, 30/5'-8", আলিপুরদুয়ার জেলা নিবাসী, MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7407047722. (C/110658)

■ কর্মকার, 32/5'-5", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 29, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 6294966298. (C/110839)

■ 48, নিঃসন্তান, সঃ ব্যাংকে কর্মরত, পিতা-মাতাহীন পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য (সন্তান সহ গ্রহণে আগ্রহী)। 9332461678. (K)

■ জন্ম 1990, 6', M.A.(E) অসমাপ্ত, নিজস্ব ব্যবসা, নিরামিশপ্রিয় পাত্রের কায়স্থ/বারুজীবী/ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 8145837035. (C/33060)

■ সাহা, 31/5'-7", M.Sc. Pass, High School Teacher পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832547480. (C/110660)

■ কায়স্থ, 31/5'-7", M.Tech., Railway-তে উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7003763286. (C/110660)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", M.Sc., BDO অফিসার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/110660)

■ আলিপুরদুয়ার, ৩৪, কায়স্থ, PWD-তে Engineer পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কাস্ট নো-বার। (M) 7596994108. (C/110660)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৯, B.Tech., WBSEDCL-এ কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/110660)

■ উত্তরবঙ্গীয়, B.Tech., ২৯, IT-তে কর্মরত (ব্যাঙ্গালোরে), ব্যাঙ্গালোরে নিজস্ব ফ্ল্যাট, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/110660)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, বয়স ৩৫, PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7319538263. (C/110660)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০/৫'-৮", গভঃ ব্যাংক-এ কর্মরত, সুশীল, সুদর্শন পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/110660)

■ মাহিষ্য, 30/5'-6", গৌরবর্ণ, B.A., LLB, ইসলামপুর কোর্টে কর্মরত, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, একমাত্র পুত্র। শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 8759107137. (C/110038)

■ কায়স্থ দত্ত 25+ / 5'7" B. Tech. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মালদা শহর নিবাসী পাত্রের ২২ মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুমুখশ্রী ঘরোয়া কায়স্থ পাত্রী কাম্য। M-9733050465 M-E.D

পাত্রী চাই

■ তিলি কুণ্ডু, 34/5-6", B.E. Civil, বর্তমানে মুম্বইয়ে কর্মরত, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিত, সুন্দরী, স/অসঃ পাত্রী কাম্য। 8509515991, 9800187755

■ দত্ত বণিক, 42+/5'-7", H.S., ব্যবসায়ী, 34 মধ্যে ফর্সা, মধ্যবিত্ত, SC বাদে পাত্রী চাই। (M) 6295086210. (C./110659)

■ 34/5'-5", ব্রাহ্মণ, B.Com.(H), বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। (M) 9609794750. (C/110659)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 39/5'-6", প্রাথমিক শিক্ষক, একমাত্র পুত্র, প্রতিষ্ঠিত পৈতৃক ব্যবসা, নিজ বাড়ি, গাড়ি, ইস্যুলেস ডিভোর্সি পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, স্বঃ/অসবর্ণ, ডিভোর্সি, চাকরিরতা/অচাকরিরতা পাত্রী কাম্য। (M) 7908942625. (A/B)

■ ব্রাহ্মণ, 34+, উচ্চতা 5'-8", ইংরেজি অনার্স, ডাবল এমএ/বিএড/ডিএলএড/সেট/টেট পাশ করা, বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে কর্মরত, সরকারি আপার প্রাইমারি স্কুলে Selection হয়ে গেছে, Joining বাকি, সুদর্শন সুপাত্রের জন্য চাকরিজীবী অথবা উচ্চশিক্ষিত, সুন্দরী, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। মোবাইল নম্বর-9735424094. (C/110878)

■ পূঃ বঃ ঢাকা, SC, সরকার, 35+/5'-5", ডাক্তার MBBS, MD মেডিসিন ফিজিসিয়ান। পার্মানেন্ট চাকরি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দশতলা, বর্তমানে মেডিকেল কলেজ, জলপাইগুড়ি। জেষ্ঠ পুত্র, ফর্সা, স্লিম, সমস্ত নেশাহীন, দাবিহীন, বাবা ডাবল পেনশনার, মা হাউসওয়াইফ পাত্রের জন্য 5'-3" তদুর্ধ্বে 27 অনূর্ধ্ব, ফর্সা, স্লিম, প্রকৃত সুন্দরী, মধ্যবিত্ত পরিবারের সুপাত্রী কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। Caste no bar. সুন্দরী পাত্রীর গার্জিয়ানরাই সরাসরি যোগাযোগ করুন। (M) 9733160787. (C/33051)

■ 45/5'-4", ব্যবসায়ী, শ্যামবর্ণ পাত্রের জন্য 28-35 বছর বয়সি, ডিভোর্সি/বিধবা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 9810810001. (C/109796)

■ গন্ধবণিক, 27+/5'-8", কোচবিহারে নিজ বাড়ি, এমএ (ইংরেজি), মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ সুন্দরী, ফর্সা মেয়ে কাম্য। মোঃ 9832451095. (C/109794)

■ পাত্র EB কায়স্থ, কলকাতা, 32/5'-7", ইঞ্জিনিয়ার, বেঃ সঃ চাকরি, নিজস্ব ফ্ল্যাট। সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্বা 27, EB পাত্রী চাই। চাকরিরতা চলবে না। 9903870011. (K)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সরকারি চাকরি (Group-A), পাত্রের 40-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8250285546.

■ সাহা, হাইস্কুল শিক্ষক মালদা 5'3", 48 বৎ পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিজীবী 35 বৎ-এর মধ্যে পাত্রী চাই। সময়- 6pm-9pm. 9733051528 M-109529

■ বসাক 28+ / 5'6" B. COM, নিজস্ব কাপড়ের দোকান। ফর্সা, সুশ্রী শিক্ষিতা উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M-9434820520 M-E.D

■ ব্রাহ্মণ 33 / 5'3" উচ্চমাধ্যমিক PWD অফিসে চাকুরে পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া 22-25 মধ্যে ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। M-8334832996 M-ED

■ পাত্র দাস (শীল), বি. টেক, 31, বেসরকারি চাকুরে, নিজস্ব ফ্ল্যাট বাড়ি। 23-25 বয়সি সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন-8637343529(M) M-TR

ব্রাহ্মণ, B.A পাশ, 32+ / 5'2", ফর্সা, সুন্দর পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M-9614687205 (রায়গঞ্জ) M-TR

■ ঘোষ, 34 / 5'8", B.A. মেডিসিন, ফটোগ্রাফি ব্যবসায়ী, রায়গঞ্জ, স্বঃ/অসঃ ঘরোয়া, সুশিক্ষিতা চলিবে। M-9083287554 M-TR

■ রায়গঞ্জ, চক্রবর্তী, 42 / 5'6" B.A, ওষুধ মার্কেটিং, নিজস্ব গৃহ, পেনশনার মা, SC বাদে পাত্রী কাম্য। 9339104636 M-TR

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/110660)

পুর উন্নয়নে বরাদ্দ ৭ কোটি টাকা

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : রাজ্য সরকারের পঞ্চম অর্থ কমিশন থেকে রাজ্যের ১৭টি পুরসভাকে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মোট ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। ১৭টি পুরসভার মধ্যে ৪টি পুরসভা উত্তরবঙ্গের বলে জানা গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি পুরসভাকে ৩১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, কালিয়াগঞ্জ পুরসভাকে ২১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, মেখলিগঞ্জকে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে রায়গঞ্জ পুরসভাকে, ৪১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা। এই টাকা জেলাগুলির ট্রেজারিকে পাঠানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই চলতি অর্থবর্ষ ২০২৪-'২৫ সালের জন্য এই অর্থবরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সে কারণে নির্বাচন চলাকালীন চলতি অর্থবর্ষের কাজের জন্য অর্থবরাদ্দ করা হলেও তা নির্বাচনি বিধি লঙ্ঘনের মধ্যে পড়ছে না বলে পুর দপ্তর সূত্রে খবর।

শিক্ষক সংকট মেটাতে উদ্যোগ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : নিয়োগ বন্ধ দীর্ঘদিন। হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যের সিংহভাগ হাইস্কুল শিক্ষক সংকটে ভুগছেন। এর মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষা দপ্তর সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করেছে। নতুন পদ্ধতি চালু হলেও স্কুলে স্কুলে পড়াবেন কারা, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

শিক্ষক সংকট মোকাবিলায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাজে লাগাতে চাইছে রাজ্য। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াবেন তাঁরা। পরিস্থিতি অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্তদের পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হবে, এমনটাই জানালেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে নতুন সিমেস্টার পদ্ধতির কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। শিলিগুড়ির পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর শিক্ষা জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা নতুন সিমেস্টার পদ্ধতি নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে একাধিক প্রশ্ন রাখেন। চেয়ারম্যান উত্তর দেন। সেখানেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকটের কথা মেনে নেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

> উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক সংকট রয়েছে। আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাধা। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিয়ে পড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি 'ক্লাস্টার কনসেপ্ট'-এর মাধ্যমে পঠনপাঠনকে প্রাধান্য দিচ্ছে রাজ্য।
>
> **চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য,** চেয়ারম্যান, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

তাঁর কথায়, 'উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক সংকট রয়েছে। আইনি জটিলতার কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া করা যাচ্ছে না। তবে নতুন সিমেস্টার পদ্ধতিতে পড়াশোনায় ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দিয়ে পড়ানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি 'ক্লাস্টার কনসেপ্ট'-এর মাধ্যমে পঠনপাঠনকে প্রাধান্য দিচ্ছে রাজ্য।'

নজরে অবসরপ্রাপ্তরা

চলতি শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ওঠা পড়ুয়ারা প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেবে। সিলেবাসেও বদল আনা হয়েছে। সেখানে নতুন পদ্ধতি ও সিলেবাস নিয়ে শিক্ষক মহলে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং ভুলভ্রান্তি শুধরে দিতে উদ্যোগী হয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

প্রতিটি জেলায় শিক্ষা আধিকারিকরা আলাদাভাবে শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালা করছেন।

নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ সিমেস্টারের ফলাফল মিলিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ হবে। এক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য ছাত্রছাত্রীদের দুই দফায় পরীক্ষা দিতে হবে।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'অল্প সময়ে সিলেবাসের গভীরে গিয়ে যাতে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারে, সেজন্য সিমেস্টার সিস্টেম চালু করা হল। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রায় ১৬ লক্ষ পড়ুয়া রয়েছে। সেখানে গোটা পদ্ধতি অনেক বড়। এক-দুই বছর না গেলে সমস্যাগুলো সামনে আসবে না। পরিস্থিতি বুঝে আলোচনার মাধ্যমে পদক্ষেপ করা হবে।'

এদিকে, স্কুলে ছুটির পরিমাণ বেড়েছে। তার ওপর সিমেস্টারের পরীক্ষা চললে ক্লাসের পঠনপাঠন ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। যা নিয়ে সংসদের চেয়ারম্যানের প্রতিক্রিয়া, 'চতুর্থ সিমেস্টারের যখন পরীক্ষা চলবে, সেই সময় তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা ও দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা একসঙ্গে হবে। তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা সওয়া এক ঘণ্টার হবে। সেক্ষেত্রে যাতে ক্লাস নষ্ট না হয়, সেইভাবে রুটিন তৈরি করা হবে।'

এদিনের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক, উচ্চমাধ্যমিকের কনভেনার রাম ছেত্রী, মাধ্যমিকের কনভেনার সুপ্রকাশ রায় সহ অন্যরা।

গৃহশিক্ষকতায় রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি ১৮ মে : সরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরতদের গৃহশিক্ষকতায় হস্তক্ষেপ করল হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বিধিবহির্ভূতভাবে গৃহশিক্ষকতা করছেন, সরকারি স্কুলের এমন শিক্ষকদের সম্পর্কে আট সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছে স্কুলশিক্ষা অধিকর্তা। এ ব্যাপারে বিশেষ কমিটি গঠন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাইভেট টিউটরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের এই নির্দেশ বলে বাদীপক্ষের আইনজীবি এক্রামূল বারি জানান।

তিনি জানান, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে আগেই গৃহশিক্ষকতার রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেই তথ্য সংগ্রহ করা যাচ্ছে না বলে শিক্ষা দপ্তর জানালে হাইকোর্ট কমিটি গঠন করতে বলে। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ সময়সীমা বেঁধে কমিটি গঠন করে রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ দিল। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা ইতিমধ্যে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের লিখিতভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁরা গৃহশিক্ষকতা করেন না। যদিও সেই বয়ান যাচাই করেনি বলে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য জানান, হাইকোর্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। মামলাকারী প্রাইভেট টিউটরস ওয়েলেফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সভাপতি সুজয় বর্মন বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহু শিক্ষিত তরুণ-তরুণী গৃহশিক্ষকতা করতে আগ্রহী। কর্মরত শিক্ষকরা গৃহশিক্ষকতা করায় সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁরা। শিক্ষাবিদ আনন্দগোপাল ঘোষের বক্তব্য, কর্মরত শিক্ষকদের বেতন যথেষ্ট ভালো। গৃহশিক্ষকতা করে তাঁদের উপার্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং শিক্ষিত বেকাররা গৃহশিক্ষকতার সুযোগ পেলে সমাজের উপকার হবে।

ফের জঙ্গলে রুটিন টহলদারিতে শিলাবতী

ময়নাগুড়ি, ১৮ মে : দেখতে দেখতে তিন মাসের বেশি সময় হয়ে গেল। রামশাই মেদলা ক্যাম্পের জঙ্গলে সেভাবে কাজে দেখা যায়নি তাকে। জঙ্গল সুরক্ষা থেকে শুরু করে পর্যটকদের সাফারি সবকিছুই এতদিন করেছে অন্যরা। তবে অবশেষে সুস্থ হয়ে ওঠায় আগের মতো জঙ্গলে টহলদারি শুরু করেছে শিলাবতী। চিকিৎসক ও বনকর্মীদের দিনরাত দেখভালে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে এখনই তাকে একা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে না। শিলাবতীর স্বাস্থ্যের দিকে প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখা হচ্ছে। রুটিন করে খাওয়াচ্ছেন বনকর্মীরা।

উত্তরবঙ্গের বনপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'হাতিটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। বেশ কয়েকদিন হল জঙ্গল সুরক্ষার কাজে পুনরায় যোগ দিয়েছে।'

দীর্ঘদিন ধরে গরুমারার রামশাই মেদলা ক্যাম্পের অভিজ্ঞ কুনকির দায়িত্ব পালন করে আসছে শিলাবতী। গত জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ ওই দাঁতালের দাঁত তার গায়ে ঢুকে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি বন দপ্তরের পাতাওয়ালা এবং মাহুতদের নজরে আসতেই দাঁতালটির হাত থেকে শিলাবতীকে ছাড়িয়ে আনা হয়। দ্রুত শিলাবতীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মেদলা ক্যাম্পের পিলখানায়। এরপর শুরু হয় চিকিৎসা। বেশ কয়েকমাস পশুচিকিৎসক ডাঃ শ্বেতা মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে চলে চিকিৎসা।

পিলখানায় আলাদাভাবে তাকে রাখা হয়েছিল। শিলাবতীর দেখভালে ২৪ ঘণ্টার জন্য দুজন কর্মী রাখা ছিল। মাহুত ও পাতাওয়ালা দিনরাত তার দেখভাল করেছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা নুরজামাল হক - কে 02.03.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65K 41004 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি যাদুর মতো ছিল যখন আমরা জানতে পারি, যে ডিয়ার লটারির টিকিটটি আমি কিনেছিলাম সেই টিকিটিতে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। এটি আমার জন্য একটি আশ্চর্যের বিষয় ছিল, কারণ আমরা কোনোভাবেই এত বিপুল পরিমান অর্থের সম্মুখিন হইনি। ডিয়ার লটারিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

IEM-SALT LAKE, IEM-NEWTOWN, IEM-JAIPUR under UNIVERSITY OF ENGINEERING & MANAGEMENT
(Founded by IIT alumni and managed by IITians, Faculty from IITs, NITs, IIMs, CU, JU, IIEST and Foreign Universities)
BEST ENGINEERING COLLEGE IN PLACEMENTS
ADMISSION OPEN FOR ACADEMIC YEAR 2024-2025
B.Tech, BBA(H), BCA(H), BBA-LLB, BHM, BPT, M.Tech, MBA, MCA, M.Sc LL.M, MPT, PH.D
AFFILIATION & ACCREDITATION
Helpline 8010 700 500
Scan the QR code and visit our website www.iem.edu.in
'ASHRAM', GN-34/2, Salt Lake Electronics Complex, Kolkata - 700091

35 YEARS ACADEMIC EXCELLENCE
IEM INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT Good Education, Good Jobs
Visit www.iem.edu.in
IEM, KOLKATA
ADMISSION OPEN 2024-26
MBA 2 Years Full-time AICTE approved program
MBA in General Management
SPECIALIZATION IN
Marketing | Finance | HRM | Technology Management | Logistics & Supply Chain Management
PLACEMENT HIGHLIGHTS
HIGHEST PACKAGE ₹72 LAKHS AVERAGE PACKAGE ₹8.83
Our Top Recruiter: ABFRL, ABP Ltd., Asian Paints, Axis Bank, Bandhan Bank, Berger, Dabur, EY, Federal Bank, Flipkart, Gainwell, Godrej & Boyce, HDFC Bank, ITC Ltd, Kelloggs, Lava, Marico, Mondelez, Panasonic - Anchor, PwC, Ramco Cement, RSM USI, TCS, Ujjivan Small Finance Bank, Usha Martin, Vialto Partners, VIVO
STUDY ABROAD PROGRAM AT
Vancouver (Canada) New York (USA) Singapore Sydney (Australia) London (UK)
AFFILIATION & ACCREDITATION
Admission Helpline 8010 700 500

TRIPURA INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES
JOINT VENTURE WITH GOVERNMENT OF TRIPURA
AFFILIATED TO TRIPURA CENTRAL UNIVERSITY & INC
15 YEARS OF ACADEMIC EXCELLENCE
ADMISSION All Courses OPEN
www.tipsindia.co.in
PG Courses: MMLS | MMRIT | MPT | MOPTOM | MHA | M.SC (NURSING)
UG Courses: BMRT(AERB Certified) | BMRIT (ISRT Certified) | BPT(IAP Certified) BOPTM | BHM | BMLT | BOTT | BFN | BHT | BCCT | B.Sc Nursing
GNM (Nursing) | ANM (Nursing) for Tripura domicile girls only
CAMPUS Hapania, Amtali, Tripura (W) PIN : 799014
#GetYourSelfPlaced
(0381) 2370072, (0381) 2304303, +91 9436928173 info@tipsindia.co.in

হাঁটুর ব্যাথা
পুরানের থেকে অতি পুরানো যে কোন জয়েন্ট এর ব্যাথা অর্থাৎ বাতের ব্যাথার ১০০ শতাংশ গ্যারেন্টি সমেত কার্যকরী ঔষুধ পাওয়া যায়।
শ্বাসকষ্ট
শ্বাসকষ্টজনিত হাঁপানি রোগ যতই পুরোনো হোক না কেন গোড়া থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করবে আমাদের এই আয়ুর্বেদিক ঔষুধ।
মদ ছাড়ান
মদ্যপান ব্যাক্তিকে গোপনে আয়ুর্বেদিক ঔষুধের চিকিৎসার মাধ্যমে মদ খাওয়া থেকে সম্পূর্ন রূপে নিস্কৃত করা হয়।
স্বাস্থ্যবান হন এবং ওজন বাড়ান
ভালো খাওয়া দাওয়ার পরেও যদি স্বাস্থ্য ভালো না হয়। রোগা দুর্বল বা যে কোন কারনে যদি ওজন না বাড়ে তাহলে বিশ্ব প্রশিদ্ধ কার্যকরি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ দ্বারা কিছুদিনের মধ্যেই ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন ও স্বাস্থ্যবান হন।
ডায়াবেটিস-পাইলস-লিউকোরিয়া-সাদাস্রাব এছাড়াও গিলোইজুস, নিমরস, সুদ্ধ শিলাজিৎ, পাচন রস, হার্বাল কাড়া, ওজন কমানো, লিভার টনিক, আমলা রস, অ্যালোভেরা জুস, পঞ্চতুলসী, অশ্বগন্ধা ক্যাপসুল, গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠ কাঠিন্য, চুলপড়া বন্ধ, হার্বাল ফেসওয়াস, এন্টি এজিং ক্রিম, স্পেশাল চবনপ্রাস ইত্যাদি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ এখানে পাওয়া যায়।
গোপাল আয়ুর্বেদিক
হেড অফিস : শিলিগুড়ি, মঙ্গলদ্বীপ বিল্ডিং-এর বিপরীতে, হিলকার্ট রোড, কলাবতী মেডিক্যালের নিকটে, প্রতি সোম থেকে শনি সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা খোলা থাকবে।
শাখা অফিস : জলপাইমোড়, শ্যাম টাওয়ার, UCO Bank বিল্ডিং, বাসস্ট্যান্ড।

Ganesh SINCE 1936 PURE SPICES
সিঙ্গাপুর ও হংকং -এ দুটি ভারতীয় মশলা ব্র্যান্ড মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধ হলো।
২২শে এপ্রিল, ২০২৪: সিঙ্গাপুর এবং হংকং-এর খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ ২টি ভারতীয় মশলা ব্র্যান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যার রিপোর্ট অনুযায়ী এতে ইথিলিন অক্সাইড সীমার বাহিরে রয়েছে বলে জানা গেছে। রাসায়নিকটির কার্সিনোজেনিক বৈশিষ্ট্য এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারে স্বাস্থ্যে কুপ্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ভারতীয় মশলা নানা দেশে বিভিন্ন রান্নায় ব্যবহারের প্রচলন আছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, দুটি সুপরিচিত পণ্য নজরের আওতায় এসেছে।
ভরসা রাখুন শুধুমাত্র খাঁটি গণেশ মশলার ওপরে
সব ব্র্যান্ড আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হয় না। কিন্তু গণেশ-এ আমরা বিশ্বাস করি যে বিশুদ্ধতা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি নয়, দায়বদ্ধতাও বটে, তাই লক্ষ লক্ষ ঘরে আজ আমরা সমাদৃত ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।
ইথিলিন অক্সাইড নয়। কৃত্রিম রং নয়। শুধুই খাঁটি মশলা
Scan to buy
BUY 1 GET 1 FREE at www.ganeshkart.com
Toll-free No.: 1800 1210 144 | Email at: info@ganeshgrains.com | www.ganeshgrains.com

যন্ত্রের কদরে বেকার শ্রমিকরা

পার্থসারথি রায়

সিতাই, ১৮ মে : যে কাজে আগে দিন গড়িয়ে যেত, সেই কাজ হচ্ছে চোখের নিমেষে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই এক বিঘে জমির ধান কেটে, ঝাড়াই করে ট্রলিবোঝাই করছে অতিকায় যন্ত্র। তাতে সম্পন্ন কৃষকের সময়, অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যন্ত্রের দৌরাত্ম্যে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন কোচবিহার জেলার সিতাই ব্লকের কয়েক হাজার কৃষিশ্রমিক। বোরো ধান তোলার মরশুমে যাঁদের মুখে হাসি লেগে থাকত, এখন ভাত জোটানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে তাঁদের।

কোচবিহার জেলার অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী সিতাই ব্লকেও চলতি বোরো ধানের মরশুমে অত্যাধুনিক কম্বাইন্ড হারভেস্টিং মেশিনের আমদানি হয়েছে। এই বিশেষ যন্ত্রে খেতের ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই হয়ে ট্রলিভর্তি হচ্ছে। এক বিঘে জমির ধান কাটা-ঝাড়াই করতে সময় লাগছে মাত্র ১৫ মিনিটের মতো। এর পরপরই সেই ধান কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাচ্ছে কৃষকের বাড়িতে। এই মরশুমে খেতের ধান পরিপক্ক হওয়ায় সম্প্রতি সিতাই ব্লকের ভোলাচাত্রা, ব্রহ্মোত্তরচাতরা, কৈমারি, কাজলিকুড়া, কেশরিবাড়ি প্রভৃতি এলাকায় এই যন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রে ধান কাটা-ঝাড়াই করে ঘরে পৌঁছাতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হওয়ায় কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। সিতাই-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলাচাত্রা গ্রামের কৃষক রত্নেশ্বর বর্মন হাসিমুখে বলেন, 'আগে এক বিঘে জমির ধান কাটতে শ্রমিককে দিতে হত কমপক্ষে ২ হাজার টাকা। তারপর সেই ধান খেত থেকে বাড়ির উঠোনে নিয়ে যাওয়া এবং ঝাড়াই করতে আরও ১ হাজার টাকার বেশি শ্রমিকের মজুরি লাগত। তাতে এক বিঘে জমির ধান কাটা থেকে শুরু করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে তা ঝাড়াই করতে প্রায় গোটা দিন কেটে যেত। সে জায়গায় এখন এই যন্ত্রে মাত্র ২ হাজার টাকা ব্যয় করে এক মুহূর্তের মধ্যেই খেতের ধান ঘরে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। এতে আমরা বেশ খুশি।' রত্নেশ্বর বর্মনের মতো রাহুল মিয়াঁ, কাশেম আলি, মন্টু দাস প্রমুখ স্থানীয় কৃষকেরা এক্ষেত্রে তাঁদের স্বস্তি এবং খুশির কথা জানান।

এই মরশুমে সিতাইয়ে প্রায় ১৫টির মতো কম্বাইন্ড হারভেস্টিং মেশিন আমদানি হয়েছে। তবে এই যন্ত্রগুলির প্রয়োগে এলাকার সাত হাজারের বেশি শ্রমিক কার্যত কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। কর্মহীন শ্রমিকদের মধ্যে ব্রহ্মোত্তরচাতরা গ্রামের শ্রমিক মৃণাল বর্মন দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'প্রতি বছর বোরো মরশুমের উপার্জন থেকে অন্তত্পক্ষে কিছুদিন সংসার সচল থাকত। কিন্তু এবার যন্ত্রের দাপটে আমরা এলাকায় ধান কাটার কাজ পাচ্ছি না। কাজেই আজকাল কর্মহীন অবস্থায় সংসার চলছে না।' ভোলাচাতরা গ্রামের শ্রমিক পিন্টু বর্মনের কথায়, 'আমরা স্বামী-স্ত্রী বোরো মরশুমে ধান কাটার কাজ করে সন্তানদের নিয়ে খেয়েপরে কোনওরকমে বেঁচে থাকতাম। এখন এই যন্ত্র আমাদের পেটের ভাত কেড়ে নিয়ে বিপদে ফেলে দিল।'

জেলা কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মরশুম সিতাই ব্লকে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে। জেলার বিভিন্ন 'কাস্টমার হায়ারিং সেন্টার' থেকে এই দামি যন্ত্র ইতিমধ্যেই সিতাই সহ বিভিন্ন ব্লকে নিয়ে গিয়ে ধান কাটা-ঝাড়ার কাজ চলছে। জেলার কৃষি দপ্তরের আধিকারিক (প্রশিক্ষণ) রজত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই অত্যাধুনিক কম্বাইন্ড হারভেস্টিং যন্ত্রের দ্বারা কৃষকরা বেশ উপকৃত হচ্ছেন।'

যন্ত্রে ফসল কাটা। শনিবার সিতাইয়ের ভোলাচাত্রা গ্রামে। -সংবাদচিত্র

> প্রতি বছর বোরো মরশুমের উপার্জন থেকে অন্তত্পক্ষে কিছুদিন সংসার সচল থাকত। কিন্তু এবার যন্ত্রের দাপটে আমরা এলাকায় ধান কাটার কাজ পাচ্ছি না। কাজেই আজকাল কর্মহীন অবস্থায় সংসার চলছে না।
>
> -মৃণাল বর্মন *কৃষি শ্রমিক*

নেটে ৫৫ র‍্যাংক ওদলাবাড়ির বৃন্দার

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৮ মে : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পরিচালিত ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট (নেট) পরীক্ষায় সারা ভারতে ৫৫ নম্বর র‍্যাংক করে ওদলাবাড়ির মুখ উজ্জ্বল করলেন বৃন্দা গোয়েল। ওদলাবাড়ি বাজারের বাসিন্দা ব্যবসায়ী পরিবারের লাজুক মেয়ে বৃন্দার অর্জিত সাফল্যে এই মুহূর্তে আনন্দের জোয়ার গোটা পরিবারে। কেমিক্যাল সায়েন্সে নেট দিয়েছিলেন বৃন্দা। প্রত্যাশামতোই রেজাল্ট হয়েছে বলে অসম্ভব খুশি ওদলাবাড়ি ডন বসকো স্কুলের ওই প্রাক্তনী।

স্কুল জীবনের একেবারে শুরু থেকে বরাবর ক্লাসে প্রথম হয়ে এসেছেন তিনি। ২০১৭ সালে আইসিএসই দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় ৯৪.২ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তির পর শিলিগুড়ির ডিএভি স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় ৯১.৮ শতাংশ নম্বর পান বৃন্দা। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ থেকে সাফল্যের সঙ্গে বিএসসি উত্তীর্ণ হয়ে আইআইটি ভুবনেশ্বর থেকে ৮.৯ (১০-এর মধ্যে) সিজিপিএ গ্রেড পেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি।

শনিবার সকালে ওদলাবাড়ির বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল বৃন্দার সঙ্গে। অত্যন্ত কঠিন নেট পরীক্ষায় সারা ভারতের ৪০,২৭২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৫ নম্বর র‍্যাংক অর্জন করার ফলে ইতিমধ্যেই জুনিয়ার রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে গিয়েছেন লাজুক মেয়েটি। যদিও তার আগেই তাঁর সাফল্যের ঝুলিতে ধরা দিয়েছিল আইআইটি পরিচালিত গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট (গেট) পরীক্ষাতেও সারা ভারতে ৩২১ নম্বর র‍্যাংক। আগামী দিনে আইআইটি মুম্বইতে মানবজাতির কল্যাণে ক্যানসার প্রতিষেধক ওষুধ তৈরির গবেষণায় মগ্ন হতে আগ্রহী ওদলাবাড়ির মতো ছোট একটি জনপদের গর্ব বৃন্দা। ইচ্ছে অধ্যাপক হওয়ার এবং পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি নিতে জার্মানিতে পাড়ি দিয়ে তাঁর প্রিয় অর্গানিক কেমিস্ট্রি বিষয়ে আরও জ্ঞান অর্জন করা। কেমিস্ট্রিতে সাফল্য তাঁকে ধরা দিলেও স্কুল জীবনে এই বিষয়ে তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল না সেটাও অকপটে স্বীকার করে নিয়ে এ যাবৎ তাঁর কৃতিত্বের পেছনে মূল কারিগর হিসেবে তাঁর পথপ্রদর্শক তথা শিক্ষক দীপাঞ্জন ঘোষের ভূমিকার কথাও অনস্বীকার্য বলে জানিয়েছেন বৃন্দা। আর ছাত্রী সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন ডন বসকে স্কুলের রসায়নের শিক্ষক দীপাঞ্জন। দীপাঞ্জনের কথায়, 'কেমিস্ট্রিকে ভালোবেসে যেভাবে আত্মজ করেছে বৃন্দা, তাতে গবেষণাতেও তাঁর সাফল্য নিশ্চিত।'

অন্যদিকে, পরিবারের মেয়ের লক্ষ্য অর্জনের সাফল্যের পথে কোনও বাধাই যাতে তার মনোযোগ নষ্ট করতে না পারে সেদিকে সদাসতর্ক বাবা রাজ গোয়েল, মা শকুন্তলা।

মেয়েকে নিয়ে খুশিতে উচ্ছল গোয়েল পরিবার। -সংবাদচিত্র

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং -এর কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিওয়াইসিইসিও-এমএলজি-এফবিডব্লিউ-কেওয়াইকিউ-এমএওয়াই-২৪; তারিখ : ১৬-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিয়মানুবর্তী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং. : ডিওয়াইসিইসিও-এমএলজি-এফবিডব্লিউ-কেওয়াইকিউ-এমএওয়াই-২৪; কাজের নাম : নিউ বঙ্গাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা ডাবলিং প্রকল্পের সাথে যুক্ত কামাখ্যা স্টেশন ইয়ার্ডে ইনচার্জ ইঞ্জিনিয়ারের নির্দেশ অনুযায়ী সিএইচ: কিমি ১৭৩/৮ (আজরা প্রান্ত) থেকে কিমি ৪/৭ (গুয়াহাটি প্রান্ত)=২.৭০ কিমি যেখানে এলডব্লিউআর/এসডব্লিউআর গঠন করতে ১৩মি/২৬০মি প্যানেল বা কম দৈর্ঘ্যের রেল সংযোগ করতে হবে সেখানে অনলোড করার পরে ব্লক সহ বা ছাড়া সক্রিয়/অ-সক্রিয় লাইনে অথবা সেস-এর উপর একত্রিত গঠনের বা গর্ত করা জায়গায় ঠিকাদারের স্ব-চালিত রেল কাম রোড/মোবাইল ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং প্ল্যান্ট ব্যবহার করে সিটি বা রেলওয়ে দ্বারা নির্ধারিত যেকোনো স্থানে, ১৩মি/২৬০মি প্যানেল বা তার কম দৈর্ঘ্যের ৬০/৫২ কেজি (৯০ ইউটিএস) রেলের ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং। আনুমানিক মূল্য : ৬৬,২০,৭১০.৬০ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-০৬-২০২৪তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টায়। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ১০-০৬-২০২৪তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/V, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্মাণ সংস্থা

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবা

পাহাড়ি পথে ট্রেকিংয়ের পর বৈঠক বনকর্তাদের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : প্রতিবছর কয়েকমাস অন্তর বনাধিকারিকরা সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য বনবাংলোতে ঠান্ডাঘরে বসেই প্রোটেকশন মনিটরিং প্রোটোকল বৈঠক করে থাকেন। কিন্তু নেওড়াভ্যালির দুর্গম এলাকায়, তাও আবার লাভায় গাড়ি থেকে নেমে তিন কিমি পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করে থামখারকায় পৌঁছানো বেশ পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। উত্তরের বনাধিকারিকরা সেটাই করে দেখালেন। জলপাইগুড়ি গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের উদ্যোগে কালিম্পংয়ের নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানের ২ হাজার মিটার (৬,৫৬১ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত থামখারকা ক্যাম্প অফিসে শুক্রবার বৈঠক করেন উত্তরবঙ্গের একাধিক বনাধিকারিক।

বন্যপ্রাণীর চোরাশিকার, ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘমামার ছবি ওঠা থেকে শুরু করে সিকিম ও ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত নেওড়ার জীববৈচিত্র্য স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নেওড়াভ্যালির ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার, বিট অফিসার, বনকর্মী ও সংলগ্ন বনবস্তিবাসীদের নিয়েও আলাদা বৈঠক করেন বনাধিকারিকরা। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি, কার্সিয়াংয়ের ডিএফও চিত্রক ভট্টাচার্য, গরুমারার এডিএফও নীমা ভুটিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ইন্টারনেট দূর অস্ত, মোবাইলে টাওয়ার লোকেশন পাওয়া যায় না নেওড়ায়। বিদ্যুৎ নেই। সোলার ভরসা। কিন্তু নেওড়ার জঙ্গলে সূর্যের আলো ভালোমতো পৌঁছায় না। তাই লাভা থেকে ট্রেক করে মিটিংয়ের জায়গায় পৌঁছানো হয়। প্রোজেক্টরে কিছু দেখিয়ে বোঝানো হবে বলে অত্যাধুনিক ধোঁয়াহীন ও শব্দহীন জেনারেটর কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাজ্যে এই ধরনের বৈঠকের উদ্যোগ এবারই প্রথম।'

প্রায় ১০ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতার নেওড়ায় সিকিম, ভুটান ও এই রাজ্যের সীমানা আছে। নেওড়ায় পর্যটক প্রবেশ নিষেধ। বন্যপ্রাণী যাতে পাচার না হয়, সেজন্য বনকর্মীর বাইরে জঙ্গল লাগোয়া বনবস্তি খাসমহল, লিংসে সহ অন্য বনবস্তিবাসীদের নিয়ে পৃথক বৈঠক করা হয় বলে ডিএফও জানান।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'নেওড়া ছাড়াও গরুমারার গন্ডারের বাসস্থানের আরও উন্নতি ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবার আমরা নিজেরাই গিয়েছিলাম নেওড়ার পাহাড়ি এলাকায় বৈঠক করতে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের বৈঠক করা হবে।'

গত চার বছরে একাধিকবার বাঘের ছবি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে নেওড়ার বিভিন্ন উচ্চতায় ধরা পড়ে। নেওড়ায় বাঘের ডেরা আছে কি না তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। অন্যদিকে, হিমালয়ান ব্ল্যাক বেয়ার কেন নেওড়ার সুউচ্চ পাহাড়ি এলাকা থেকে ডুয়ার্সে নামছে, সেসব নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। এমনকি নেওড়ার হাতি ডান্ডা, জড়িবুটি ডান্ডা, রাচেলা ডান্ডা, এলিফ্যান্ট ডান্ডার মতো ১০ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায় শীতকালে বনকর্মীদের নজরদারি চালাতে কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সেসবও নথিভুক্ত করা হয়েছে বন দপ্তরের তরফে।

বনবস্তিবাসীদের বোঝানো হয়, নেওড়ার জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সকলকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

বৈঠকে যোগ দিতে নেওড়ার পাহাড়ি পথে ট্রেকিংয়ে যাওয়ার আগে বনাধিকারিকরা। -সংবাদচিত্র

অনন্য উদ্যোগ

- লাভায় গাড়ি থেকে নেমে তিন কিমি পাহাড়ি পথে ট্রেকিং করে থামখারকায় পৌঁছান বনাধিকারিকরা
- প্রোজেক্টরের জন্য অত্যাধুনিক ধোঁয়াহীন ও শব্দহীন জেনারেটর কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল
- রাজ্যে এই ধরনের বৈঠকের উদ্যোগ এবারই প্রথম

ভাগলপুর - সাহেবগঞ্জ শাখায় ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কিমি ২৯৫/৩-৪ এবং কিমি ২৯৪/১-২-এ অতিরিক্ত পথ নির্মাণের জন্য দুটি ২০.৪ মি. দীর্ঘ সার্ভিস গার্ডার স্থাপন ও অপসারণ করতে, ভাগলপুর - সাহেবগঞ্জ শাখার মৈলাখ মামালখা ও সাবৌর স্টেশনের মধ্যে আপ ও ডাউন উভয় লাইনে নিম্নরূপ ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে :- (১) ১৯.০৫.২০২৪ (রবিবার) = ৩ ঘণ্টার জন্য (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে বেলা ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত), (২) ২০.০৫.২০২৪ (সোমবার) = ৪ ঘণ্টার জন্য (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত), (৩) ২৪.০৫.২০২৪ (শুক্রবার) = ৪ ঘণ্টার জন্য (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত), (৪) ২৫.০৫.২০২৪ (শনিবার) = ৩ ঘণ্টার জন্য (সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে বেলা ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত)। ফলস্বরূপ, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। • **বাতিল:** ০৩০৩৭/০৩০৩৮ সাহেবগঞ্জ-ভাগলপুর- সাহেবগঞ্জ ধুলিয়ান এক্সপ্রেস ১৯.০৫, ২০.০৫, ২৪.০৫ এবং ২৫.০৫.২০২৪ তারিখে বাতিল থাকবে। • **পুনঃনির্ধারণ:** (১) ০৩৪১৩ মালদা টাউন - নিউ দিল্লি স্পেশাল ১৯.০৫.২০২৪ তারিখে মালদা টাউন থেকে ০২ ঘণ্টার মধ্যে পুনঃনির্ধারিত হবে। (২) ০৩৪৩৫ মালদা টাউন - আনন্দ বিহার (টি) স্পেশাল ২০.০৫.২০২৪ তারিখে ০১ ঘণ্টার মধ্যে পুনঃনির্ধারিত হবে। (৩) ১৩৪২৯ মালদা টাউন - আনন্দ বিহার (টি) এক্সপ্রেস ২৪.০৫.২০২৪ তারিখে ০১ ঘণ্টার মধ্যে পুনঃনির্ধারিত হবে। • **সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/শুরু :** ১৩২৩৬/১৩২৩৫ দানাপুর - সাহেবগঞ্জ - দানাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ২০.০৫, ২৪.০৫ এবং ২৫.০৫.২০২৪ তারিখে ভাগলপুর স্টেশন-এ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ভাগলপুর স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। • **নিয়ন্ত্রণ :** ১৪০০৩ মালদা টাউন - নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। **দ্রষ্টব্য :** যেকোন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বা টিওডি স্পেশাল, দেরিতে চলাচল করলে, ব্লকের সময় নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিক্ষা

■ Tuition for law subjects. 9832302513. (K)

TUITION

■ CBSE/ISC/WBHS-এর XI & XII -এ Accounts, BST ও Eco. পড়াই। M : 8900654937. (C/110667)

ভর্তি

D.El.Ed ভর্তি : জলপাইগুড়ি

■ NCTE স্বীকৃত WBBPE অনুমোদিত জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ 'Rabindranath Thakur Teachers Training Institute' -এ 2024-2026 শিক্ষাবর্ষে D.El. Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ : 9832632235/ 9735773689. (C/33059)

ব্যবসা-বাণিজ্য

■ হিটিং প্যাড- 90/-, বডি ম্যাসেজার -33/-, বিভিন্ন ধরনের মিমো ম্যাসেজার, হেয়ারব্রাশ, ভুঁড়ি কমাবার AB স্লিমিং বেল্ট, পেস্ট রিপিলেন্ট ইত্যাদির নির্মাতা। 9903242268/ 6290221157. (K)

■ কারখানা থেকে বিস্কুট, ব্রেড, কেক কিনে সেল করুন। M : 98320-39444. (C/110667)

ডিস্ট্রিবিউটার

■ সোনাপুর ও পাঞ্জিপাড়ায় ভাগীরথী দুধ, ঘি পনির বিক্রির জন্য ডিস্ট্রিবিউটার চাই। শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। 97497-34402, 8695090855. (C/110640)

ভাগীরথী দুধ

■ দই, পনির, লস্যি, ঘি ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার প্রয়োজন। আর্থিকভাবে সচ্ছল ও অভিজ্ঞতা আবশ্যক। এরিয়া : জলপাইগুড়ি, বাগডোগরা, আশিঘর, ইস্টার্ন বাইপাস, শালুগাড়া। Ph : 7908180066. (C/110660)

পরিষেবা

■ শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি রান্নাঘরের কাজ ও অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আরতি সেবিকালয় 8509068645. (C/113181)

জ্যোতিষ

■ জ্যোতিষ জগতে আলোড়ন, যাহা বলে তাহাই ফলে। আপনার পরিবারে শুভকর্মে বাধা কেন হয় জানেন? যথা -১) বাস্তুদোষ ২) কালসর্প ৩) মাঙ্গলিক দোষ -বাড়ির কুল দেবতা যদি সহায়ক না থাকে তাহলে আপনার শত চেষ্টা করেও ছেলে-মেয়ের বিবাহে উপযুক্ত পাত্রপাত্রী পেতে বাধা, ব্যবসা বাণিজ্যে অবনতি, চাকরিতে বাধা, সফলতার সঠিক উপায় জানতে? ভারত বিখ্যাত বাস্তু ও জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞ ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যোগাযোগ - 9002004418 নিজস্ব রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সঙ্গে- চেম্বার, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে। (অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয়)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/110659)

ভাড়া

■ সূর্য সেন কলোনিতে ব্লক-'A' নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। M : 9563346061. (C/110861)

ভাড়া

■ Well furnished two room flat, ground floor side entrance, no garage, children Park, Hakimpara, Siliguri. For small family. M : 9434106694. (C/110658)

■ শিবমন্দিরে (NBU) উচ্চশিক্ষিত পুষ্প-পোষ্যপ্রিয় ছোট্ট পরিবারে ১ তলায় ঘর ভাড়া, 2 বেডরুম, ড্রয়িং, কিচেন-কাম-ডাইনিং, বড় বাথরুম, গ্যারাজ (17 sft) : সামনে Car-space, ভাড়া : 12,000/- P.M. যোগাযোগ : 7719265197, দালাল নয়। (C/113179)

■ Rent for 2100sqft. Godown Siliguri, 2nd Mile, Sevoke Road. M : 94348-78332. (C/110664)

■ পুণ্ডিবাড়িতে NH-31 হাইওয়ের পাশে একতলায় আনুমানিক ৫০০০ স্কোঃ ফুট কমপ্লিট রেডি স্পেস অফিস/ব্যাংক/শোরুম/মল-এর জন্য মাসিক ভাড়ায় দেওয়া হবে। M : 8240167738/ 9434307200.

SHOP FOR RENT

■ Shop for Rent in Sevoke Road. Location : - Nearby - Axis Bank. Area- 3200 Sq.ft, Rent- 95 per sqft, Prefered - Bank, Corporate Office, Parking- Personal Car Parking + Bike Parking (Available). Contact - 9832011192, Debjyoti Ghosh). (C/110667)

SHOP FOR RENT

■ Shop for Rent in Jalpaiguri (DBC Road), Location : - DBC Road, Cosmos Arcade, Area- 2200 sq.ft., Rent - 95 per Sq.ft, Preferred - Bank, Corporate Office, Parking- Personal Car Parking+ Bike Parking (Available). Contact - 9832011192. (Debjyoti Ghosh). (C/110667)

ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ লে-লাদাখ 29/6, কেদার-বদ্রি 8/9, কাশ্মীর10/10, 20/10, সাংলা-কল্পা 12/10, হিমাচল+অমৃতসর 20/10, কেরল 20/10, রাজস্থান 7/10 ও যে কোনও দিন আন্দামান 9733373530. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, মেইন রোডে 1200 sq.ft flat বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ - M : 9434194995. (C/110658)

■ রথখোলা নবীন সংঘের পাশে 7 1/2 কাঠা জমি বিক্রয় হবে। মূল্য - 50 লক্ষ কাঠা। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 9735851677. (C/110658)

■ হায়দরপাড়া বাজারে ৩ তলে 950 s.ft. ফ্ল্যাট ও 187 S.ft. গ্যারাজ বিক্রি, দালাল নয়। 35 লাখ। 9531612104. (C/110502)

■ জলপাইগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় ৪ বিঘা আবাদি এবং ১ বিঘা বসতবাড়ির উপযুক্ত জমি বিক্রয় হইবে। M : 98320-59252. (C/33054)

■ কোচবিহার বিবেকানন্দ স্ট্রিটে দোতলা বাড়ি সহ ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ করুন M : 7908556477. (C/109791)

■ Resale flat with garage 1st floor, 1000 sq.ft Flat & 200 sq.ft Garage, 2 BHK, 10 years old, Price- 37.5 lacs. Rabindra Nagar, Siliguri, M : 9832055060. (C/110865)

■ Flat sale at Siliguri Haiderpara 1200 sq.ft approx. 8918127622, 7001669890. (C/110657)

■ ফেব্রুয়ারি 2024 নতুন Printing মেশিন বিক্রি হবে। Auto Print 15X20 Colt 7 K warranty সহ। M : 98326-33429. (C/110659)

■ শিলিগুড়ি কলেজপাড়ায় মেইন রোডে 507 sq.ft কমার্সিয়াল ফার্নিস দোকান বিক্রয়। M : 7551075255. (C/110660)

■ Sale one new Dominor Motor Cycle 400 CC (Model Nov 2023). M : 9434046503. (C/110667)

■ শিলিগুড়িতে সু-পরিবেশে 4.5 কাঠা ও 2.5 কাঠা জমি সত্বর বিক্রয়। সরাসরি যোগাযোগ করুন। 79082-41396. (C/110666)

■ শিলিগুড়ি আশিঘরে ইউনিয়ন ব্যাংক-এর পিছনে খতিয়ানভুক্ত 4 কাঠা 6 ছটাক জমি বিক্রয়। M : 98323-71949. (C/110666)

■ Flat for sale, At Dabgram Surjo Nagar Ground, 1st Floor, 2nd Floor 3 BHK. Contact 8250282506, 9832494929. (C/110666)

বিক্রয়

■ Flat for sale near Tarun Tirtha Club. M : 9641337004/ 8116720351. (C/110845)

ফ্ল্যাট বিক্রয়

■ পুণ্ডিবাড়িতে NH-31 হাইওয়ের পাশে 2/3 BHK সম্পূর্ণ রেডি Flat বিক্রয় হবে। M : 8240167738/ 9434307200.

আইন-আদালত

■ আপনি কি ডিভোর্সি, সম্পত্তি, পুলিশি হয়রানি ও আইনি সমস্যায় আছেন? হেল্পলাইন 7585907389, 9883324578. (C/110881)

সম্পত্তি

■ 3 Kattah SJDA plot at Himachal Vihar available for transfer. M : 9830060484. (W/A). (K)

ক্রয়/বিক্রয়

■ নতুন /পুরোনো বাড়ি, Flat, জমি ক্রয়/বিক্রয় করা হয়। নির্ভরযোগ্য সংস্থা। শিলিগুড়ি- M : 9733903555. (C/110665).

ক্রয়

■ 3 BHK used flat with car parking wanted in Siliguri prime location, 1st/2nd flr. Call only owner 9126359424. (C/110657)

কর্মখালি

■ B.Tech/Diploma in Civil (Experience, Fresher). M/F Computer Operator with Tally (Accountant). Site Supervisor for North Bengal. E-mail : sksarkar 1234567@gmail.com (M-TR)

■ Age below 35 Sales Person required for Darjeeling Clothing Showroom, number of vacancy 6. Contact 8116181261. (C/110651)

■ কোচবিহার জেলায় মার্কেটিংয়ের জন্য ছেলে চাই (লোকাল ছেলে অগ্রগণ্য)। বয়স ২১-২৭'এর মধ্যে। M : 9851066014. (C/109787)

■ অভিজ্ঞ/অনভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই, যোগাযোগ-পরম্পরা। Ph : 8637832027. (C/110866)

কর্মখালি

■ হাকিমপাড়ায় মাত্র 500/- টাকায় বিউটিসিয়ান, মেকআপ, ট্যালি, GST, I.T. ফাইলিং হাতেকলমে শিখে আয় করুন। 8420516898. (K)

■ Vacancies in reputed Real-estate Company at Siliguri. Positions : 1) Sales & Marketing (both male and female can apply), 2) Civil Engineers for Sites. Contact : +91 8343 8343 15/+91 97755-42000. Email : mkgroupslgoffice@gmail.com (C/110875)

■ শিলিগুড়িতে লজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ছেলে এবং প্রাইভেট গাড়ির জন্য ড্রাইভার চাই। মোঃ 9382936349. (C/110657)

■ শিলিগুড়িতে হোলসেল মেডিসিনের দোকানে কম্পিউটার জানা মহিলা কর্মী চাই। M : 93829-80780/94745-60392. (C/113183)

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় এবং শিবমন্দিরে রিলিফ রিউম্যাটোলজি রিহ্যাবিলিটেশন ক্লিনিক ও ফিজিওথেরাপি সেন্টারে পাশ করা এবং সহযোগী ফিজিওথেরাপিস্ট (M & F) নিয়োগ করা হবে। স্যালাইন চালানো এবং পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। সিভি সহ সত্বর যোগাযোগ করুন 9126589544, 0353-2460893. (C/110868)

■ অনলাইনে কিছু সমস্যার জন্য ব্যক্তিগত এবং অস্থায়ীভাবে একজন লোকের প্রয়োজন। For Documents. 89005-75289 (M) (C/110658)

■ Salesman wanted for Philips Light Showroom. (Two Wheeler Must). Adie Centre, behind 9/10 Hotel, Siliguri - 98320-67075. (C/110659)

■ মহিলা সেবিকা চাই, নম্র, ভদ্র, হাস্যময়ী। দিবারাত্রি থেকে কাজ করার জন্য। রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরের পরিচর্যা এবং একজন মাত্র সুস্থ-সবল বয়স্ক ব্যক্তির সেবা-চর্যা করার জন্য। বয়স ৩৫-এর মধ্যে, বেতন বছরে এক লক্ষ আট হাজার টাকা। যোগাযোগ শিলিগুড়ি, সেবক রোড, ফোন : 9434043593.

■ কমার্সিয়াল পিকআপ গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন+থাকা-খাওয়া ফ্রি। যোগাযোগ ফোন : 8617631077. (C/110662)

কর্মখালি

■ Driver requirement Siliguri local Tata ACE Pickup Tata 407. (M) 9832081257. (C/110667)

■ Required computer knowing graduate candidate (M/F) (B.Com preferable) for official work at Siliguri. M : 9832062983. (C/110884)

■ Wanted Staff & Room Boy for a reputed Hotel at Siliguri, M : 8250661108. (C/110666)

■ Need Telecaller (M/F) for Travel Agency in Cooch Behar. Ph : 8389093593. (C/110666)

■ Sher-E-Punjab-142, Jessore Rd, Sukanta Nagar, Kolkata 700133, Required : Captain - Experience - 1-2 Yrs, Waiter - Fresher/Experience - 0-1 Yrs. Cook - Experience - 1-2 Yrs, Helper - Fresher (Kitchen and Restaurant). Food and Accommodation provided by company, +91-95393-36361, Email : gm.sherkol@gmail.com (K)

Staff Required

■ লোহার গোডাউনের জন্য শিলিগুড়িতে কর্মী প্রয়োজন। নিজস্ব বাইক থাকা আবশ্যক। WhatsApp Resume : 7477534114. (C/110660)

Requirements

■ Immediate requirement for PGT History, PGT Physical Education, PGT Pure Science and TGT Science for a CBSE Affiliated School in Islampur, U/D submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com and call in 8617428281. (S/N)

Wanted

■ Sales Executive for reputed MNC dealer for Diesel Generator Set for Coochbehar/Alipurduar, Malda/Raiganj, Siliguri. Person with prior background and technical knowledge shall be preferred. Freshers/Diploma/ MBA may also apply. Having 2 wheeler is a must. Attractive Salary+Incentive. Send your resume by WhatsApp to : 8001514444. (C/110667)

কর্মখালি

■ Vacancy in BLF at Daspara, U.D. Sr. Asstt. MGR. - 1 post, Electrician - 1 post. Pl. WhatsApp your Biodata at : 9614061458. (C/110658)

■ সকাল 11.30 থেকে রাত 9.30 পর্যন্ত ক্যাফেতে সার্ভিস ছেলের দরকার। সত্বর যোগাযোগ করুন (M) 9434046503. (C/110667)

■ শিলিগুড়ি আশিঘরে ফ্যাক্টরির জন্য লেবার, ভ্যানচালক, সেলসম্যান চাই। Mb : 6294392525. (C/110873)

■ পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সার্ভের কাজে অতি সত্বর ছেলে প্রয়োজন (বেতন : 15000/- + T.A)। M : 7047637908. (K)

TEACHERS REQUIRED

■ A renowned school in Malda requires experienced teachers for Chemistry, Psychology, History and Dance. Mail your CV within seven days. Email address : recruitment@umschools.edu.in (M-ED)

VACANCY

BRAHMACHARI BAJAJ COOCHBEHAR

2 wheeler & 3 wheeler experienced machanic required, preferred ITI background.

Service Supervisors with ITI or diploma in Automobile or electrical or fitter background required.

(M)7319338524

URGENT REQUIREMENTS

We are a renowned Travel agency based in Siliguri.

Team leader- having experience in handling team, Adept in handling customer problems, previous experience of working at a Travel Company will be an added advantage.

Salary 25k to 30k

Job Location- Siliguri

Contact us now +917866994932

আহত চার বাংলাদেশি

কানকিতে বাস দুর্ঘটনায় মৃত দুই

বরুণকুমার মজুমদার

কানকি, ১৮ মে : শনির ভোরে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন চার বাংলাদেশি সহ ১৩ জন। শনিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির অন্তর্গত ডাঙ্গি মনোরায় গ্রামে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের ভলভো বাসটি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি অভিমুখে যাচ্ছিল। ওই বাসের এক যাত্রী গৌতম রায় জানাচ্ছেন, ‘বাসচালকের ভুলেই দুর্ঘটনার শিকার হয় বাসটি। দুর্ঘটনার সময় বাসটি ৭০-৮০ কিলোমিটার গতিতে চলছিল। ডালখোলা ও চাকুলিয়া থানার সীমান্ত এলাকার একটি ধাবায় বাসটি চা পানের জন্য বিরতি দেয়। তারপর দ্বিতীয় চালক বাসটি চালাতে শুরু করেন। কানকি ফাঁড়ি পার করে ডিভাইডারের পাশ দিয়ে বাস চলছিল। হঠাৎ চালক বাম দিকে থাকা কিছু নেওয়ার চেষ্টা করতেই বাসটি বাম দিকে টার্ন নিয়ে কাঁচা রাস্তায় চলে যায়। চালক পাকা রাস্তায় ওঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। গাছে ধাক্কা মেরে বাসটি উলটে যায়। যাত্রীরা নিজেরাই কাচ ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত বাড়ান। বাসের জানলা ও সামনের কাচ ভেঙে আহত যাত্রীদের বাস থেকে একের পর এক বের করেন। অনেকে আবার নিজেরাই ওই বাস থেকে বেরিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় চাকুলিয়া থানার পুলিশ। গুরুতর আহত যাত্রীদের কিশনগঞ্জের মাতা গুজারীলাল নন্দা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিছু যাত্রীকে কানকি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশি যাত্রীদের মধ্যে চারজনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের শিলিগুড়ি রেফার করা হয়েছে। ডালখোলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস জানান, দুর্ঘটনায় মৃত এক যাত্রীর নাম ইন্দ্রাণী রায় (৭৪), বাড়ি কলকাতার নাকতলায়। আরেক মৃতের নাম গীতা রায়, বাড়ি দমদম থানার ইটালগাছায়। জানা গিয়েছে, ঘটনাস্থলেই এই দুই মহিলা যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে স্থানীয়দের ভিড়। শনিবার কানকিতে।

জলে স্বস্তি, বিপদ ডেঙ্গির

নজরদারি বাড়াচ্ছে পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : বৃষ্টি নিয়ে দোলাচলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুই দপ্তর। জল সংকটের মাঝে বৃষ্টিতে ক্ষণিক স্বস্তি নিগমের জল সরবরাহ বিভাগ। কিন্তু এই বৃষ্টিতে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ার শঙ্কা ওড়ানো যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে পুরনিগমের জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য বিভাগ পড়েছে দোলাচলে। মজার বিষয়, দুই দপ্তরেরই মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত। বৃষ্টি হতেই পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগ শহরবাসীর সচেতনতায় প্রচারাভিযান শুরু করেছে। অতীতে পুরনিগম কেন্দ্রীয়ভাবে নানা এলাকায় এমন প্রচার করলেও এবার জনসচেতনতায় বরোভিত্তিক প্রচারে জোর দিয়েছে। বরোগুলির আবাসন কমিটি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডেকে সতর্ক করা হচ্ছে। শনিবার পুরনিগম তিন নম্বর বরোয় প্রচার চালায়। ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এদিন একটি আলোচনা সভাও হয় বলে সূত্রের খবর। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মেয়র পারিষদ বলেন, ‘এখনও অবধি জল সমস্যা নেই, তবে বৃষ্টি হলে ক্যানালে আরও জল আসবে। এতে অনেকটাই সুবিধা হবে। এই মুহূর্তে শহরে ডেঙ্গির অ্যাক্টিভ কেস নেই। তবুও আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। সচেতনতা প্রচার থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায়ের কাজই চলছে।’

অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার ডেঙ্গি বিষয়ে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ করেছে পুরনিগম। আবর্জনা পরিষ্কার থেকে নিয়ম করে নিকাশিনালাগুলির সাফাইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলিকে নিয়ে বৈঠকও করা হচ্ছে। শনিবারের বৃষ্টিতে ডেঙ্গির আশঙ্কা থাকছে। তাই, এদিন থেকেই বরোভিত্তিক সচেতনতা প্রচার শুরু করেছে পুরনিগম। এদিন তিন নম্বর বরোর সমস্ত আবাসন, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে ডাকা হয়েছিল। সেখানে পুরনিগমের স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা ডেঙ্গি রুখতে কী করতে হবে, ডেঙ্গি হলে কী করা জরুরি তা নিয়ে সচেতন করেন। পাশাপাশি সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সহ আবাসনগুলিতে যাতে জল না জমে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে স্কুলে এখন ছুটি চলছে। এ সময় স্কুলগুলিতে জল জমার সম্ভাবনা থাকে। তাই, কর্তৃপক্ষকেও এদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

> এখনও অবধি জল সমস্যা নেই, তবে বৃষ্টি হলে ক্যানালে আরও জল আসবে। এতে অনেকটাই সুবিধা হবে। এই মুহূর্তে শহরে ডেঙ্গির অ্যাক্টিভ কেস নেই। তবুও আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। সচেতনতা প্রচার থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায়ের কাজই চলছে।
>
> **দুলাল দত্ত** *মেয়র পারিষদ*

দার্জিলিংগামী জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজ। - সংবাদচিত্র

অনুমতি না নিয়ে সড়ক সম্প্রসারণ

বন ও পূর্ত দপ্তরের বিরোধ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর (পুরোনো ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোড সম্প্রসারণ নিয়ে রাজ্য সরকারের দুই দপ্তরের বিরোধ চরমে। পূর্ত দপ্তরের বক্তব্য, ওই জমি পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগের হাতে রয়েছে। অন্যদিকে বন দপ্তরের দাবি, সংশ্লিষ্ট এলাকা মহানন্দা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে। সেখানে গাছ কাটা বা তুলে নিয়ে অন্যত্র লাগানোর অনুমতি দেওয়ার এক্তিয়ার তাদের নেই।

রাস্তার আড়াই কিলোমিটার এলাকা সম্প্রসারণের জন্য বেশ কিছু গাছ হয় কাটতে হবে নতুবা সেগুলোকে তুলে অন্যত্র বসাতে হবে। সেজন্য গত বছর বন দপ্তরের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনুমতি দেয়নি বন দপ্তর। এদিকে, রাস্তা সম্প্রসারণের বরাদ্দ অর্থ খরচ না হলে, তা ফেরত চলে যাবে। এই পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু এভাবে রাস্তা সম্প্রসারণে কোনও লাভ হবে না বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

পূর্ত দপ্তরের জাতীয় সড়ক বিভাগ ৯-এর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত ঠাকুর বলেছেন, ‘গাছ কাটা অথবা সেই গাছ তুলে অন্যত্র লাগানোর জন্য বন দপ্তরের অনুমতি পাওয়া যায়নি। তবে রাস্তা সম্প্রসারণ শুরু করা হয়েছে।’ দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার বিশ্বনাথ প্রতাপের পালটা বক্তব্য, ‘ওই জায়গাটি বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে পড়ছে। তাই সেখানকার গাছ কাটার অনুমতি দেওয়া হয়নি।’

রাস্তা সম্প্রসারণের পাশাপাশি গাছগুলোকে বোল্ডার এবং লোহার জালি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হচ্ছে। সুকনার বাসিন্দা প্রাক্তন সেনাকর্মী সংগঠনের কর্তা সুরেন প্রধানের বক্তব্য, ‘এভাবে রাস্তা সম্প্রসারণ করে কোনও লাভ হচ্ছে না। অযথা সরকারি টাকা নষ্ট। অন্য জায়গায় রাস্তা সম্প্রসারণ করতে অনেক গাছ কাটা হয়েছে, অথচ এখানে কেন অনুমতি দেওয়া হল না? টাকা খরচ হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু প্রয়োজন মতো রাস্তা চওড়া হবে না।’

দুর্ঘটনা মোকাবিলায় দার্জিলিং রোডে মেথিবাড়ির এসআইটি মোড় থেকে সুকনা পর্যন্ত আড়াই কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য এক বছর আগে ১৬ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক বরাদ্দ পেয়েছে পূর্ত দপ্তর। পরিকল্পনা ছিল, রাস্তার বাঁদিকে দেড় মিটারের মতো সম্প্রসারণ করে ধস আটকাতে পাশে বোল্ডার দিয়ে গার্ডওয়াল দেওয়া হবে। তবে এই কাজের জন্য রাস্তার বাঁদিকে প্রচুর গাছ কাটতে হবে। সেই কারণে পূর্ত দপ্তর গাছ কাটা অথবা সেগুলোকে তুলে অন্যত্র লাগানোর অনুমতি চেয়ে দার্জিলিং বন্যপ্রাণ বিভাগকে চিঠি দিয়েছিল।

পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, ‘আমরা অনেক আগেই বন দপ্তরের কাছে অনুমতি চেয়েছি। বন দপ্তর বলছে, ওই জমিটি মহানন্দা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকায় অনুমতি দেওয়া যাবে না। তারপর মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিককে দিয়ে সমীক্ষা করানো হয়। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে, জমিটি বন দপ্তরের নয়। আমরা সেই রিপোর্ট বন দপ্তরকে পাঠিয়েছি। কিন্তু তার কোনও প্রাপ্তিস্বীকারের চিঠি আসেনি।’ এরপরেই পূর্ত দপ্তর কাজ শুরু করেছে।

নেপথ্য কাহিনী

- আড়াই কিমি রাস্তা সম্প্রসারণে ১৬ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ
- রাস্তার বাঁদিকে দেড় মিটার সম্প্রসারণ করে পাশে বোল্ডার দিয়ে গার্ডওয়ালের পরিকল্পনা ছিল
- গাছ কাটা বা তুলে অন্যত্র লাগানোর অনুমতি চেয়ে চিঠি পূর্ত দপ্তরের
- বন দপ্তর বলছে, জমিটি মহানন্দা বন্যপ্রাণ বিভাগের অধীনে থাকায় অনুমতি নয়
- এই পরিস্থিতিতে কাজ শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর

বাড়িভাসায় নলের ঘোলা জল।

জলসংকট ডাবগ্রামে

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : একপক্ষেরও বেশি সময় ধরে নল থেকে বের হচ্ছে ঘোলা জল। সকালের দিকে ঘণ্টাখানেক জল থাকলেও বিকালে সরবরাহ বন্ধ। বাধ্য হয়ে স্থানীয়দের অনেকেই কুয়োর জল পানে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ কেউ কিনছেন ২০ লিটারের জলের জার। সেটাও যে কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগর, বাড়িভাসার বাসিন্দারা।

বাড়িভাসার দীপঙ্কর দত্ত বলেন, ‘কাদা মিশ্রিত ঘোলা জল সরবরাহ করা হচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কাজ হয়নি।’ এব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নীতিন সরকার, বাবলু সাহা, তপন মণ্ডলরা। এব্যাপারে জলপাইগুড়ি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশোক দাস বলেন, ‘রিজার্ভার ও টিউবওয়েলে সমস্যা থাকায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। দপ্তর থেকে জোরকদমে কাজ চলছে। জলে আয়রন থাকায় পরিস্রুত করার কাজ চলছে, সবটা ঠিকঠাক হতে দিনসাতেক সময় লাগবে।’ দপ্তর সূত্রে খবর, এখনই ঠাকুরনগর-বাড়িভাসায় চারটি টিউবওয়েল জরুরি। ইতিমধ্যে দুটির কাজ শেষ। অন্য দুটির কাজ চলছে। কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া অবধি ভালোভাবে জল সরবরাহ সম্ভব নয়।

অধিকাংশ বাসিন্দা বলেন, প্রায় ছ’মাস ধরে ঠিকঠাক জল অমিল। জারের জলের মান নিয়ে প্রশ্ন থাকে বলে দাবি ঠাকুরনগরের আরতি রায়ের। তাঁর আরও দাবি, এনিয়ে বহুবার প্রধান, উপপ্রধান, জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য মনীষা রায়কে জানিয়েও কাজ হয়নি। মনীষার কথায়, ‘দপ্তরে জানিয়েছি। ওরা সময় চেয়েছে।’

শংসাপত্রের দায়িত্বে আর নয়

খবরের জেরে অপসারিত উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের কর্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে ১৫০০ টাকা নেওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হল। শনিবার হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের নির্দেশে জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্র বিভাগের দায়িত্বে থাকা শ্যামল বর্মনকে সরিয়ে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন আধিকারিককে। পাশাপাশি শ্যামলকে শোকজ করে তিনদিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে।

তবে প্রশ্ন উঠছে, একটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ হলেও মেডিকেলে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য রুখতে কেন কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে হাসপাতাল সুপারের দাবি, ‘অনিয়মের বিরুদ্ধে এর আগেও পদক্ষেপ করা হয়েছে। মানুষ যাতে দালালের খপ্পড়ে না পড়েন, সেজন্য তাঁদের আরও সচেতন হতে হবে। এধরনের ঘটনা নজরে এলে কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দালালচক্রের রমরমা কারবার দীর্ঘদিন ধরে চলছে। অন্তর্বিভাগ থেকে বহির্বিভাগ, সর্বত্রই তাদের অবাধ বিচরণ। অভিযোগ, হাসপাতালের চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ এদের সঙ্গে জড়িত। চিকিৎসকদের কাছ থেকে রোগীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ পেয়ে দালালরা ওই রোগী এবং তার পরিবারের কাছে যায়। বহির্বিভাগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ সেরে রোগী বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে রীতিমতো ঘিরে ফেলা হয়। ভেতর থেকে ইশারায় সংশ্লিষ্ট রোগী সম্পর্কে দালালদের সবকিছু জানিয়ে দেওয়া হয়, রয়েছে এমন অভিযোগও। এছাড়া অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাধীন, অপারেশনের জন্য দিনের পর দিন ভর্তি থাকা রোগীদের দালালরা নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। হাসপাতালের লোকজন সরাসরি জড়িত না থাকলে এই চক্র মেডিকেলে দাপিয়ে বেড়াতে পারে না বলেই মনে করছেন অনেকে।

এরই মধ্যে শনিবার জন্ম-মৃত্যু বিভাগে দালালচক্রের রমরমা নিয়ে নতুন করে অভিযোগ ওঠে। মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৬ এপ্রিল মাটিগাড়ার লেনিনপুরের বাসিন্দা বিশ্বনাথ মণ্ডলের মৃত্যু হয়। তারপর থেকে পরিবারের সদস্যরা মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য মেডিকেলের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যান। সরকারি নিয়মে সর্বাধিক তিন দিনের মধ্যে শংসাপত্র দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ওই পরিবারকে দেড় মাস ধরে ঘোরানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

শুক্রবার ফের মৃতের পরিবারের এক সদস্য ওই বিভাগে গেলে আরও একমাস পরে খোঁজ নেওয়ার কথা বলা হয়। এরপরেই সেখানে এক দালাল এসে ১৫০০ টাকার বিনিময়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর শংসাপত্র বের করে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কথামতো টাকা নিয়ে ওই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শংসাপত্র এনে পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনা নিয়ে শুক্রবার বিকেলে হাসপাতাল সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানায় মৃতের পরিবার।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে শনিবার এই খবর প্রকাশিত হয়। তারপরেই বিভাগের দায়িত্বে থাকা শ্যামল বর্মনকে সরিয়ে দেওয়া হল। কেন এতদিন ধরে ওই পরিবারকে মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্য ঘোরানো হচ্ছিল, কীভাবে শুক্রবার ৩০ মিনিটের মধ্যে দালাল মারফত ওই পরিবার শংসাপত্র পেল, সেসব জানতে চেয়ে শোকজ করা হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে তাঁর কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন হাসপাতাল সুপার।

কী পরিস্থিতি

- তিনদিনের মধ্যে জবাব তলব হাসপাতাল সুপারের
- চিকিৎসকদের একাংশ চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ
- মেডিকেলজুড়ে দালালচক্রের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে পদক্ষেপ করবে, প্রশ্ন
- সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার বার্তা সুপারের
- এধরনের ঘটনা নজরে এলে কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ

আহত দুই কিশোরের অবস্থা আশঙ্কাজনক

হেলাগছ

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ মে : সড়ক দুর্ঘটনার পর প্রায় তিনদিন অতিক্রান্ত। শুক্রবার মৃত ও জখমদের পরিবারকে সাহায্য করা হয়। অন্যদিকে, হেলাগছে দুর্ঘটনায় জখম দুই কিশোরের শারীরিক অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাদের। তবে বাকি জখমদের অবস্থা বর্তমানে খানিকটা উন্নতির পথে বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে তাঁদের ড্রেসিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অ্যাম্বুল্যান্সে করে জখমদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

আশঙ্কাজনক দুই কিশোরদের মধ্যে একজন ফলেন কিসকু এবং অন্যজন সঞ্জয় হেমব্রম। তারা কবে সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরবে, সেদিকেই তাকিয়ে তাদের পরিবার। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আইনুল হক এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা শনিবার গ্রামের ২৫ জনের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিলি করেছেন। জখমদের পরিবারকে চাল, ডাল, সোয়াবিন দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার কান্তিভিটায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পণ্যবাহী গাড়ির পিছনে চেপে গ্রাম থেকে বিহারে কন্যাযাত্রী যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মঙ্গলা কিসকুর। তাঁর স্ত্রী মঙ্গলী মুর্মুকে নগদ টাকা দিয়ে অনেকে সহযোগিতা করেছেন। অন্যদিকে, গ্রামজুড়ে এখন অচলাবস্থা। বহু পরিবারের আয় বন্ধ। চিকিৎসার জন্য এখনও মেডিকেলেই দিন কাটাচ্ছেন অনেকে। আইনুল হক বলেন, ‘মৃতের পরিবারকে আগামীদিনে সরকারিভাবে সবরকমের সহযোগিতা করা হবে।’

চিতাবাঘ আতঙ্ক

বাগডোগরা, ১৮ মে : বাছুরের খুবলে খাওয়া দেহাংশ দেখে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল গ্রামে। শনিবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে রানওয়ের পাশে ডিগরাভিটা গ্রামের ঘটনা। এবিষয়ে বাগডোগরার ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফিসার পায়েল রায় বলেছেন, ‘বিট অফিসার সহ অন্য বনকর্মীদের তদন্তের জন্য এলাকায় পাঠানো হয়েছে।’ এদিন সকালে ডিগরাভিটা গ্রামের একটি চা বাগানে বাছুরের খুবলে খাওয়া দেহাংশ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর জানাজানি হতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বাসিন্দারা সকাল থেকে ঘর থেকে বের হননি। শিশুরা কার্যত ঘরবন্দি।

গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ বাচ্চুর কথায়, ‘আফজার আলি নামে এক ব্যক্তির বাছুর দু’দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। সেটির দেহ উদ্ধার হয়েছে। এর আগেও গ্রামের বহু গোরু, বাছুর, ছাগল নিখোঁজ হয়েছে।’ তাঁর সংযোজন, ‘৫ ফেব্রুয়ারিও গ্রামে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সেই সময় বনকর্মীরা এসে পটকা ফাটিয়ে চিতাবাঘ এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ফের বাছুরের দেহাংশ দেখে আমরা চিন্তিত।’ ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফিসারের বক্তব্য, ‘খাঁচা পাতার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার। সেখান থেকে অনুমোদন এলে তবেই খাঁচা পাতা হবে। তবে এদিন বনকর্মীরা এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছেন।’

প্রতিবেশীর মারে জখম মা-ছেলে হাসপাতালে

নকশালবাড়ি, ১৮ মে : ছেলের বিয়ে ভাঙা ঘিরে দুই পরিবারের বিবাদের জেরে ঘটল সংঘর্ষ। প্রতিবেশীর রডের আঘাতে জখম হলেন মা ও ছেলে। দুজনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার খালবস্তিতে। এদিন স্থানীয় রানু খাতুনের বাড়িতে তাঁর বড় ছেলের বিয়ের কথা চলছিল। সেজন্য তোতারামজোত থেকে মেয়ের বাড়ির লোকজন সেখানে এসেছিলেন। রানু খাতুনের অভিযোগ, বিয়ের তারিখ চূড়ান্ত করার সময় প্রতিবেশী রিয়াজুল ইসলাম সেখানে এসে মেয়ের পরিবারকে ছেলের নামে কুকথা বলেন। এনিয়ে তার সঙ্গে বচসা বাধে। পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়।

নকশালবাড়ি থানায় রানু খাতুনের দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়েছে, প্রতিবেশী রিয়াজুল ইসলাম সদলবলে রানু খাতুনের বাড়িতে প্রাণঘাতী হামলা চালায়। আক্রমণকারীদের হাতে ছিল লোহার রড, শাল কাঠের বাটাম ইত্যাদি। এমনকি, বাড়ির বাইরে থেকে পাথরও ছোড়া হয়। লোহার রড, বাটামের আঘাতে রানু খাতুন এবং তাঁর স্কুল পড়ুয়া ছোট ছেলে রাহুল শেখ রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েন। পরে পাশের গ্রামের কিছু তরুণ তাঁদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করান। নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র রাহুল।

এ ব্যাপারে শনিবার রানু খাতুন নকশালবাড়ি থানায় রিয়াজুল ইসলাম, তার ছেলে সাহাজুদ্দিন ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানান। স্থানীয় সূত্রে খবর, রিয়াজুল ইসলামের আতঙ্কে এলাকায় সবাই সিঁটিয়ে থাকেন। জমির দালাল হিসেবেই এলাকায় তার পরিচিতি। রানু খাতুন নকশালবাড়ি চা বাগানের শ্রমিক। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশের দাবি, ঘটনার পরই রিয়াজুল সপরিবার পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

হাসপাতালে ভর্তি রানু খাতুন।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ও পরে যোগাযোগ বন্ধের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অর্পণ চন্দ। সে ফালাকাটার বাসিন্দা। কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে থাকত। অভিযোগকারী তরুণী পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা। তবে কাজের সূত্রে তিনিও শিলিগুড়িতে থাকতেন। সেই সূত্রে অপর্ণের সঙ্গে পরিচয়। এরপর প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হয় ওরা। তরুণীর দাবি, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে একাধিকবার সহবাস করে ধৃত। তারপর আচমকা যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এরপরই শুক্রবার রাতে তিনি ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে শিলিগুড়ি থেকে পুলিশ অর্পণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ধৃত আরও দুই

মাটিগাড়া, ১৮ মে : ট্রাফিক সিগন্যালে একের পর এক বিজ্ঞাপনের ফেস্টুন, লোহার ফ্রেম চুরির ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গত ১৪ তারিখ এক সংস্থার তরফে এই সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয় মাটিগাড়া থানায়। পুলিশ মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনির বাসিন্দা বলাই দর্জিকে গ্রেপ্তার করে। তাকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের সময় উঠে আসে আরও এক দুষ্কৃতীর নাম। পুলিশ জানতে পারে, তারা চুরি করা সামগ্রী একটি কাবাড়িখানায় বিক্রি করেছে। এরপর পুলিশ কাবাড়িখানার মালিককে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

তিন ছিনতাইয়ে উদ্বেগ শহরে

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : এক রাতে তিনটি ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল শিলিগুড়িতে। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনটি ঘটনা শুক্রবার রাতে তিনটি আলাদা আলাদা জায়গায় হয়েছে। ইন্ডোর স্টেডিয়াম, ভক্তিনগর ও লেকটাউন এলাকায়। এরমধ্যে ইন্ডোর স্টেডিয়াম এলাকায় এক মহিলা তাঁর সন্তানকে টিউশন থেকে নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়েন বলে অভিযোগ। সুপ্রিয়া চক্রবর্তী নামে ওই মহিলার কথায়, ‘পেছন থেকে বাইকে চেপে দুজন এসে আমার গলায় থাকা সোনার গয়না ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। আমি ধরার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হই। পড়ে যাই।’ ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগরে এক মহিলার গলার সোনার চেন ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে গল্প করছিলেন অণিমা দে। সেই সময় একটি বাইকে চেপে এসে দুষ্কৃতীরা পাশে দাঁড়ায়। এরপর পাশের একটি বহুতল বাড়ির দিকে তাকানোর ভান করে অণিমার কাছে আসে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাঁর গলা থেকে সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় সমাজবিরোধীরা। অণিমার অভিযোগ, ‘একটি বাইকে দুজন এসেছিল। একজনের মাথায় হেলমেট ছিল।’ একই কায়দায় সেদিন বিকেলে শিলিগুড়ির লেকটাউনে সোনার চেন ছিনতাই হয়। তিনটি ঘটনায় একটাই দুষ্কৃতী দল জড়িত কি না, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তিন দুষ্কৃতীর জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ডাকাতির ছক কষতে জড়ো হওয়ার অভিযোগে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম রাহুল মণ্ডল, জয়ন্ত রায় ও তাপস রায়। এদের মধ্যে রাহুল উত্তর ভানুনগরের বাসিন্দা। জয়ন্ত ভোলানাথপাড়ার বাসিন্দা এবং তাপসের বাড়ি বিহারের কিশনগঞ্জে। শুক্রবার পুলিশ জানতে পারে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। এরপর অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

নিকাশিনালায় দেহের হদিস

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : শনিবার সকালে পুরনিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের উধম সিং সরণিতে নিকাশিনালায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম পোলিন রায় (৫০)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরবেলায় স্থানীয়রা নিকাশিনালায় ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে খবর দেন। তারপর পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে তুলে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

মৃত ব্যক্তি আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা হলেও পাঞ্জাবিপাড়ায় স্থানীয় একটি নার্সিংহোমের উলটোদিকে হোটেলে কাজ করতেন। ওই হোটেলের মালিক রামবিলাস পোদ্দার বললেন, ‘ওই কর্মী শিলিগুড়িতে কোথায় থাকতেন, সেটা আমি জানি না। শুক্রবার রাতে হোটেল বন্ধের সময় আমরা দুজন ছিলাম। তারপর হোটেল বন্ধ করে আমি বাড়ির পথে চলে যাই। তবে ও মদ্যপ অবস্থায় ছিল।’

এদিকে, মৃতের শরীরে কোনও আঘাতের দাগ পাওয়া যায়নি। যদিও মদ্যপ থাকার কারণে নিকাশিনালায় পড়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হল নাকি, অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এদিন ভোরে পোলিনের দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

মৃতদেহ উদ্ধার

বাগডোগরা, ১৮ মে : রেললাইনের ধার থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল শনিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরা গোঁসাইপুরের রূপসিংজোত রেললাইনে। স্থানীয়রা দেহটি লাইনের পাশে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, সম্ভবত ওই ব্যক্তির ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে।

উত্তর সম্পাদকীয়

তিন চরিত্র

রাজ্যে লোকসভা নির্বাচন একেবারে মাঝপথে। নির্বাচনের প্রচারে তিন বড় দলের সবচেয়ে বড় মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু অধিকারী এবং মহম্মদ সেলিম। তাঁদের প্রচারের ধারায় কী নতুন ধারা দেখা গেল? নাকি সেই পুরোনো কচকচি? আলোচনা করলেন রাজ্যের তিন বিশিষ্ট সাংবাদিক। কার্টুন এঁকেছেন অভি।

সবার দায় আর নেওয়া নয়

দেবদূত ঘোষঠাকুর

দলের নীচুতলার উপরে তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ যে অনেকটাই চলে গিয়েছে, তা এতদিনে অনেকটাই পরিষ্কার। আর এবার বোধ হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর ভাষণে, বডি ল্যাঙ্গুয়েজে তার প্রতিফলন পরিষ্কার।

এবারের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে, যদি কেন্দ্র ধরে ধরে হিসেব করা যায়, তা হলে দেখা যাবে, ইতিমধ্যে যে ক'টি কেন্দ্রের ভোট হয়ে গিয়েছে, তার সব ক'টিতেই একাধিকবার প্রচারে গিয়েছেন তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাত্রী নেত্রী। বিধানসভা এলাকা ধরে ধরে প্রচার চালিয়েছেন তিনি। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগে, পরপর একাধিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে ঘরবন্দিও থাকতে হয়েছিল বেশ কিছুকাল। সেই সময়টায় শিক্ষা দুর্নীতি, র‍্যাশন দুর্নীতি, আবাস দুর্নীতি, কয়লা চুরি, বালি চুরি, গোরু পাচার, জলা বুজিয়ে বেআইনি বাড়ির রমরমা এবং সর্বোপরি সন্দেশখালির ঘটনার তত্ত্বতালাশ, তিনি নিশ্চয়ই করে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ বৃত্তের ঠিক বাইরে থাকা, এক তৃণমূল নেতা এই সেদিন এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলছিলেন, 'ওই বিশ্রামের সময়টায়, মমতাদি রাজ্যে দলের সংগঠন নিয়ে, নিশ্চয়ই ভাববার অবকাশ পেয়েছেন। তাঁর নজরে যে সব কিছু আনা হচ্ছে না, সেটা বোধহয় উপলব্ধিও করতে পেরেছেন। নির্বাচনি বক্তৃতায় তার প্রভাব পড়বেই।'

নির্বাচনি যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন ওই তৃণমূল নেতা মুঠোফোনের আলাপচারিতায় একটি বিষয়ে আলোকপাত করলেন। দেখলাম, ওই নেতাটি জনসভা ধরে ধরে দলনেত্রীর বক্তব্যের নির্যাস নোট করে রেখেছেন। ওই নেতা বললেন, 'লক্ষ করে দেখবেন, এবার প্রচারে একবারও, নিজের দুটি প্রিয় উক্তি মমতার মুখ থেকে শোনা যায়নি।' কী সেই দুটি উক্তি? ওই নেতা বললেন, 'রাজ্যের কোথায় কী হচ্ছে, কারা করছে, সেই খবর আমার কাছে আছে।'

সন্দেশখালির ঘটনার পরে মানুষ প্রশ্ন করছেন, শাহজাহান বাহিনীর এই সব কার্যকলাপ কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছায়নি? যদি সেটাই ঠিক হয়, তাহলে 'সব খবর আমার কাছে থাকে' মমতার এহেন দাবির কোনও সারবত্তাই থাকে না। 'ধুরন্ধর' রাজনীতিক মমতা মানুষের এই ভাবাবেগকে সম্মান দেওয়ার সুযোগটা আগেভাগেই বুঝে গিয়ে, বদলে ফেলেছেন প্রচারের ইস্যু।

আর এই বাধ্যবাধকতায়, আরও একটি জনপ্রিয় স্লোগান এবার পুরোপুরি ব্রাত্য। সেটি হল, 'রাজ্যের ৪২ কেন্দ্রেই আমি প্রার্থী।' আসলে কোথায় কোন নেতা, মন্ত্রী কী করছেন, সেই দায়ভার মমতা এখন আর নিতে চান না। এখন আর তাঁর পোস্টারে, ছবির পাশে আর 'সততার প্রতীক' লেখা হয় না। কারণ বর্তমান আবহে, এই স্লোগানটিকে 'পরিহাস' বলে মনে হতে পারে। বিশেষ করে, শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের যখন একরকম ল্যাজেগোবরে অবস্থা। বিরোধী দলের ছোট, মেজো, বড় নেতারা সবাই মঞ্চে উঠে তৃণমূলকে, চোরেদের দল বলে দোষারোপ করছে।

এবারের নির্বাচনে মমতা আর একটি বিষয় উপলব্ধি করেছেন। তাঁকে রাজ্যের একটা অংশের মানুষ বোধহয় আর 'সততার প্রতীক' বলে ভাবেন না। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ তাঁকে উদ্দেশ করে 'চোর' 'চোর' স্লোগান পর্যন্ত দিয়েছেন। চালসায় মমতার কনভয় চলে যাওয়ার সময় ওই স্লোগান কানে গিয়েছে। আর তিনি যে তাতে চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করেছেন, তা কিন্তু কারও অজানা নয়। প্রচারমঞ্চে উঠে তিনি বলেছেন, 'কী সাহস! আমাকে চোর বলছে!'

এতদিন সভামঞ্চ থেকে মমতার সততাকে ব্যঙ্গ করে অনেকেই গলা ফুলিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। কিন্তু মমতাকে প্রকাশ্যে 'চোর' স্লোগান শুনতে হয়নি। শেষের দিকের সভাগুলিতে তাই তৃণমূল নেত্রী পালটা আক্রমণে গিয়েছেন। বিজেপিকে 'সব থেকে বড় চোর' আখ্যা দিয়ে গ্রীষ্মের প্রবল গরমে তিনি নিজের অপমানকে হজমের চেষ্টা করেছেন।

মানুষ ঠেকে শেখে। ১৯৮৪ সাল থেকে রাজনীতির আলোয় থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে ঠেকে শিখেছেন বলেই মনে হচ্ছে। তাই সবাইকে তাঁর প্রার্থী ঘোষণা করে, সবাইকে পার করে দেওয়ার ঠিকা, তিনি এবার আর নিচ্ছেন না। দলের মধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের সব অভিযোগের নিষ্পত্তি নিয়েও, তিনি আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। আপাতত এরকমই চলবে।

'স্পটার' প্রণবের নির্বাচিতের অগ্নিপরীক্ষা

সুমন ভট্টাচার্য

সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারী। কোনও সন্দেহ নেই, এঁদের দুজনকে ভর করেই দলের হাইকমান্ড রাজ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছে। ক্ষমতা হারানো দিলীপ ঘোষ সেইজন্যই টেলিভিশন ইন্টারভিউতে কটাক্ষ করে দুজনকে 'লাঙলে জোড়া দুই বলদ' বলেছেন। কিন্তু তাতে কী! দুজনের উপরই নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শা যে আস্থা রেখেছেন, সেটা দল পরিচালনা থেকে পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া শিবিরের প্রার্থী নির্বাচন, সবেতেই স্পষ্ট।

দুজনে আবার স্বভাব এবং চরিত্রের দিক থেকে একেবারে পরস্পরবিরোধী। বালুরঘাট থেকে উঠে আসা সুকান্ত অধ্যাপক নেতা। স্বভাবগতভাবে নরম মনের মানুষ, শিক্ষিত এবং ভদ্র, বিনয়ী বলে তাঁর সুনাম রয়েছে। যদিও আমাদের দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি কবুল করেছিলেন, দক্ষিণবঙ্গের রাজনীতিতে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আজকাল তাঁর বক্তব্যেও ঝাঁঝ বেড়েছে। অন্যদিকে শুভেন্দু কাঁথির অধিকারী পরিবারের সন্তান হিসেবে রাজনৈতিক আবহেই মানুষ। অনেকেই মনে করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে যদি পশ্চিমবঙ্গে কারও জননেতা হয়ে ওঠার দক্ষতা এবং গুণ থাকে, তাহলে কাঁথির শান্তিকুঞ্জের এই বাসিন্দার তা রয়েছে এবং কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়, তৃণমূলে তাঁর গুরুত্ব আর রাজনীতিতে তাঁর সম্ভাবনাকে বিচার করেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শুভেন্দুর হাতেই দলের রাশ অনেকটা ছেড়ে দিয়েছে।

সুকান্ত দলের রাজ্য সভাপতি হয়েও, মিঠুন চক্রবর্তীর মতো জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকার সঙ্গে জুটি বেঁধেও রাজ্য বিজেপিতে শুভেন্দু অধিকারীর একাধিপত্যকে খর্ব করতে পারেননি! বরং লোকসভা নির্বাচনে যেভাবে রায়গঞ্জে কার্তিক পাল কিংবা কৃষ্ণনগরে রাজমাতা অমৃতা রায়কে গেরুয়া শিবির প্রার্থী হিসেবে বেছেছে, তাতে প্রমাণ হয়েছে শুভেন্দুর মতামত দলের হাইকমান্ডের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ!

কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল যদি গেরুয়া শিবিরের প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয় তাহলেও কি শিশির অধিকারীর পুত্র গেরুয়া শিবিরে এই গুরুত্ব বা রাজ্য বিজেপিতে এইরকম একাধিপত্য ধরে রাখতে পারবেন? সংশয় রয়েছে। এমনকি শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ শিবিরও সেই নিয়ে যথেষ্ট চিন্তায়। কারণ আরএসএস এবং বিজেপি ততক্ষণই যে কোনও নেতাকে কদর দেয়, যতক্ষণ তিনি ফল দিচ্ছেন। অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বা গোটা উত্তর-পূর্বে দলের কান্ডারি হয়ে উঠেছেন, শুধুমাত্র নিজের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করেই। তাই শুভেন্দু অধিকারীর জন্য লিটমাস টেস্ট এবারের লোকসভা নির্বাচনে গতবারের ফলাফলকে টপকে যাওয়া, অর্থাৎ আঠারোটির চাইতে বেশি আসন পাওয়া। যদি শুভেন্দু সেই লিটমাস টেস্টে পাশ করেন, তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত দলে তাঁর জন্য কোনও চ্যালেঞ্জার নেই। কিন্তু যদি ফল এতটুকুও খারাপ হয়, তাহলে অমিত শা বা আরএসএস নেতৃত্বের রোষানালে তাঁকে পড়তে হবে, এমন আশঙ্কাও রয়েছে!

দিল্লির রাজনীতির চালু গল্প অনুযায়ী, সোনিয়া গান্ধি যখন তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে না বসান, কিন্তু পরে সেই প্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের রাষ্ট্রপতির পদে বসেছিলেন, তখন থেকেই তিনি কংগ্রেসকে হীনবল করে রাহুল গান্ধিকে কোনওদিন শীর্ষ পদে পৌঁছোতে না দেওয়ার কৌশল রচনা শুরু করেছিলেন। তারই অঙ্গ হিসেবে যখন মোদি-শা ক্ষমতায় আসার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, তখন প্রণববাবুই বিভিন্ন রাজ্যে অন্য দল থেকে কাদের নিলে গেরুয়া শিবির শক্তিশালী হবে, সেই ব্লু প্রিন্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন। ফুটবলে যাকে 'স্পটার' বলে, অর্থাৎ কাদের দলে নেওয়া উচিত, গেরুয়া শিবিরের হয়ে সেই পরামর্শ দিতে গিয়ে প্রণব যেমন মধ্যপ্রদেশের জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার নাম করেছিলেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দুর সম্ভাবনার কথা মোদি-শাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দল গড়ে আলাদা প্রার্থী দিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূলকে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে তুলে আনছিলেন, সেই সময় তিনি কাঁথিতে আম্বানিদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত প্রাক্তন আমলা নীতীশ সেনগুপ্তকে প্রার্থী করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রের প্রাক্তন দাপুটে সচিব কাঁথি পৌঁছানো মাত্র তাঁর মাথায় ঘোল ঢেলে যথেষ্ট হেনস্তা করেছিল অধিকারী পরিবারের অনুগামীরা। সেই ঘটনা থেকেই হয়তো প্রণববাবুর মাথায় ছিল, পশ্চিমবঙ্গে মমতার স্ট্রিট ফাইটিং স্কিলের সঙ্গে যুঝতে গেলে গেরুয়া শিবিরের শুভেন্দুর মতো দক্ষ সংগঠক দরকার।

পিতা হিসেবে শিশির যদিও অনেক সময়ই ঘনিষ্ঠ মহলে আফসোস করেছেন যে, তাঁর কৃতী পুত্রকে কলকাতার রাজনীতিতে যথেষ্ট জায়গা দেওয়া হয়নি, কিন্তু সত্যি হচ্ছে মমতা শুধুমাত্র রাজ্য মন্ত্রীসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব দেননি শুভেন্দুকে, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় একচ্ছত্রভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগও করে দিয়েছিলেন। যার দৌলতে শুভেন্দু গেরুয়া শিবিরের পতাকা হাতে তুলে নেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে একাধিক বিধায়ক এবং সাংসদ দলবদল করেছিলেন।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর যেহেতু মুকুল রায় গেরুয়া শিবির ছেড়ে ঘাসফুলে ফেরত চলে যান, তাই ক্রমশ দলের নিয়ন্ত্রণ বিধানসভার বিরোধী দলনেতার হাতেই চলে যায়। যদিও শুভেন্দুর বিভিন্ন মন্তব্য, বিশেষ করে মুসলিমদের নিশানা করা কতটা দলকে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে, সেই নিয়ে গেরুয়া শিবিরের মধ্যেই প্রশ্ন। কিংবা পুরোনো নেতাদের বাদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে পদ্ম শিবিরে যোগ দেওয়া রাজনীতিকদের যেভাবে দলে কদর বেড়েছে, তা নিয়েও কম গুঞ্জন বা ক্ষোভ নেই। সেই কারণেই লোকসভা নির্বাচন অধিকারীর কাছে অধিকার ধরে রাখার অগ্নিপরীক্ষা। যদি বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ থেকে যথেষ্ট লোকসভা আসন কুড়োতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কী হবে, সেই আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই কপালের ঘাম মুছছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতার অনুগামীরা!

নতুন মডেল

দেবাশিস দাশগুপ্ত

গত ৭ মে নিজের মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে বিভিন্ন বুথে ঘুরে ঘুরে ভূত তাড়িয়েছেন। অর্থাৎ ভুয়ো ভোটার কিংবা ভুয়ো এজেন্ট ধরেছেন। কাউকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছেন, কাউকে বুথ থেকে বের করে দিয়েছেন। বস্তুত প্রায় দিনভর এভাবে বুথে বুথে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন কংগ্রেস সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম। তিনি আবার দলের রাজ্য সম্পাদকও বটে।

রাজ্য সম্পাদকের ভোটে দাঁড়ানোর নজির সিপিএমে প্রায় নেই বললেই চলে। ২০১৬ সালে রাজ্য সম্পাদক থাকাকালীন পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় বিধানসভা কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে হেরেছিলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। এ ছাড়া সিপিএমে রাজ্য সম্পাদকের ভোটে দাঁড়ানোর উদাহরণ নেই। একইভাবে দলের সাধারণ সম্পাদকরাও কখনও লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়েছেন, এমন ঘটনা ঘটেনি। বলা যায়, রাজ্য সম্পাদক হয়ে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটিয়েছেন সেলিম।

সিপিএমের রাজ্য কমিটিতে কট্টরপন্থী কেউ কেউ সেলিমের প্রার্থী হওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব আপত্তি উড়িয়ে দিয়েই তিনি মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে প্রার্থী হন। লোকসভা ভোট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই তিনি মুর্শিদাবাদে দাঁড়ানোর জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলেন। কলকাতা থেকে সেলিম নিয়মিত মুর্শিদাবাদ যাতায়াত করছিলেন। একান্তে সেলিম কথা বলে নিয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, বহরমপুরের কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরীর সঙ্গে। অধীর তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে।

শুধু মুর্শিদাবাদে প্রার্থী হওয়াই নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের আসন সমঝোতা নিয়েও তিনি বরাবর একরোখা ছিলেন। এই সমঝোতার জন্যও তিনি দফায় দফায় কথা বলেছেন অধীরের সঙ্গে, কথা বলেছেন কংগ্রেসের দিল্লির নেতাদের সঙ্গে। সব মিলিয়ে এবার কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম বা বামেদের সমঝোতা অনেকটাই মসৃণ হয়েছে। প্রচার পর্বেও দেখা গিয়েছে, দুই পক্ষই প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে নেমেছে। সিপিএমের কাস্তে হাতুড়ির সঙ্গে কংগ্রেসের হাত একাকার হয়ে গিয়েছে। কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় দুই দলের মিলিত প্রচারের সাক্ষী থেকেছেন স্থানীয় মানুষ।

উত্তর কলকাতায় দেখেছি, কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ ভট্টাচার্যের হয়ে সিপিএম, সিপিআই বহু দেওয়াল লিখেছে। বাম নেতা-কর্মীরা কংগ্রেস প্রার্থীকে নিয়ে প্রচার করছেন। একইভাবে দক্ষিণ কলকাতায় উলটোটা হয়েছে।

সব মিলিয়ে বাম এবং কংগ্রেস এবারের লড়াই কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই করছে। এর জন্য কৃতিত্ব অনেকটাই সেলিমের। কৃতিত্ব অধীরেরও। রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েই তিনি দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছেন। জেলায় জেলায় বসে যাওয়া নেতা-কর্মীদের রাস্তায় নামিয়েছেন। লোকসভা ভোটে তরুণ প্রার্থীদের বাছাই করার পিছনেও তাঁর মাথা ছিল। গত ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে দলের যুব সংগঠনের যে বিশাল সভা হয়েছে, তাতে মঞ্চে দেখা মেলেনি সিপিএমের কোনও পক্ককেশ বৃদ্ধ নেতার। বিমান বসু থেকে সকলের স্থান হয়েছে মঞ্চের নীচে খোলা মাঠে। এই পরিকল্পনাও সেলিমের।

দলের নেতারাই স্বীকার করেন, রাজ্য সম্পাদক হয়ে সেলিম দলকে একটা ঝাঁকুনি দিতে পেরেছেন। ভোটের ফল কী হবে, সেটা পরের কথা। কিন্তু ভোটের দিন তিনি যেভাবে ভুয়ো ভোটার এবং ভুয়ো এজেন্টদের তাড়া করে ফিরেছেন, সেটা দলের অন্য প্রার্থীদের কাছে বিরাট চাপ হয়ে গিয়েছে। সেলিম নিজে বহরমপুরে জেলা পার্টি অফিসে ওয়াররুম চালু করেছিলেন। সেখানে দলের একঝাঁক টেকস্যাভি তরুণ-তরুণীকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁদের তৈরি করা ম্যাপ অনুযায়ী খবর পৌঁছেছে প্রার্থীর কাছে। তিনি ছুটে গিয়েছেন নির্দিষ্ট এলাকায়।

বস্তুত মুর্শিদাবাদের ভোটে দলের রাজ্য সম্পাদক নিজের অজান্তেই সেলিম মডেল তৈরি করে ফেলেছেন। আগামী ভোটগুলিতে দলের তরুণ প্রার্থীরা সেই মডেল অনুসরণ করবেন কি না, সেটা তাঁদের ভোটের দিন বোঝা যাবে। প্রায় ৬৭ বছর বয়সেও তিনি যেভাবে সংসদীয় কেন্দ্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন, সেটা দলের তরুণ প্রজন্মের কাছে অবশ্যই দৃষ্টান্ত। রাজ্য সম্পাদক হওয়ার পরে কলকাতায় কিংবা জেলায় সিপিএমের প্রায় সমস্ত কর্মসূচিতে সেলিম নিজে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দরকার হলে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে তর্ক করেছেন। দলের অন্দরেই অনেকে বলছেন, সেলিম সম্পাদক হওয়ার পরে সিপিএম অনেকটাই চাঙ্গা হয়েছে। মিটিং, মিছিলে লোক বাড়ছে। মানুষ সেলিমের কথা মন দিয়ে শুনছেন। এটাই বা কম কী।

সেলিমের নেতৃত্বাধীন সিপিএম লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে শূন্য হওয়ার বদনাম ঘোচাতে পারবে কি না, গত লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটে বিজেপির দিকে চলে যাওয়া ভোট আবার বামেদের ঝুলিতে ফিরবে কি না, সিপিএম এবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কি না, সে সবের জবাব ভবিষ্যৎ দেবে। তবে সেলিম যে তাঁর নিজের দলের কমরেডদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের কেন্দ্রে ভোট হয়ে যাওয়ার পর তিনি সারা রাজ্যে চরকির মতো ঘুরছেন। এবার তিনি তৃণমূলের 'গুন্ডা'দের বুথের ধারেকাছে না যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এখন দেখার, সেই 'গুন্ডা'রা কী করে, তাদের মোকাবিলা সিপিএম কীভাবে করে।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor : Sabyasachi Talukdar. Owned by Manjusree Talukdar and published on her behalf by Pralaykanti Chakraborty from Suhas Chandra Talukdar Sarani, Subhaspalli, Siliguri-734001 and printed at Baribhasa, Jaleswari-735135. Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in
Volume No. 45 Issue No. 1

বৃষ্টির পূর্বাভাস

মঙ্গলবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। ফলে দুঃসহ গরম থেকে মিলবে মুক্তি।

জরিমানা আদায়

বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে বিশেষ অভিযানে এবছর এপ্রিল মাসে ৭.৫৫৯ কোটি টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ।

মহিলার দেহ

দক্ষিণ কলকাতার আনন্দপুরে শনিবার সকালে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকে পলাতক স্বামী। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধৃত আট

কলকাতার নেতাজিনগরে অনলাইন প্রতারণাচক্রের হদিস পেল পুলিশ। এই ঘটনায় আটজনের খোঁজ পেয়েছে পুলিশ। তাদের গ্রেপ্তারও করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রমের একাংশের সমালোচনা

সাধুদের রাজনীতিতে ক্ষুব্ধ মমতা

কলকাতা, ১৮ মে : ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজদের একাংশ সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন বলে হুগলির কামারপুকুর থেকে অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, এটা দেশের সর্বনাশ। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা শুরু হয়েছে। মমতা বলেন, 'সব সন্ন্যাসী সমান নন, সবাই সাধুও নন। আমাদের মধ্যেই কি সবাই সমান আছেন? আমি কয়েকজনকে চিহ্নিত করেছি বলেই বলছি।' এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। আমার শ্রদ্ধার তালিকায় ওরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। কিন্তু জানতে পারলাম, বহরমপুরের একজন মহারাজ বলেছেন, তৃণমূলের এজেন্টদের নাকি উনি বসতে দেবেন না। আমি ওঁকে সাধু বলে মনে করি না। কারণ উনি সরাসরি রাজনীতি করে দেশের সর্বনাশ করে দিচ্ছেন। আমি চিহ্নিত করেছি, কারা এই জিনিসটা করছেন।'

বাম জমানার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে। আমি কি সাহায্য করিনি? সিপিএম যখন খাবার বন্ধ করে দিয়েছিল, আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছি, সমর্থন করেছি। মা-বোনেরা গিয়ে তরকারি কেটে দিত। সিপিএম কিন্তু আপনাদের কাজ করতে দিত না। নদিয়ার ইসকন মন্দিরকে আমি ৭০০ একর জমি দিয়েছি।' সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি জানি দু-একজন থাকবেন। দিল্লি থেকে ওঁদের কাছে নির্দেশ আসে। তারপরই তাঁরা বলে দেন কাকে ভোট দিতে হবে। কিন্তু সাধুরা এই কাজ কেন করবেন?' মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'ওঁদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে। ওঁদের কাছে যাঁরা দীক্ষা নেন, তাঁরা ওই গ্রুপে রয়েছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন তো ভোট দেয় না। তাহলে অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবে?'

> ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। আমার শ্রদ্ধার তালিকায় ওরা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে। কিন্তু জানতে পারলাম, বহরমপুরের একজন মহারাজ বলেছেন, তৃণমূলের এজেন্টদের নাকি উনি বসতে দেবেন না। আমি ওঁকে সাধু বলে মনে করি না।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ করছেন। সবাই নন। কিন্তু মনে রাখবেন, স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িটাই থাকত না, যদি আমি না থাকতাম। স্বামীজির বাড়িটা দখল করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই রাতে ডঃ সুব্রত মৈত্র আমাকে ফোন করে বিষয়টি জানান। পরদিনই আমি মেয়রকে সেখানে পাঠিয়ে বলেছিলাম, যা টাকা লাগবে সরকার দেবে। কিন্তু স্বামীজির ওই বাড়িটা থাকবে। সিস্টার নিবেদিতার বাড়িও দখল হয়ে যাচ্ছিল। আমরাই রক্ষা করেছিলাম। এটা অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। তাই মনে করিয়ে দিলাম।'

রাস্তায় দিনযাপন। শনিবার কলকাতার এসপ্ল্যানেডে। ছবি : আবির চৌধুরী

রাজভবনের কর্মীদের বিরুদ্ধে এফআইআর

কলকাতা, ১৮ মে : শ্লীলতাহানি কাণ্ডের তদন্তে রাজভবনের তিন কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল লালবাজার। এর আগে ওই তিনজনকে তলব করা হয়েছিল কিন্তু তাঁরা সেই ডাকে সাড়া দেননি। এবার তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬৬ ও ৩৪১ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। সরকারি কর্মীকে নিগ্রহ ও জোর করে আটকে রাখার অভিযোগ আনা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। রাজভবনের এক অস্থায়ী মহিলা কর্মী হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করে জানান, রাজ্যপাল তাঁর শ্লীলতাহানি করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে লালবাজার। যদিও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে রাজভবনের তরফে। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেছেন, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও তাঁর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

বোমা উদ্ধার

এগরা, ১৮ মে : এগরার খাদিকুলে ফের তাজা বোমা এবং বোম তৈরির বারুদ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-১ ব্লকের খাদিকুলে প্রচুর পরিমাণ অবৈধ বারুদ উদ্ধার হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নাম না করে সৌমিত্রর নিন্দা

বিষ্ণুপুরের মঞ্চে আত্মবিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্রীর পাতা নাচ

কার্তিক ঘোষ

বাঁকুড়া, ১৮ মে : আরামবাগে মিতালি বাগের সমর্থনে জনসভা করে আকাশপথে বিকেল নাগাদ বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হচ্ছিল। শুরুতেই বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর জন্য কোনও ব্যবস্থা নেই। এই হেলিকপ্টার ভাড়ার টাকা পার্টিকে গুনতে হয়।' হেলিকপ্টারকে পাখির বাসার সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'এটা আগুনের হলকায় ভরা।' সেইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সবথেকে বড় চোর হল ভাজপা।'

এরপর তিনি বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ'র নাম না করে বলেন, 'সুজাতা কী করে ওকে বিয়ে করেছিল আমার জানা নেই। ওই ছেলেটার প্রচুর ফোটো আমার কাছে আছে। সুজাতা খুব ঝগড়ুটে মেয়ে, ওই সকল ফোটো দেখলে নির্বাচন ছেড়ে দিয়ে ঝগড়া করতে ছুটে যাবে। ওগুলো নেতা নয় ন্যাতা। ন্যাতার বরং সম্মান আছে। ওর তাও নেই। ওর আগে কী ছিল আর এখন কী হয়েছে।'

নাম না করে সৌমিত্রকে বিঁধে মমতা আরও বলেন, 'অফিসিয়ালি বৌ বলছে আরও কয়েকজন বৌ আছে।' পর মুহূর্তে বলেন, 'অফিসিয়ালি বৌ নয়, এর ক'টা বাড়ি জানেন?' তারপর সুজাতার কাছে জানতে চাইলে তিনি মঞ্চেই

সুজাতার সমর্থনে নির্বাচনি সভায় মমতা। শনিবার বিষ্ণুপুরে।

বলেন, ছ'টা আরও কয়েকটা আছে। সিটি সেন্টারে প্রচুর জায়গা কিনেছে। দুর্গাপুরে ২ কোটি টাকার বাড়ি কিনেছে। এগুলো সুজাতার গলা থেকেই ভেসে আসে মাইকে। মুখ্যমন্ত্রী সব শুনে বলেন, 'এককথায় ওর অগাধ সম্পত্তি। সে ভোটে জিততে চাইছে, কিন্তু ক'বার তার আমরা বলছি খাব। মায়েরা ডিম খাবেন না তাহলে কি হাট্টিমাটিম টিমের ডিম খাবেন। অনেক ভেজ ঘরের ছেলে বাইরে আমিষ খায়, যার একটা ঐতিহাসিক দিক আছে।' এরপর তিনি চারটি প্রশ্ন করতে চান, ঠিক এই সময়ই জনৈক দলীয় সমর্থক অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি নির্বাচনি এলাকায় এসেছে।'

এরপর তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে এই রাজ্যে ৮ দফায় ভোট করছে। আমি ৩১ মার্চ ঘর থেকে বেরিয়েছি।' নেত্রী বক্তব্যের খেই হারিয়ে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলছেন মাছ খাবেন না, বক্তব্য বন্ধ করে তাঁর চিকিৎসা করে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এদিন শুভেন্দু অধিকারীর নাম করে মমতা বলেন, 'ওন্দাতে শুভেন্দু সহ একসঙ্গে ৫০০ জনের বিরুদ্ধে সিপিএম অভিযোগ করেছিল। সিপিএম গোপীনাথপুর, চমকাইতলায় মানুষকে কেটে দিয়ে লাশ গায়েব করে দিত। পুকুরের জলে মাথা তুলে এক আর্ত মানুষের দিদি বাঁচাও বাঁচাও আজও আমার কানে বাজে। সিপিএম সুড়ঙ্গ করেছিল, খুন করে সুড়ঙ্গ দিয়ে জলে লাশ পাচার করত।'

তৃণমূল প্রার্থী সুজাতাকে দেখিয়ে মমতা বলেন, 'ওর চেহারা একটু গাবলু গাবলু। বরটা ওর স্মার্ট, তাই ছেড়ে পালিয়েছে, আরও ক'টা বৌ আছে জানি না, তবে আমার কাছে সব ছবি আছে।'

এরপর মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো কড়া ভাষায় দলীয় কর্মীদের জানান, কেউ নিজেকে কেউকেটা ভাববেন না। মানুষের কাছে যাবেন, মানুষের কাজ করবেন।

এদিন ইন্দ্রনীল সেন না আসায় ইন্দ্রনীলের রেকর্ডিং গানের সহযোগে আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে চার মিনিট পা মেলান মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের নাচে অভিনবত্ব দেখা যায়। তিনি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাতা নাচে অংশ নেন এবং ধামসাতেও বোল তোলেন।

জেল থেকে মুক্তির পর হুঁশিয়ারি মাম্পির

কলকাতা, ১৮ মে : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে শনিবার দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন সন্দেশখালির বিজেপি নেত্রী পিয়ালি দাস ওরফে মাম্পি। জেল থেকে বেরোতেই তাঁকে মালা পরানো হয় আর মাম্পির মুখে শোনা যায়, 'সত্যমেব জয়তে'। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়ব না। উনি মানুষ নন, নারী নামের কলঙ্ক। নারীর ওপর এত অনাচার, অপমান হচ্ছে, উনি একজন নারী হয়েও পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন না। সত্যের পথে আছি, সত্যের সঙ্গে আছি। এই লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেখাব।'

সন্দেশখালির আন্দোলন মিথ্যা নয় বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ মল্লিকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সন্দেশখালিতে টাকার খেলা চলছে। ৪ মে দিলীপ মল্লিক ও সৈকত দাস নামে দুই তৃণমূল নেতা তাঁর বাড়ির পূর্বদিকের পাঁচিল টপকে ভিতরে প্রবেশ করেন। তাঁদের হাতে তিনটি

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছাড়ব না। উনি মানুষ নন, নারী নামের কলঙ্ক। নারীর ওপর এত অনাচার, অপমান হচ্ছে, উনি একজন নারী হয়েও পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন না। এই লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেখাব।
>
> **পিয়ালি দাস,** *বিজেপি নেত্রী*

ব্যাগ ছিল। ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তাঁর করা সমস্ত অভিযোগ তুলে নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তাঁকে। মাম্পির বিরুদ্ধে যে অভিযোগকারিণী থানায় এফআইআর দায়ের করেছিলেন, তাঁকেও টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি। মাম্পির দাবি, ওই অভিযোগকারিণীর পরিবারের সদস্যই তাঁকে ফোন করে এবং বলে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। এমনকি শিবু হাজরা, শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হওয়ার পর সন্দেশখালির দ্বিতীয় শাহজাহান হয়ে উঠছেন দিলীপ। তাঁর বিরুদ্ধে গণধর্ষণের চেষ্টা সহ একাধিক অভিযোগ এনেছেন মাম্পি।

অন্যদিকে মাম্পির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দিলীপ। তাঁর বক্তব্য, মাম্পি তাঁকে ফোন করে তৃণমূলে যোগদানের কথা বলেছিলেন। তিনি মাম্পিকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন। তিন-চার মাস হল সন্দেশখালিতে এসেছেন মাম্পি। তিনি দিল্লিতে থাকতেন। যদিও শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ যথাযথ ছিল বলেই স্বীকার করে নিয়েছেন দিলীপবাবু।

ভোট দিলেন ১০২ বছরের সত্যনারায়ণ

বর্ধমান, ১৮ মে : ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম নির্বাচনে হয়েছিল ভোট দানের হাতেখড়ি। আর এখন চলছে দেশের ১৮তম লোকসভ নির্বাচন। সেই সময়ের তরুণ সত্যনারায়ণ সাঁই এখন ১০২ বছর বয়সি দেশের একজন প্রবীণ নাগরিক।

তাঁর শরীর বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হলেও ভোট দানের অধিকার থেকে তিনি কিছুতেই পিছু হঠতে চাননি। তাই পূর্ব বর্ধমানে খণ্ডঘোষের খুদকুড়ি গ্রামের এই প্রবীণ ভোটারের জন্য ভোটদানের বিশেষ ব্যবস্থা করে নির্বাচন কমিশন। সেই ব্যবস্থাপনা সত্যনারায়ণবাবুকেও মুগ্ধ করে।

যদিও এই প্রবীণ আক্ষেপ করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবুজ সাথী সাইকেল থেকে শুরু করে কত কিছুই দিচ্ছেন! উনি আমার পেনপনের ব্যবস্থা করে দিলে আমার খুবই উপকার হত।'

স্বাস্থ্য বিভাগে মেডিকেল অফিসার ছিলেন সত্যনারায়ণবাবু। প্রায় ৪২ বছর আগে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁর পেনশন চালু হয়নি।

বর্ধমান

পদ্ম কর্মীর মৃত্যুতে ময়নায় এনআইএ

কলকাতা, ১৮ মে : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরই পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নায় পৌঁছোল এনআইএ। বিজেপির বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়ার খুনের ঘটনায় হাইকোর্টের একক বেঞ্চ আগেই এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। পরিবারের অভিযোগপত্রে তিন তৃণমূল নেতার নাম ছিল। অথচ পুলিশের এফআইআরে তাঁদের নাম নেই। তাই তদন্তে নেমে সব খতিয়ে দেখতেই সরাসরি ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ।

২০২৩ সালের ১ মে খুন হয়েছিলেন বিজেপির বুথ সভাপতি। তাঁর স্ত্রী ৩৪ জনের নামে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এই খুনের ঘটনায় ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তৃণমূল বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সংগ্রাম দলুই ও শেখ শাহজাহানের নাম ছিল। কিন্তু পুলিশের এফআইআরে এই তিন তৃণমূল নেতার নাম নেই। বৃহস্পতিবার বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়া খুনে একক বেঞ্চের এনআইএ তদন্তের নির্দেশই বহাল রেখেছিল ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, এনআইএ যেহেতু তদন্ত শুরু করেছে, তাই আদালত হস্তক্ষেপ করবে না। ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পরই নড়েচড়ে বসল এনআইএ। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র বলেন, 'জোর করে নাম জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমি বাগচা এলাকায় খুব কমবারই গিয়েছি। এই ঘটনার ৬ মাস আগে গিয়েছিলাম। এখন যদি জোর করে নাম জোড়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে কিছু করার নেই।' তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো ইচ্ছে করে তৃণমূল নেতাদের অপদস্থ করার চেষ্টা করছে।' বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের রাজ্যে যে সমস্ত তদন্ত চলছে সবই আদালতের নির্দেশে ও নজরদারিতে।'

লিচু গোছা করার ব্যস্ততা। শনিবার নদিয়ায়। - পিটিআই

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ ভক্তির সাগর, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণ, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, ২.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ দুপুরের মেগা মুভি, বিকেল ৫.০০ আকাশ বার্তা, সন্ধ্যা ৬.০০ সানডে ব্লকবাস্টার, রাত ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

জলসা পরিবারের সদস্যরা মাতবেন কথা পরিবারের সঙ্গে সামার হুল্লোড়ে। দুপুর ১টায় **স্টার জলসায় কথা পরিবারে সামার হুল্লোড়।**

কালার্স সিনেপ্লেক্সে সন্ধ্যা ৬.৪১ মিনিটে গোলমাল ৩।

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১২.০০ হিরোগিরি, বিকেল ৩.১০ শাপমোচন, সন্ধ্যা ৬.১০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ৯.১৫ গুরু

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সূর্য, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ বিধিলিপি, সন্ধ্যা ৭.০০ আই লাভ ইউ, রাত ১০.০০ কর্তব্য

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ নিমকি ফুলকি, বিকেল ৩.৩০ বাবা তারকনাথ, সন্ধ্যা ৬.৩০ পরিণীতা

কালার্স বাংলা সিনেমায় আই লাভ ইউ সন্ধ্যা ৭টায়।

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ওয়ান্টেড

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ওরা কারা

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে থপ্পড় রাত ৮টায়।

জয়নগরের মোয়া নিয়ে টানাটানি

কলকাতা, ১৮ মে : মোয়ার কল্যাণে জয়নগর পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ২০১৫ সালে জিআই ট্যাগ পাওয়া জয়নগরের মোয়ার স্বত্ব এখন আর চুরি করা যাবে না। কিন্তু জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে এবারের ভোটে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল-বিজেপি ও আরএসপি হলেও তলে তলে নানান অঙ্কে ভোটে থাবা বসাবে অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্ট ও এসইউসি। তাই কাগজে-কলমে সম্ভাব্য বিজেতার দৌড়ে তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডল, বিজেপির অশোক কান্ডারি ও আরএসপির সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল থাকলেও খেলা ঘোরানোর চাবিকাঠি এসইউসির নিরঞ্জন নস্কর ও এআইএসএফের মেঘনাদ হালদারের হাতেই থাকবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তিন হেভিওয়েট প্রার্থীর পাশাপাশি এই দুই রাজনৈতিক দলের আলাদা সমীকরণ কাজ করে এই লোকসভা কেন্দ্রে। ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে এসইউসি নেতা তরুণ মণ্ডল জয়ী হয়েছিলেন।

ভোটবাদ্যি

আরএসপির এই দুর্গে তারা থাবা বসাতে পেরেছিল তৃণমূলের সঙ্গে আসনরফার কারণেই। একইভাবে ক্যানিং পশ্চিম, ক্যানিং পূর্ব ও মগরাহাট পূর্বে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ওই বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে এআইএসএফের দাপট যথেষ্ট। অন্যদিকে আরএসপি এবং এসইউসি দুই দলই বামপন্থী হওয়ায় বাম মনোভাবাপন্ন ভোটারদের ভোট এখানে দু'ভাগে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির অশোক কান্ডারি দুটি অঙ্কের ওপর নির্ভর করছেন। এক, হিন্দু ভোট টানা ও দুই, শাসক বিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগানো। অতীতে ভোটের হিসেব বলছে, জয়নগর সাধারণভাবে শাসক তৃণমূলের নিরাপদ ঘাঁটি। ২০১৯ সালে বিজেপি হাওয়ার মধ্যেও তৃণমূলের প্রতিমা মণ্ডল ২ লক্ষ ২০ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীরা এই লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৭টি বিধানসভা আসনেই জিতেছিলেন। ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই আসনে আরএসপি প্রার্থী জিতেছিলেন। ২০০৯ সালে তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতার জেরে এসইউসি প্রার্থী তরুণ মণ্ডল প্রথম এই আসনটি পেয়ে যান। তারপর থেকে প্রতিমা মণ্ডল ২০১৪ ও ২০১৯ সালে এই আসনে জিতেছেন। ১৫ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটার ভোট দেবেন। কিন্তু শেষমেশ জয়নগরের মোয়া কার হাতে উঠবে তা নির্ভর করবে ভোট কাটাকুটির অঙ্কের ওপর।

জ্যোতিপ্রিয়র আর্জি

কলকাতা, ১৮ মে : অন্তত একমাসের জন্য জামিন দেওয়া হোক। অসুস্থতার কারণ দর্শিয়ে নিম্ন আদালতে আবারও জামিনের আর্জি জানালেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তিনি একাধিক রোগে ভুগছেন। কিডনির সমস্যা রয়েছে। ওজন কমে যাচ্ছে। শুনানি চলাকালীন আদালতে এমনটাই জানালেন তাঁর আইনজীবী। আগামী সপ্তাহে এই মামলার রায় ঘোষণা করবে আদালত।

শনিবার তাঁকে ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হয়। তখনই তাঁর আইনজীবী অসুস্থতার কথা জানান। যদিও ইডির আইনজীবী তাঁর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন। ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, জেল হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে। তাই বাইরের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। র‍্যাশন দুর্নীতির সঙ্গে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী সরাসরি যুক্ত, তার তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। তাই এই মুহূর্তে জামিন দিলে তদন্তে সমস্যা হবে। যদিও আগামী সপ্তাহে এই মামলায় রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর, জেলে সেলের মধ্যেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। তবে সুগার, প্রেসারের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছেন তিনি। গরমের কারণে জেলের ভিতরে হাঁসফাঁস পরিস্থিতি। তাই জেলের বাইরে যথাযথ চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে বলেই আবেদন জানান তিনি।

তিস্তায় পলি, বাদামের ফলনে ভাটা

সানি সরকার

টাকিমারি (গজলডোবা), ১৮ মে : প্রাক বর্ষায় চারদিক সবুজময়। কিন্তু মাটির নীচের 'চেনা সোনা' উধাও। গত কয়েকমাসের আশঙ্কা জ্যৈষ্ঠতে যেন বাস্তব হচ্ছে। আয়ের পথ খুঁজতে যাঁরা বিকল্প চাষে মজেছিলেন, প্রকৃতির মারে তাঁরাও বিপর্যস্ত। যে তিস্তা তাঁদের রসদ জোগায়, তা যেন আজ অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্দশাগ্রস্ত গজলডোবার টাকিমারি তাকিয়ে ভবিষ্যতের পানে। কিন্তু সেই পথের হদিস অজানা বিকাশ দাস, হরিদাস রায়দের।

ফি-জ্যৈষ্ঠে হাসি ফোটে টাকিমারির। মাটির নীচ থেকে ওঠে বাদামের 'ঝুড়ি'। স্থানীয়রা মজা করে একে সোনার সঙ্গে তুলনা করেন। কিন্তু চলতি জ্যৈষ্ঠ যেন টাকিমারিকে 'সর্বনাশ'-এর বার্তা দিচ্ছে। মাটির নীচ থেকে মিলছে সামান্যই বাদাম। এর সঙ্গে অতীতের কোনও হিসেবই মিলছে না। ফি-বছর মে'র মাঝামাঝি ভোরের আলো থানার (সাবেক মিলনপল্লি ফাঁড়ি) সামনের রাস্তা ধরে যে গাড়ির মিছিল দেখা যেত, এবার তা যেন এক লহমায় উধাও। মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষিপ্রধান টাকিমারির সিংহভাগ মানুষ মূলত বাদাম চাষে নির্ভরশীল। এখানে প্রায় ১০ হাজার বিঘা জমিতে হয় বাদাম চাষ। গত বছর অবধি বিঘা প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন কুইন্টাল বাদাম মিললেও, এবার তা এক-দেড় কুইন্টালের বেশি পাওয়ার আশা করছেন না কেউই। তুলসীপাড়ার বিকাশ দাস বললেন, 'দেখছেন তো গাছের গোড়ায় নামমাত্র বাদাম। মনে হচ্ছে না বিঘায় এক কুইন্টালও মিলবে।' একই সুর সিংহেরপাড়ার লিটন দাসের গলায়ও।

প্রকৃতির মারে বাদামের ফলন কমেছে। টাকিমারিতে।

চাষে মার

- কৃষিপ্রধান টাকিমারির সিংহভাগ মানুষ মূলত বাদাম চাষে নির্ভরশীল
- এখানে প্রায় ১০ হাজার বিঘা জমিতে হয় বাদাম চাষ
- গত বছর অবধি বিঘা প্রতি তিন থেকে সাড়ে তিন কুইন্টাল বাদাম মিলেছে
- এবার তা এক-দেড় কুইন্টালের বেশি পাওয়ার আশা করছেন না কেউই

কেন এমন হাল? টাকিমারির সবাই দূষছেন তিস্তাকে। গত বছরের ৪ অক্টোবর সিকিমের দক্ষিণ লোনাক লেক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত তিস্তায় এখন শুধুই পলির পরত। জলমিশ্রিত সেই পলি ঢুকছে টাকিমারি, রংধামালি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। পলি 'বেড' দেখে সেসময় কিছুটা আশঙ্কা থাকলেও এই পরিস্থিতির কথা কেউই আগাম টের পাননি। বাদামের ফলন উঠতেই তাঁরা মালুম পাচ্ছেন, 'ক্ষতির বীজ' রয়েছে পলির গর্ভেই। ধূপগুড়ি বস্তির হরিদাস রায়ের কথায়, 'বন্যায় শুধু যে পলি ঢুকেছিল তা নয়, এজন্য তিস্তা অনেকটাই উঁচু হয়ে গিয়েছে। ফলে, একটু ভারী বৃষ্টিতেই থেকে জল ঢুকছে।' মানছেন তুলসীপাড়ার শ্রীকৃষ্ণ দাস, প্রসেনজিৎ দাসরা। দক্ষিণবঙ্গ, জটেশ্বর-ফালাকাটা হয়ে অসমে বাদাম পাঠিয়ে লাভের মুখ দেখে টাকিমারি।

বছরটা যে ভালো যাবে না তা বাদাম গাছের গোড়া দেখেই অনেকে টের পেয়েছেন। অনেকে বাদামের পাশাপাশি সবজি চাষে মন দিয়েছেন দীপকচন্দ্র দাস, বিকাশ দাসরা। প্রথমে রোদ পরে দফায় দফায় শিলাবৃষ্টি সব তছনছ করেছে। নতুন আশায় জল ঢেলেছে প্রকৃতি। চাষিদের কথায়, সবদিক দিয়েই পথে বসতে হয়েছে। মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য রিনা দাসের কথায়, 'সরকার পাশে না দাঁড়ালে এই ক্ষতি থেকে মুক্তি নেই।'

এসএসসি অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ২৭ মে কলকাতায় রাজ্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ভবন অভিযান করতে চলেছেন বিতর্কিত প্যানেলভুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। দশ হাজারের বেশি শিক্ষক ওইদিন বিভিন্ন জেলা থেকে কলকাতায় পৌঁছাবেন। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার শিক্ষা জেলা থেকে প্রায় ৫০০ জনের অংশ নেওয়ার কথা। বিতর্কিত প্যানেলে থাকা যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নাম, রোল নম্বর সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যাতে তালিকা আকারে এসএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, সেই দাবি নিয়েই হবে অভিযান। পশ্চিমবঙ্গ যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ (২০১৬)-এর তরফে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ওইদিন এসএসসি ভবনে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের চাকরি বাতিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট অন্তবর্তীকালীন স্থগিতদেশ দেওয়ায় কিছুটা হলেও চনমনে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। সংগঠনের সদস্য তথা শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পাথরঘাটা হাইস্কুলের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক রণজিৎ বিশ্বাস বললেন, 'শান্তিপূর্ণভাবে অভিযান হবে। কমিশনের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সময়মতো যাতে তারা পদক্ষেপ করে, সেজন্য যতটা সম্ভব চাপ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।'

এনবিইউয়ের গবেষকের মৃত্যু

শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষকের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলল মৃতার পরিবার। শনিবার রাতে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর ভাই। সেই অভিযোগে বলা হয়েছে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন সুপারভাইজার। শেষপর্যন্ত বিয়ে করতে অস্বীকার করেন তিনি। এমনকি তাঁদের সম্পর্কের কথা কাউকে জানালে ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন ওই শিক্ষক।

অভিযোগের কথা চাউর হতেই শোরগোল পড়েছে। মৃতার ভাইয়ের বক্তব্য, 'ওই শিক্ষক তুফানগঞ্জে আমাদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। তিনি যে দিদিকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং দিদির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেছেন, সেটা দিদি মাকে জানিয়েছিল। সুপারভাইজার হওয়ার সুযোগে ওই শিক্ষক দিদির সর্বনাশ করেছেন। আমরা তাঁর কঠোর শাস্তি চাই।' যদিও এব্যাপারে শনিবার রাত পর্যন্ত ওই সুপারভাইজারের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। একাধিকবার ফোন করলেও ফোন তোলেননি। মেসেজ করলেও রিপ্লাই দেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

অভিযোগপত্রে গবেষকের ভাই উল্লেখ করেছেন, বুধবার সকালে সুপারভাইজার মৃতার ভাড়াবাড়িতে গিয়ে তাঁকে শারীরিক অত্যাচার করেন। সেকথা ওই গবেষক তাঁর মাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ পাওয়া যাচ্ছে না বলেও পুলিশকে জানিয়েছেন মৃতার ভাই। তবে শিক্ষকের কথা যদি মৃতার পরিবার আগেই জেনে থাকে তাহলে তারা কেন এতদিন পদক্ষেপ করল না? মেয়ের উপর শারীরিক অত্যাচারের কথা জানার পরও কেন চুপ করে ছিলেন পরিবারের সদস্যরা সেই প্রশ্নও উঠেছে।

অন্যদিকে, এই ঘটনায় অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি করেছে এবিভিপি। এদিন রাত পর্যন্ত মাটিগাড়া থানায় গবেষকের ভাইয়ের সঙ্গেই ছিলেন সংগঠনের নেতারা। সংগঠনের নেতা অভিজিৎ রায়ের কথা, 'আমাদের কাছে অভিযুক্ত সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণ আছে। সেগুলো সময়মতো প্রকাশ করব। আমরা ওর কঠোর শাস্তি চাই।'

ফাঁসিদেওয়ায় অবাধে নদী খনন

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ মে : নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগ উঠেছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে। অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারির অভাবে ব্লকজুড়ে এই অবৈধ কারবার চলছে। এলাকার বুক চিরে বয়ে যাওয়া একাধিক নদী খনন করা হচ্ছে। কখনও পুলিশ আবার কখনও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। সেকারণে এসব রুখতে উদ্যোগী হয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস।

বেশিরভাগ জায়গাতেই দেখা গিয়েছে, নদী থেকে বালি তুলে তা রাস্তার পাশে বা নদী থেকে সামান্য দূরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। এরপর সেই জায়গা থেকে ওই বালি ট্র্যাক্টর ট্রলি কিংবা ডাম্পারে বোঝাই করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে পাশের রাজ্য বিহার কিংবা এই জেলারই বিভিন্ন জায়গায়। এমন অভিযোগ পেয়ে শনিবার ঘোষপুকুর এলাকার চেঙ্গা এবং মানঝা নদীর একাধিক ঘাট

তৎপর বিডিও

পরিদর্শন করেছেন বিপ্লব বিশ্বাস।

এদিন বিডিও ঘোষপুকুরের ফাঁড়াবাড়ি, হাউদাভিটা, তেতলিগুড়ি সহ একাধিক এলাকায় পরিদর্শন করেছেন। এরপর ঘটনাস্থল থেকে ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুলিশকে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, পরিদর্শনের পর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'সংশ্লিষ্ট দপ্তর কেন নজরদারি চালাচ্ছে না বুঝতে পারছি না। তারা পরিদর্শনও করছে না। জরিমানাও করছে না। আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। তাই নদীঘাটে যেতে হল। নদীর পাড়ে জমা করে বালি-পাথর বিক্রির নিয়ম নেই। কারও লিজ থাকলে নিয়ম মেনে স্টকলিস্ট তৈরি করে তারপর করা যেতে পারে।'

ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং পুলিশকে অভিযান চালিয়ে নদীতে খনন বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন বিডিও। এ বিষয়ে বিএলএলআরও শুভ্রজিৎ মজুমদার বলেছেন, 'পুলিশ ও বিডিওর সঙ্গে কথা বলেছি। উনি কী দেখেছেন, ওখানে কী চলছে, এবিষয়ে সামনাসামনি কথা হবে।'

যথেচ্ছ বালি চুরি চোপড়ায়

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৮ মে : বালি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনের নিয়মিত নজরদারির অভাবে বালি মাফিয়ারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, এলাকায় আপাতত বৈধ ঘাট ২টি। কিন্তু অবৈধ ঘাট রয়েছে অন্তত ৬-৭টি। অবৈধ ঘাটগুলি চলছে রমরমিয়ে। চোপড়ার বিএলএলআরও সুবিমল চক্রবর্তী বলেছেন, 'মহানন্দা নদীতে দুটি ঘাটের অনুমতি রয়েছে। বাকি অবৈধ ঘাটে নিয়মিত অভিযান জারি রয়েছে।' অন্যদিকে, চোপড়া থানা সূত্রে জানানো হয়েছে, এক সপ্তাহে ৬-৭টি বালির গাড়ি আটক করা হয়েছে। পুলিশি অভিযান জারি আছে।

চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এলাকায় রমরমিয়ে বালির কারবার চলছে। ব্লকের হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের মহানন্দা ও মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ছবি লক্ষ করা গিয়েছে। নারায়ণপুর, ডাকুয়াগছ, বৈশাগুগছ ও বেরং সেতু সংলগ্ন বেরং এবং ডোক নদী থেকে অবাধে বালি চুরি হচ্ছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এছাড়া দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এলাকায় ভেরসা নদী থেকেও অবৈধভাবে বালি তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, হাপতিয়াগছ, চোপড়া, সোনাপুর, দাসপাড়া এলাকার বিভিন্ন নদী থেকে সারাবছরই অবৈধভাবে বালি তোলা হয়। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা লেগেই রয়েছে এলাকায়। বিরোধীদের বক্তব্য, বালির অবৈধ কারবারে শাসকদলের নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত রয়েছে। যদিও শাসকদলের স্থানীয় নেতারা এধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

একাধিক বালির গাড়ি আটক করেছে পুলিশ। চোপড়ায়।

স্থানীয়রা বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দিকেও অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় অবৈধ ঘাট বন্ধের ব্যাপারে প্রশাসনের কোনও তৎপরতা নেই। লাগাতার বালি তোলায় নদীর বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হচ্ছে। তাঁরা বলছেন, প্রতিবছর পাড়ভাঙনে ফসলি জমি ও চা বাগান নদীর গ্রাসে চলে যাচ্ছে। মাফিয়াদের ভয়ে সাধারণ মানুষ অবশ্য এনিয়ে মুখ খোলার সাহস পান না। এবছরও নদীর পাড়ভাঙনের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

অবৈধ কারবার

- বালি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া
- এলাকায় বৈধ ঘাট ২টি। কিন্তু অবৈধ ঘাট রয়েছে অন্তত ৬-৭টি
- নদীর ঘাট থেকে আর্থমুভার দিয়ে বালি তোলা হয়
- অভিযোগ খতিয়ে পদক্ষেপের আশ্বাস পুলিশের

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এলাকায় বিভিন্ন নদীর ঘাট থেকে আর্থমুভার দিয়ে বালি তোলা হয়। সন্ধ্যার পর গাড়ির লাইন পড়ে যায়। গ্রামীণ রাস্তায় শুরু হয় বালিবোঝাই লরি ও ডাম্পারের দৌরাত্ম্য। অনেক গাড়ির নাকি আবার নম্বর প্লেটও নেই, বলছেন স্থানীয়রা। তাঁরা এবিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন।

চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ বলেছেন, 'অবৈধ ঘাট সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে। এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।'

ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া ও চোপড়া, ১৮ মে : তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। শনিবার বণিজজোতের তেঁতুলতলার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম গমেন সিংহ (২১)। তিনি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহম্মদ বক্স এলাকার বাসিন্দা। শনিবার বণিজজোতের তেঁতুলতলা শ্মশানঘাটের পাশের একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা বিষয়টি দেখে ফাঁসিদেওয়া থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তরুণকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, আরও এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। শনিবার চোপড়া থানার সোনাপুর এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম মহম্মদ মনসুর (২৭), বাড়ি বিহারে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মনসুর সোনাপুর এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করে বেড়াতেন। এদিন জাতীয় সড়কের ধারে তাঁর দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

সাইক্লিস্টদের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : শহরে সাইকেলপ্রেমীদের প্রচুর গ্রুপ, সংগঠন রয়েছে। এর মধ্যে শিলিগুড়ি সাইক্লিং কমিউনিটিতে রয়েছেন মোট ৩০০ সদস্য। তাঁদের মধ্যে কেউ শখে সাইকেল চালান, কারওর আবার শরীরকে সুস্থ রাখার মন্ত্র সাইকেল চালানো। অনেকে নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক সাহায্য এবং সাইকেলপ্রেমীদের সাইকেল চালানোর সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সাইক্লিং জোন তৈরির দাবি জানান সাইক্লিস্টরা। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে নিজেদের এই দাবির কথাই তুলে ধরা হয়।

শহরে এখন অনেকেই সাইকেল চালানোর দিকে ঝুঁকছেন। সে কারণে সাইকেল চালানোর জন্য নির্দিষ্ট লেন এবং জায়গা হলে অনেক সুবিধা হবে বলে জানালেন বিশ্বদীপ নাগ, রাজীব বসু, সৌরভ কর্মকার।

নানা আল্ট্রা এন্ডোরেন্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন শহর শিলিগুড়ির ছেলে বিশ্বদীপ নাগ। দিঘা থেকে দার্জিলিং, লাদাখ সহ একাধিক জায়গায় তিনি সাইকেল নিয়ে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু শহরে সাইকেলপ্রেমীদের নিয়মিত অনুশীলনের জায়গার খুব অভাব বলেই জানাচ্ছিলেন তিনি। এছাড়া, যেসব প্রতিযোগিতায় এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে বা একটি শহর থেকে অন্য শহরে সাইকেল নিয়ে যেতে হয়, সেগুলো খুবই খরচসাপেক্ষ। তাঁর কথায়, 'সাইক্লিস্টদের উৎসাহ বাড়াতে এবং নানা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক দিক থেকে সাহায্যের প্রয়োজন। আমাদের অনেক সদস্যই এই সমস্যার কারণে এইসব প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।'

কৃতী সংবর্ধনা

চোপড়া, ১৮ মে : সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় তাক লাগানো ফল করেছে হাপতিয়াগছের কৃতী ছাত্রী মাসিয়া পারভিন। শনিবার তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ। এদিন ওই ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। হাপতিয়াগছের ফতিয়াবাদ গ্রামের বাসিন্দা মাসিয়া পারভিন সিবিএসই বোর্ডের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তরবঙ্গে সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫।

আলোচনা

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে মাসিকচর্চা আয়োজিত হল শনিবার। সেখানে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন ভবেশচন্দ্র রায়। উপস্থিত ছিলেন পার্থপ্রতীম মিত্র, শেষাদ্রি বসু প্রমুখ।

শোরুমে নতুন গাড়ি

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : শনিবার সেবক রোডের তিনমাইলে সোনা হুইলস প্রাইভেট লিমিটেডে আনুষ্ঠানিকভাবে লঞ্চ করা হল মাহিন্দ্রার নতুন গাড়ি এক্সইউভি থ্রিএক্সও। চোখধাঁধানো রং, প্রযুক্তিগতভাবে অনেকটাই আধুনিক ও অ্যাডভান্স এই গাড়ি। শোরুম কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই ৫০টির বেশি গাড়ি বুকিং হয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা এবং আরাম, এই দুটি দিক মাথায় রেখেই গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে। ক্রেতারা যত দ্রুত বুকিং করবেন, তত শীঘ্র ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শোরুমের এমডি অমিত ধনোটিয়া। এই গাড়িটির দাম শুরু হচ্ছে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা থেকে।

আটকে দুই

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে তিস্তার জলস্তর আচমকা বেড়ে যাওয়ায় বিপত্তি ঘটল রংপোতে। নদীবক্ষে আটকে পড়লেন দুজন। তবে তাঁরা স্থানীয় না পর্যটক, সেটা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। শনিবার রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। চেষ্টা চালাচ্ছে কালিম্পং জেলার রংপোর র‌্যাফটিং টিম, দমকল বিভাগ, সিভিল ডিফেন্স ও পুলিশ। এদিন রাত প্রায় ১১টা নাগাদ স্থানীয়রা চিৎকার শোনেন। আলো ফেলে তাঁরা নদীর মাঝে জমে থাকা পলিতে দুজনকে দেখতে পান। চিৎকার করে তাঁরা সাহায্য চাইছিলেন। স্থানীয়রা বুঝতে পারেন, বৃষ্টির জন্য যে খাত দিয়ে বর্তমানে তিস্তা বইছে, তার জল অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ফলে ওই দুজন জল ডিঙিয়ে চরে বা লোকালয়ে আসতে পারছেন না। এরপরই শুরু হয় উদ্ধারকার্য।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অনন্য।। সামসিংয়ের লালিগুরাস পিকনিক স্পট। ময়নাগুড়ির সঞ্জয় বসাকের ক্যামেরায়।

অভিযান শুরু

খড়িবাড়ি, ১৮ মে : উত্তরবঙ্গ সংবাদে শনিবার 'মাদকের স্বর্গরাজ্য' শীর্ষক খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তারপরই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। এদিন থেকে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে শুরু হল মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশি অভিযান। শনিবার দুপুরে খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার এবং পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির ওসি প্রতাপ লেপচার নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী পানিট্যাঙ্কির গৌড়সিংজোতে অভিযান চালায়। অভিযান চলে উত্তর রামধনজোতে। ৬ জন মাদকাসক্তকে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

পরীক্ষা শেষ হল

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : নির্বিঘ্নে শেষ হল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) পরিচালিত সিইউইটি (ইউজি)-র অফলাইন পরীক্ষা। চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে শনিবার পর্যন্ত শিলিগুড়ির ১৮টি সেন্টারে এই পরীক্ষা হয়। ২১ মে থেকে শুরু হবে অনলাইন মোডে পরীক্ষা। এবছর শিলিগুড়িতে মোট ১৬ হাজার ৮৩৩ জন পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার সিটি কোঅর্ডিনেটর এসএস আগরওয়াল বলেন, 'সুষ্ঠুভাবে অফলাইন মোডের পরীক্ষা হয়েছে। ২১ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত অনলাইন মোডে পরীক্ষা হবে।'

উদ্বোধনের পরেও অচল স্বাস্থ্যকেন্দ্র

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৮ মে : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেছিলেন অধিকারীর বারাসতভিটার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। তারপর পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও চালু হয়নি সেটা। শনিবার গিয়ে দেখা গেল, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বারান্দায় রাখা ঘুটের বস্তা, পুরোনো মুলিবাঁশের ভাঙা বেড়া ইত্যাদি। চত্বরে বাঁধা গবাদিপ্রাণী। মজুত রাখা সংলগ্ন বাড়িগুলোর জিনিসপত্র। নবনির্মিত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এহেন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ।

স্থানীয় মিঠুন দাস বলছিলেন, 'পাঁচ মাস আগে উদ্বোধন হয়েছে। অথচ পাশের ভাড়া বাড়িতে চলছে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। সেখানে কোনওরকম পরিকাঠামো নেই। নতুন ভবনের কী হাল দেখুন।' গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা লাটে উঠেছে। অবিলম্বে কেন্দ্রটি চালুর দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা।

গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারী হাটের পেছনে বারাসতভিটা গ্রামে একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হয়। প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বিতল ভবন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছিল। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ভবনটি স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে নির্মাণকারী এজেন্সি। ১২ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রটি। কিন্তু তারপর পাঁচ মাস কেটে গেলেও স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হয়নি।

আজও চালু হল না বারাসতভিটার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র।

এলাকার হারাধন সরকারের অভিযোগ, 'স্বাস্থ্য দপ্তরের উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত নতুন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালুর সদিচ্ছা নেই।' সঞ্জয় মণ্ডল নামে আরেক বাসিন্দার বক্তব্য, 'এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষ এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। কেন ভবনটি উদ্বোধনের পরও চালু করা যাচ্ছে না, জানা নেই।'

খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাড়া বাড়িতে চলা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে রয়েছেন একজন এএনএম, একজন জিএনএম এবং ৬ জন আশাকর্মী। খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শফিউল আলম মল্লিকের প্রতিক্রিয়া, 'ভবনটিতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়নি। এছাড়া জলের মোটর না বসানোয় চালু করা যাচ্ছে না। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ায় সমস্যা হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে বিষয়টি।' নির্বাচনি আচরণবিধি উঠে গেলে দ্রুত সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

এসজেডিএ'র নালা নির্মাণে গড়িমসি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই শুরু হয়েছিল হাইড্রেন তৈরির কাজ। সেজন্যে বহু জায়গা রাস্তার পাশে চলছিল খোঁড়াখুঁড়ি। কয়েক মাস পরও সেকাজ শেষের নামগন্ধ নেই। এজন্য বাসিন্দারা অভিযোগের আঙুল তুলেছেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) ও বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার সংস্থার দিকে। আলোহীন বেহাল রাস্তায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এমনই অভিযোগ ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকোলগুড়ির বাসিন্দাদের।

যদিও তা মানতে নারাজ এসজেডিএ বোর্ড সদস্য গৌতম গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য, 'ঠিকাদারি সংস্থা নিয়ম মেনে কাজ করছে। কাজের মান নিয়ে কোনও আপস নয়। সংস্থার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর হিসাব মেলাতে মৃদু সমস্যা হচ্ছে।' ওই রাস্তায় দপ্তর থেকে অস্থায়ী আলো লাগানোর চেষ্টা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা কনক ভৌমিকের অভিযোগ, 'কাজে গড়িমসি হচ্ছে। ঠিকাদারি সংস্থা মাঝেমধ্যে নানা বাহানায় কাজ বন্ধ রাখছে। বাড়ির আশপাশে বড় বড় গর্ত থাকায় সবার চলাচলে সমস্যা হচ্ছে।' একই অভিযোগ বিশ্বজিৎ দাস সহ আরও অনেকেরই। ড্রেনের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে বেশকিছু ঘরের ও সীমানার দেওয়াল ভেঙেছিল। তার ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব এলাকাবাসী।

পাঁচকোলগুড়িতে রাস্তা খুঁড়ে মরণফাঁদ। প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা।

এখন পাঁচকোলগুড়ি গেলেই দেখা যায়, হাইড্রেন তৈরির জন্য বিপজ্জনকভাবে রাস্তা খুঁড়ে রাখা। এলাকায় রীতিমতো তৈরি হয়েছে মরণফাঁদ। গত বৃহস্পতিবার রাতে এই পথে যাত্রী সহ একটি টোটো ড্রেনে পড়ে উলটে যায়। মাসখানেকের মধ্যে বেশ কয়েকটি এমন ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে বাসিন্দাদের দাবি। পর্যাপ্ত আলোর অভাবে দুর্ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয় বলেই অনেকেরই মত। তাই, তাঁরা দ্রুত কাজ শেষের দাবি তুলছেন।

মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরোল কিছুদিন আগে। কে প্রথম, কে দ্বিতীয় তা নিয়ে যথারীতি হইচই। র‍্যাংক দেওয়া এখন সব জায়গাতেই নিয়ম হয়ে গিয়েছে। সবসময় আলোচনার বিষয় এটা। পড়া, খেলা, গান--তিনটেয় কি এমন র‍্যাংকের মানে আছে? তা নিয়েই চর্চা প্রচ্ছদে।

১০
গল্প
যশোধরা রায়চৌধুরী

১১
ধারাবাহিক অলীক পাখি দ্বিতীয় পর্ব
বিপুল দাস
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১২
নিবন্ধ : কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা : সুনন্দ অধিকারী, প্রবীর ঘোষ রায়, তন্ময় চক্রবর্তী, মাধবী দাস, দীপান্বিতা রায় সরকার, তন্ময় দেব ও তপন বসাক
ভারত আমার...পৃথিবী আমার

র‍্যাংক

শিখিয়ে দেওয়া বুলি, হাসিকান্নার মেকি জলসা

গানের সিঁড়ি

অলক রায়চৌধুরী

মারফি রেডিওর গানের প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে হতাশায় গোটা একটি শীতের রাত পার্কের বেঞ্চে বসে কাটিয়ে নিউমোনিয়া বাঁধিয়েছিলেন পরবর্তীকালে বন্দিত এক গায়ক। সে প্রতিযোগিতায় প্রথম হলে পুরস্কার গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে গাওয়ার সুযোগ। সেবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম আরতি মুখোপাধ্যায়। এখন গানের প্রতিযোগিতার পুরস্কার খালি গাড়ি-বাড়ি নয়, নগদও বেশ কয়েক লক্ষ এবং তার সম্প্রচার হতে হবে ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক টিভি চ্যানেলে। এর পাশে সেদিনের সেই গায়কের সেন্টিমেন্ট আর রেকর্ডে গাওয়ার সুযোগ হয়তো ম্যাড়মেড়ে সাদা-কালো ছবি।

ভয়ংকর আজকের এই প্রথম-দ্বিতীয়র হাতছানি। এই প্রতিবেদকের গানের ক্লাসে এক অভিভাবক আসেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। টিভির অমুক গানের প্রতিযোগিতায় প্রাথমিক রাউন্ডে হেরে কেঁদে বেরিয়ে যাবে তাঁর কন্যা- এমন কোনও সুযোগ করে দিতে পারি কি না, এটাই ভদ্রলোকের জিজ্ঞাস্য। পারলে কীরকম খরচ লাগবে, সেটাও জানতে চান সকলের সামনেই। মনে পড়ল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ইন্টার কলেজ সংগীত প্রতিযোগিতার কথা। সুগত মার্জিত, ইন্দ্রাণী সেন, হিমিকা দাশগুপ্তরা সেদিনের সুখ্যাত সব প্রতিযোগী। বিচারকরা চিনে ফেলে প্রভাবিত হতে পারেন, এই ভেবে সুমিত্রা সেন বসেছেন হলের পিছনের আসনে। প্রাচীন পাখার কটকট আওয়াজের সাথে চলছে গানের মহারণ। সেখানে পুরস্কার হয়তো স্বরবিতান বা বিষের বাঁশি। লাল ফিতের বাঁধনে সে পাওয়াই যে পরম পাওয়া ছিল সেদিন যা কোনও বুজরুকির অভিলাষকে স্পর্শ করেনি।

স্বয়ং মান্না দে'র কাছে শোনা, কলেজ পর্বে আধুনিক গানের কোনও প্রতিযোগিতাতেই তিনি সত্য চৌধুরীকে টপকাতে পারেননি। 'পৃথিবী আমারে চায়' খ্যাত সত্যবাবু বরাবরের টপার। সেই সত্যকথনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা দেখিনি মান্নাবাবুর মধ্যে। কারণ তার ভেতরে সাধনার পরম্পরার গল্প ছিল। এখন লাজলজ্জা কুণ্ঠা সব বিসর্জন দিতে হবে। অতি সক্রিয় অভিভাবকদের কথাই ধরা যাক। ছেলেমেয়েদের বিজয়ী দেখার বাসনায় দেশ-গাঁয়ের বাড়ি বেচে, বন্ধক দিয়ে, গয়নাগাটি গচ্ছিত রেখে তাঁরা পাড়ি জমাচ্ছেন কলকাতায়। সঙ্গে আছে দালাল। সেই দালাল নিয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার নানা প্রতিযোগিতার অডিশনে। চুলোয় গেল লেখাপড়া, গাঁয়ের গানের মাস্টারের দেখানো পথ। কেষ্টপুর, বাগুইহাটি, যাদবপুর, গড়িয়াজুড়ে ছোট ছোট আস্তানায় কোমলমতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা-মায়েরা অপেক্ষা করছেন অডিশন আর গ্রুমিং সেশনের জন্য। ক্যামেরার সামনে শিখিয়ে দেওয়া বুলি, হাসিকান্নার মেকি জলসা বসছে। পরের রাউন্ড, আর একটা মুকুটের প্রত্যাশা। কলকাতার, অধুনা মুম্বইয়ের দড় বাঙালি গাইয়ে মোটা টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পিঠ চাপড়ে বলে গেলেন, 'বেটা তু তো কামাল কর দিয়া। ফাটাফাটি।' ক্যামেরা জুম করে বাবা, দাদুর চোখের জল দেখাচ্ছে। বেহালার ছড়ে বিচ্ছেদী সুর। সুখেন দাসের করুণ রস এখানে নস্যি। পাশে দাঁড়াতেই পারবে না।

সংগীতসাধনা আর সততার মাথায় কুড়ুল আজ। ছোটদের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গানে জয়ী না হলে তার চর্চা বৃথা। অথচ ইন্ডিয়ান আইডল, সারেগামাপা'র গেল দশ-পনেরো বছরের জয়ীদের নাম বড়জোর দু-পাঁচটি মনে পড়ে আজ। বাকিরা হারিয়ে গেছেন। হারিয়ে যাওয়ার সংগত কারণও আছে। প্রায় সব জয়ী এবং ইঁদুর দৌড়ের কণ্ঠগুলির 'মতো' কণ্ঠ, পরিভাষায় যা কপি ভয়েস। এইসব কণ্ঠে শোনা যায় স্বর্ণযুগের মেলোডি কেবল। পুরোনো বোতলে নতুন মদ ঢাললে তার আকর্ষণ যে ফিকে হবেই। বাস্তবেও তাই ঘটেছে। সাধনার স্তরগুলি আত্মস্থ করার আগেই কারবাইড দিয়ে পাকানো ফলের মতো গান এবং তার কলাকারেরা খোলা বাজারে পণ্য হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। তারা না জানছে গানের ইতিহাস, গুরুমুখী বিদ্যার গুরুত্ব, ঘরানা, পরম্পরা। ইস্কুল-কলেজের পড়া লাটে উঠছে।

এরপর দশের পাতায়

খেলার মাঠে স্পিরিট গায়েব

গোট-রা কত বেড়া খেয়ে যাচ্ছে

প্রতীক

সম্প্রতি কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছেন মহাতারকা বিরাট কোহলি। সামনেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিরাট তার আগে আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে প্রচুর রান করছেন (এই লেখার সময়ে ১৩ ইনিংসে ৬৬৮; গড় ৬৬.১০)। ধারাভাষ্যকাররা, যাঁদের অনেকেই বিশ্ব ক্রিকেটে একদা সফল প্রাক্তন ক্রিকেটার, বিরাটের স্ট্রাইক রেটের সমালোচনা করছিলেন। তাই একটি ম্যাচ জিতিয়ে বিরাট তাঁদের বিরুদ্ধে ক্যামেরার সামনে বিবৃতি দেন। বিরাটের দল এবারের আইপিএলে হারতে হারতে প্রায় প্লে-অফের ওঠার দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। এমতাবস্থায় প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বিরাটের মন্থর ব্যাটিং এবং স্পিনারদের মারার অক্ষমতার সমালোচনা করছেন। বিরাট সেই সমালোচনা থেকে কিছু শেখার বদলে সমালোচকদের দিকেই তোপ দেগেছেন। বলে দিয়েছেন, যারা তাঁর পরিস্থিতিতে পড়েনি তাদের পক্ষে বক্সে বসে সমালোচনা করা সহজ। বাইরের লোক যা খুশি ভেবে নিতে পারে। তিনি বাইরের কে কী বলল তাতে কান দেন না। একথায় গাভাসকার বেজায় চটে বলে দিয়েছেন, বাইরের লোকের কথায় যদি কান না-ই দেয় তো কথার উত্তর দিচ্ছে কেন? আমরা যা দেখব তাই তো বলব। আমাদের তো কারও বিরুদ্ধে কোনও অ্যাজেন্ডা নেই। টিভির পর্দায় দেখা গিয়েছে, সানি যখন একটি ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে মাঠে দাঁড়িয়ে মাইক হাতে এসব কথা বলছেন, তখন কাছেই অনুশীলনরত বিরাট কথাগুলো শুনে কটমটিয়ে তাকিয়েছেন।

এমন হতে পারে না যে বিরাট জানেন না গাভাসকার কত বড় ব্যাটার ছিলেন। আর পাঁচজনের কথার দাম না থাক, গাভাসকারের কথার অবশ্যই দাম আছে। অন্য বিশেষজ্ঞদের কথারও বিলক্ষণ দাম আছে। নইলে তাঁদের সমালোচনায় বিরাট খেপে যেতেন না। তাহলে তিনি ওরকম আক্রমণাত্মক মন্তব্য করলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমরা যা পাব, তা হল ঔদ্ধত্য। টেস্ট ক্রিকেটে যখন হেলমেট প্রায় ছিলই না, প্রত্যেক আন্তর্জাতিক দলেই এক বা একাধিক ঘণ্টায় ৯০ মাইলের বেশি গতিতে বল করা বোলার ছিল, সেসময় যিনি প্রথম ব্যাটার হিসাবে দশ হাজার রান করেছিলেন বেশ দুর্বল একটা দলে খেলে, তাঁকে আমল না দেওয়ার ঔদ্ধত্য কী করে তৈরি হল? এর উত্তর লুকিয়ে আছে সোশ্যাল মিডিয়া যুগের এক অদ্ভুত প্রবণতার মধ্যে। প্রবণতাটা হল বিভিন্ন যুগের খেলোয়াড়দের মধ্যে তুলনা করে, একধরনের কাল্পনিক র‍্যাঙ্কিং তৈরি করে নিজের সময়ের সেরাকে সর্বকালের সেরা প্রতিপন্ন করা। হালে একটি শব্দের জন্ম হয়েছে খেলার জগতে – GOAT, অর্থাৎ 'গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম'।

গাভাসকার যখন খেলতেন তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, গোট কে তা নিয়েও আলোচনাই হত না। সবার উপরে স্যর ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান আর স্যর গারফিল্ড সোবার্স। বাকিরা তারপর – এই সহজ ভাবনায় ক্রিকেট দুনিয়া চলত। শচীন তেন্ডুলকারের আমল থেকে এনডর্সমেন্টের দুনিয়ায় কে সর্বকালের সেরা তা নিয়ে মশলাদার আলোচনা শুরু হয়। শচীনের বিদায়ের পর কবে যেন মহেন্দ্র সিং ধোনি গোট হয়ে গেলেন, তাঁর বিদায়ের পর বিরাট।

গাভাসকারের হয়ে কথা বলার জন্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলবাহিনী নেই, বিরাটের জন্যে আছে। তারা বলে দিয়েছে বিরাটই গোট, কেউ অন্য কিছু বললে দল বেঁধে তেড়ে আসে তাকে গাল দিতে। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও অনেকদিন ধরে বিরাটকে ভিভিয়ান রিচার্ডস বা শচীনের সমান বা তার চেয়েও মহান ক্রিকেটারের তকমা দিয়ে চলেছেন। ফলে নির্ঘাত বিরাট নিজেও মনে করেন তিনি সর্বকালের সেরা। তাই গাভাসকার, ম্যাথু হেডেনরা এলেবেলে।

এই গোট-এ যে আজকাল কত বেড়া খেয়ে ফেলছে খেলার জগতে, তার হিসাব নেই। আমরা যে যুগে বাস করি, সেখানে হাতের ফোনটাতেই চাইলে দেখে ফেলা যায় যে কোনও খেলার কিংবদন্তিদের স্মরণীয় এবং সাধারণ খেলাগুলো। বর্তমান প্রজন্ম চাইলেই পেলে বা দিয়েগো মারাদোনার খেলা দেখে ফেলতে পারে। শচীন বা ভিভ তো বটেই, এমনকি ব্র্যাডম্যানের খেলারও এক-আধটা ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় পাওয়া যায়। সেগুলো দেখলে মাঠের তারতম্য, প্রতিপক্ষের গুণমানের তারতম্য নিজের চোখে দেখা যায়।

অন্ধ ভক্ত না হলে বোঝাই যায়, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের খেলোয়াড় তুলনীয় নয়। খেলার মান নির্ভর করে যে যে জিনিসগুলোর উপরে তার প্রায় কোনওটাই এক নেই, থাকার কথাও নয়। দুনিয়ার সবকিছুই তো প্রতিমুহূর্তে বদলাচ্ছে। সেখানে সর্বকালের সেরা দশ বা পাঁচ বা এক মুখরোচক আড্ডার বিষয়বস্তু হতে পারে বড়জোর।

এরপর দশের পাতায়

ইঁদুর দৌড়ে জিতেছে যারা, স্পটলাইট সবসময় ঘিরে থাকে তাদেরই

প্রকৃত মানুষ হওয়ার...

রম্যাণী গোস্বামী

একটা সময় ছিল যখন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্টের দিন ক্লাসটিচার ঘরে এসে ঢুকতেন হাতে ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে। তারপর তিনি একে একে ঘোষণা করতেন ওই বছরের ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড পজিশন পাওয়া স্টুডেন্টদের নাম। ঠোঁটের কোনায় প্রত্যাশিত সলজ্জ হাসি ফুটিয়ে, বাকিদের হৃদয়ে অনেকখানি সম্ভ্রম কিংবা ঈর্ষার ভাব জাগিয়ে উঠে দাঁড়াত তারা। এক থেকে দশের মধ্যে থাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে সে এক রোমাঞ্চকর মুহূর্তই বটে। বাস্তবে কিন্তু প্রথম পাঁচে জায়গা পাওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে থাকা হাতেগোনা কয়েকজন স্টুডেন্ট বাদে ক্লাসের বাদবাকি তিরিশ বত্রিশজনের ওই লিস্টে আদৌ কোনও আগ্রহ থাকত না। 'ওরা তো ভালো ছেলেমেয়ে, টপারস'। 'ওরা সব অন্যগ্রহের প্রাণী'। এমন বিভাজনমূলক ভাবনাও মাথায় আসত মুষড়ে পড়া মাঝারি ও পিছনের সারির মুখগুলোর।

সরকারি বেসরকারি সব স্কুলেই এখন র‍্যাংকের বদলে গ্রেড সিস্টেম প্রচলিত। যা অনেক বেশি সায়েন্টিফিক। কিন্তু বোর্ডের অথবা উচ্চশিক্ষায় সুযোগ পাওয়ার এন্ট্রান্স পরীক্ষাগুলোয় এখনও চলে আসছে চিরাচরিত র‍্যাংকিং প্রথা। প্রত্যেক বছর মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইসিএসই, সিবিএসই, আইএসসির সম্ভাব্য মেধাতালিকায় থাকা প্রথম দশ, কুড়ির অগুনতি উজ্জ্বল মুখগুলো শোভা পায় খবরের কাগজের পাতায়। ওরা থাকে বিভিন্ন প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে স্রেফ পণ্য হয়ে। সেইসব ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই মেধাতালিকার ধারেকাছে থাকে না যারা যথেষ্ট মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতা আর প্রতিবন্ধকতার কারণে পরীক্ষার হলে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেনি। বরং হাইলাইট করা হয় তালিকার শীর্ষে থাকা সেই স্টুডেন্টটিকে যে কি না পরীক্ষার বছরখানেক আগে থেকে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেবল কোচিং সেন্টারের মাটি কামড়ে পড়ে থেকেছিল। দশ বারোটা টিউটর সর্বক্ষণ নজরে রেখেছিল যাকে। কতগুলো নম্বরের পিছনে ইঁদুর দৌড়ে জিতে গিয়েছে যারা, অন্যদের পিছনে ফেলে, স্পটলাইটের আলো সবসময় ঘিরে থাকে তাদেরই।

র‍্যাংকিং প্রসঙ্গে দুই শিবিরের দুই মত। একদলের যেমন মনে হতেই পারে যে মেধাতালিকা বেরোনো খারাপ কীসের? এ তো এক ধরনের স্বীকৃতি। যে ছেলে বা মেয়েটি সারাবছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছে, তার এই স্বীকৃতিটুকু পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বাকিদেরও উচিত তাকে দেখে উৎসাহিত হওয়া। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টা এত সরল নয়। যেহেতু পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে মাত্র কয়েকটা দিনের কিছু ঘণ্টার পারফরমেন্সের উপরেই, তাই মেধা পরিমাপের মাপকাঠি শুধুমাত্র ওই ক'টা খাতায় প্রাপ্ত নম্বর হতে পারে না কিছুতেই। যদি হয়, তবে সেটা যুক্তিসংগত নয়।

কথা হচ্ছিল জর্জিয়ার এক প্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে। ওদেশে মেধাতালিকা, র‍্যাংকিং এসবের বালাই নেই। আমাদের মতো উচ্চমাধ্যমিকে ফার্স্ট, আইসিএসইতে সেকেন্ডদের নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। স্কুল, কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় স্ট্যান্ডার্ড গ্রেডিং পদ্ধতিতে। সেখানে প্রাধান্য পায় তাদের গোটা বছরের ক্লাস পারফরমেন্স, ক্লাসে উপস্থিতির হার, অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা আর উদ্ভাবনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং সর্বোপরি দেশের সৎ নাগরিক হিসেবে সমাজে তাদের অবদান। অর্থাৎ স্টুডেন্টের কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি কিংবা সামাজিক কাজকর্মে সক্রিয়তা না থাকলে ওদেশের স্কুল-কলেজে ওয়েটেজ মেলে না!

এছাড়াও ওদেশে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সময় সামগ্রিকভাবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়েছে কি না সেটা বোঝানোর জন্য প্রত্যেক স্টুডেন্টকে একটি রচনা লিখতে হয়। মুখোমুখি বসতে হয় ইন্টারভিউতে। এই ওভারঅল পারসোনালিটি জাজমেন্টে তাকে নিজের ভাষায় বিশ্লেষণ করে জানাতে হয় যে, কেন সে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি নিয়ে পড়তে চায়। কেনই বা ওই নির্দিষ্ট কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটিকেই সে পড়ার জন্য বেছে নিয়েছে। পারসেন্টাইল স্কোরের পাশাপাশি সেই রচনা বা ইন্টারভিউয়ের মূল্যায়নও তাদের ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু কম গুরুত্ব রাখে না।

সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ কথাটির আরও একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আলোচনা চলছিল দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত স্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সঙ্গে। বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এত আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে কেন? তারা তো সকলেই মেধাতালিকার উপরের সারির। প্রচুর নম্বর পেয়ে পেয়ে আজ ওই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থেই তারা কি জীবনের পাঠ শিখেছে? আচমকা কোনও সমস্যার সম্মুখীন হলে লড়াই করার মানসিকতা কি তাদের ভিতরে তৈরি হয়েছে? প্রবলেম সলভিংয়ের চাইতেও বেশি জরুরি হল কোনও সমস্যাকে একজন ছাত্র বা ছাত্রী কীরকম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছে, সেটা।

এরপর দশের পাতায়

শ্রমের মজুরি প্রেমের মজুরি

যশোধরা রায়চৌধুরী
আঁকা : অভি

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে তপঙ্কর জিগ্যেস করল, ক্যাশ কোথায়? ক্যাশ?

ঘুমের ভেতর শুনল শিখা। বলল কীসের? কোথায়?

আরে আলমারিতে ক্যাশ নেই কেন?

আমার ব্যাগে আছে, নিয়ে নাও।

তোমার ব্যাগ কোথায়?

ওই তো।

টেবিলের তলায় ছোট বাদামি হ্যান্ডব্যাগ দেখিয়ে দিল শিখা। আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

তপঙ্কর সকাল সকালই ওঠে। ওটাই অভ্যাস। আজকাল কেটলি চালিয়ে চায়ের জল করে নিজেই টি ব্যাগ দিয়ে করে নেয় নিজের মতো। শিখা ওঠে না। শিখার কাছে সাড়ে ছ'টা মানে ঘোর রাত্তির। শিখার রাত আড়াইটে অবধি ঘুম আসে না।

নেটফ্লিক্স একটু কম দেখতে পারো তো! তপঙ্কর বলেছে। যদিও শিখা ন'টা অবধি অফিসেরই প্রেজেন্টেশন চেক করেছে।

এখন তপঙ্কর বলল, তোমার নিজের ব্যাগে টাকা রেখে দিয়েছ? আলমারি ফাঁকা? আর কত রকমের হিটলারিপনা করবে? নিজে টাকা রোজগার করো বলে ভেবেছ যা খুশি করে পার পাবে?

কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট সে পকেটে ভরে হাঁটতে বেরিয়ে যায়। শীত পড়েছে বেশ। মাফলার সোয়েটার সবই লাগছে। শিখা গায়ের ওপর কম্বল আরও ভালোভাবে টেনে নেয়। কিন্তু তার ঘুম চটে গেছে। বেশ বিরক্তও লাগছে।

২

তোমার কারবারই অমন। তুমি জানো খুব ভালো করেই যে, আমার কার্ডটা কাজ করছে না। তবু বেশি করে টাকা তুলে রাখবে না।

কার্ড কাজ করছে না তিন মাস ধরে শুনছি তপঙ্কর। ব্যাংক ব্রাঞ্চে যাও, নতুন পিন লাগাও।

সময় নেই। যত্ত হাবিজাবি। পড়াশোনা নেই? এইসবই করি বসে বসে?

অধ্যাপককে কোনও কাজ বললে তো এটাই স্টক উত্তর। পড়াশোনা বাদে সব কাজ হাবিজাবি আর সেগুলো করবে কে? সেকেন্ড সেক্স আবার কে?

শিখার ভেতরে ভেতরে খুব চাপ হয়। তেল-নুন-চাল-ডাল ফুরালেও শিখা, গ্যাস ফুরালে শিখা। আবার ক্যাশ ফুরালেও শিখা।

শিখার মাসি ছিল। ন্যালাক্যাবলা বলে মেসো খুব কথা শোনাত। মাসি একদিন আড়ালে বলেছিল, ন্যালাক্যাবলা বোকাসোকা হয়ে থাকতে জানতে হয় রে।

মেসো যতই চেষ্টা করুক মাসিকে ব্যাংকে নিয়ে যেতে কিছুতেই মাসি ব্যাংকে যাবে না। টাকা কীভাবে তুলতে হয় চেক লিখে, কাজটা শিখে নিলেই, মাসি জানত কাজটা মাসির ওপর এসে পড়বে।

শিখার ওপর কাজটা বহুদিন ধরেই এসে পড়েছে। সেই ডিমনিটাইজেশনের সময়েই।

ব্যাংকে ব্যাংকে ঘুরে হয়রান। তারপর টাকা তোলার নানা সিস্টেম হল। এটিএম থেকে ডেবিট কার্ড দিয়ে তোলা। তাছাড়া অনলাইনে নানা রকমের পেমেন্ট করার পদ্ধতি ফোন দিয়ে। শিখা যেই একবার করতে শিখল। করতেই লাগল।

একদিন শ্বশুরবাড়ির কেন্দ্রীয় কমিটি ওর ওপর গ্যাস বুকিং, ইলেক্ট্রিক বিল পেমেন্ট, ওষুধের দোকানের মাসকাবারি বিল পেটিএম দিয়ে পেমেন্ট সব দায় চাপিয়ে দিল। ও টেরও পেল না কবে ও এদের ক্যাশ মিউল হয়ে গেল। গ্যাস ফুরালেই শাশুড়ি নিজের ফোনটা এগিয়ে ধরেন। বুকিংটা করে দিও তো।

মাসের শুরুতে এখনও সারা মাসের হাতখরচের টাকা ও তোলে। হয় ব্যাংক থেকে। নয় এটিএম থেকে। বাই ডিফল্ট।

হঠাৎ একদিন এসব টের পেয়ে শিখা দেখল, নিজেকে সারাদিন এইসব কাজে ব্যাপৃত থাকতে দেখে সে। চাকরির ফাঁকে ফাঁকে সে পেমেন্ট করে চলেছে অনলাইনে। ঘরের সব কাজ সহ, বাইরের এই কাজগুলোও যে তার, এটা কে বলে দিল?

৩

সেদিন সে বেশ ঝাঁঝিয়ে তপঙ্করকে বলল, পরের মাস থেকে আমি আর এটিএমে যাব না। তুমি যাবে। যেমন আর পাঁচটা লোক যায়। কোনও স্ত্রী-রা কখনও টাকা তোলে না, স্বামীরা তোলে। এসব ব্যাপারে সেক্স ডিভাইড সমাজে যেভাবে আছে সেভাবেই থাকা ভালো। বেরোলেই দেখি পাড়ার বৃদ্ধরা লাঠি ঠুকঠুক করে ব্যাংকে যায়। এরপর থেকে তুমি যাবে। আমি আর যাব না।

তপঙ্করের মুখ দেখে মনে হল সে প্রেমে আহত।

মানে, টাকা তুলতে অস্বীকার করাটা শিখার প্রেমাভাবের দ্যোতক। বিশাল বঞ্চনা। ওকে ছেড়ে অন্য পুরুষের কাছে চলে যাওয়ার মতো। প্রেমের সঙ্গে সব কাজ করে দেবার এই সমীকরণ শিখা আজও বোঝে না। মাথায় ডাঙশ মেরে বোঝায় তপঙ্কর। কারণ তারপরই সে বলল, তুমি যা একখানা স্ত্রী, স্ত্রী বলতে তোমাকে লজ্জা করে আমার। স্ত্রীর মতো কোন কাজটা তুমি করো। হুড়ুমদুড়ুম ভাবে চলো। না আছে শান্তভাব। না আছে সেবাযত্নের ইচ্ছা। বাউন্ডুলের জাত।

বেশ করি। দপ করে জ্বলে ওঠে শিখা। তুমি কি জাঁ পল সার্ত্র? আমি কি সিমোন? বইও লিখব আবার সেকেন্ড শিফটে গৃহকর্ম করব? গৃহকর্ম সম্বন্ধে সন্দর্ভ লিখব, কত খারাপ কাজগুলো? কত রিপিটিটিভ এবং ইয়ে, স্বীকৃতিহীন? ওদিকে সার্ত্র সম্পর্কে বলব, উনি কিছুই করেন না কারণ উনি কোনওদিন এগুলো করতেই শেখেননি?

তোমাকে শিখে নিতে হবে।

তপঙ্কর এবার রাগ দেখাবে, জিনিস ছুড়বে। শিশুর মতো আচরণ করবে। কারণ সে প্রেমে প্রত্যাখ্যাত। তার মানেই হচ্ছে, সিম্পল! শিখা তার কোনও একটা কাজ করে দিতে চায়নি। শার্টের বোতাম পড়ে গেছে, নতুন লাগিয়ে দেয়নি। চা বানিয়ে ধরে এনে দেয়নি। আদ্যন্ত কোনওদিনই খাবার পরে জল এগিয়ে দেয়নি, পান সেজে এনে দেয়নি। এমনকি কাজের টাইমিং আলাদা হওয়াতে, খাবার টেবিলেও অপেক্ষা করেনি তপঙ্করের জন্য। আগেই ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেছে।

তপঙ্কর বেচারা আর করে কী! এই উপরোক্তগুলি সে তার মায়ের মধ্যে দেখেছে। মাকে করে দিতে দেখেছে। চিরদিন মা বাবাকে সব করে করে এনে দিয়েছে।

তপঙ্করের মা বাবা আর সন্তানাদির মুখ চেয়ে পুরো জীবন সেবাশ্রম বিতরণে রত রইলেন। রাতে সবার খাওয়া হলে খাবেন এমন অকথিত দৈবী নিয়ম পালন করে শেষ বয়সে গ্যাস্ট্রিক বাঁধালেন।

মায়ের গৃহশ্রম ছিল। মজুরি ছিল না।

আর, শিখারা তো প্রিভিলেজড। চাকরি করো, যথেচ্ছ শপিং করো। শাড়ি কেন। শাড়ি রাখার জায়গা নেই আলমারিতে। ওহো হো, ওদের আবার দুঃখ? মালতীবালা, অনিতাবাঈ আর সদুর মা, তাদের ভোর পাঁচটা থেকে যে লড়াই... কী বুঝবে শিখারা।

মালতীবালার নার্সের ডিউটি। ইস্তিরি করা ধোপদুরস্ত পোশাকে অবতীর্ণ হতে তার আগে শ্বশুরকুলের সবার রান্না রেখে আসতে হয়। অনিতাবাঈয়ের আয়ার চাকরি। সাড়ে আটটায় ডিউটি প্লেসে পৌঁছোতে ভোর ছ'টায় বাস ধরে। তার আগে সবার টিফিন... সদুর মায়ের লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল, মুড়ি জল। কাটা শসা, নুনের ছিটে। ব্লাউজের খাঁজে টাকার পুঁটলি। সেফটিপিনে গাঁথা শ্রমের দাম।

এইসবের চূড়ান্ততার বাইরেও, শিখা ও শিখার মতো মেয়েদের গৃহশ্রম আছে। মজুরি নেই। মজুরির প্রশ্ন ওঠেইনি। চাকরি করে। একটা মাইনে তো পায়।

চাকুরে মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। পলিটিকালি ইনকারেক্ট রসিকতা। সকাল-বিকেলের ঝিগিরি মাইরি। শেষ হয় না। অফিসে বাসন মাজি বাড়িতে কুটনো কুটি। বাড়িতে রান্না করি অফিসে ফাইল ঠেলি। আপিসের কথা শোনালে বর মুখ বেঁকায়। বাড়ির কথা বললে বস মুখ বেঁকায়। বস বলে কামচোর। বাচ্চার অসুখ বলে অ্যাবসেন্ট করে। বর বলে ছেলের অসুখের দিনও তোমাকে অফিস যেতে হবে? ছেলেকে ঠাম্মা শেখায়, তোর জ্বর, মা অফিস গেল? মা দুষ্টু। ঠিক সিনেমার মতো। মহানগর সিনেমা।

রাত করে ফিরলে বর বলে কদর্য রসিকতার সুরে, বস আর বর। একটা মাত্র অক্ষরের তফাত। বাকি রাতটাও বসের কাছে কাটিয়ে আসতে পারতে।

৪

দিনগুলো যেন খাঁজকাটা খাঁজকাটা চাকতি। একটা আরেকটার সঙ্গে লেগে আছে। যন্ত্রের নাড়িভুঁড়ি কখনও দেখেছ? সেইরকম। চলছে, চলছে। কবে বন্ধ হবে কেউ জানে না।

এই চাকতিগুলোর ঘোরার নিয়মকানুনও আছে। আপিসের দিনে এক ভাবে ঘোরে। ঘ্যাঁষ ঘ্যাঁষ। তারপর শনি রবি। ফুরফুর করে দ্রুত ঘুরে শেষ। আবার টক করে উইকএন্ডের চাকতিতে তুলে দিল তোমাকে। আবার ঘেনিয়ে চলল। ফাটা রেকর্ড যেন।

সব ছক জানা হয়ে গেলে রুটিনেই সুখ, রুটিনেই শান্তি। এ আবার আরেক হাসির জিনিস। যন্ত্রের আবার সুখ শান্তি!

শিখা এখন রাতের খাবার গরম করছে। আবার একটা সোমবার। একটা সপ্তাহ শেষ হলে আজকাল খুব আরাম বোধ হয়। কেমন যেন মনে হয়, ফুরিয়ে যাওয়া পেস্ট এর টিউব। আরেকটা কেন যাবে তবে। পেস্ট-এর নতুন ফ্লেভার হয়। জীবনের?

নাকি মনে হয় শেষের দিকে আর এক পা এগিয়ে গেল শিখা? কীসের শেষ? কর্মজীবনের?

নিজের পছন্দের কাজ করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু গৃহশ্রম তাকে অন্য কোনও কাজ করার সময় দেয় না। তারপর সে গৃহশ্রমের মধ্যেই সুখ পেতে শুরু করে। কাপড় কাচা-কে খুব ভালোবেসে ফেলে। দারুণ করে ঘর গোছাতে চায়। মালতীবালা, অনিতাবাঈ আর সদুর মা? পরিস্থিতির উন্নতি হয় না। কিন্তু কেউ তো ছেড়ে চলেও যায় না। সংসার ফেলে কোথায় যাবে? হয়তো ছেড়ে চলে যাওয়াই উচিত ছিল। হয়তো আন্দোলনে নামা উচিত ছিল।

আবার শিখা এটিএমে ঢোকে। টাকা তোলে। মন দিয়ে টাকাটা গুছিয়ে তুলে রাখে আলমারিতে।

সব মিলিয়ে দিন চলতেই থাকে। ভালোবাসার অভাব বোধ কারুর আর থাকে না। মানে, ততটা থাকে না যতটা হলে, সংসার ভেঙে পড়ে যায়।

ছোটগল্প

একদিন শ্বশুরবাড়ির কেন্দ্রীয় কমিটি ওর ওপর গ্যাস বুকিং, ইলেক্ট্রিক বিল পেমেন্ট, ওষুধের দোকানের মাসকাবারি বিল পেটিএম দিয়ে পেমেন্ট সব দায় চাপিয়ে দিল। ও টেরও পেল না কবে ও এদের ক্যাশ মিউল হয়ে গেল। গ্যাস ফুরালেই শাশুড়ি নিজের ফোনটা এগিয়ে ধরেন। বুকিংটা করে দিও তো।

এই অতি অল্প বয়সে তারা সংগীতের সাধনা স্থগিত রেখে শিখে গেছে সং সেজে কীভাবে স্টেজে উঠে মেকি হাসিকান্নায় মন ভোলাতে হয়, বেসুরো গানে পিচ কারেকশন-এর অলিগলি সব জানা তাদের।

গানের সিঁড়ি

নয়ের পাতার পর

রসালো চিলি চিকেনের মতো নানা গানের বাজিতে পেশ করা হচ্ছে তাদের। কণ্ঠে সেই পাঁচ, ছয়, সাত, আট দশকের মেলোডি।

এই অগভীর বদ্ধ জলাভূমি কখনও বহতা হবে না। আজ যাদের গান শুনে শিহরিত হচ্ছেন শ্রোতাকুল, সময় দিলে তারা আরও অনেক দূর যেতে পারত। এই অতি অল্প বয়সে তারা সংগীতের সাধনা স্থগিত রেখে শিখে গেছে সং সেজে কীভাবে স্টেজে উঠে মেকি হাসিকান্নায় মন ভোলাতে হয়, বেসুরো গানে পিচ কারেকশন-এর অলিগলি সব জানা তাদের। প্রথম দশে থাকা মানে ইজি মানি নিশ্চিত, নিশ্চিত বৎসরান্তে বিদেশে গিয়ে গান শুনিয়ে আসা। সব ধাপেই দু-একজন করে দালাল রেডি হয়ে আছে এই পরিবেশে প্রস্তুতি শব্দটি সোনার পাথরবাটি শোনাচ্ছে না?

প্রকৃত মানুষ হওয়ার...

নয়ের পাতার পর

হারা যে জেতার মতোই খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা তা শেখানোতে শিক্ষক সমাজের কোথাও গলদ থেকে যাচ্ছে হয়তো। শিক্ষাকে আজ হেলথ ড্রিঙ্কের মতো চামচে করে গুলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মুখের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। বিষয়ের গভীরে ঢুকে প্রশ্ন করতে শেখা, সুচিন্তিত বিশ্লেষণ, বাস্তবজীবনে শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগ এই জায়গাগুলোও প্রবলভাবে মিসিং। যেন শুধুমাত্র কিছু নম্বরের পিছনে দৌড়।

যার ফলে চলার পথে সামান্য ব্যর্থতা এলেই আজ স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সহজেই হাল ছেড়ে দেওয়ার, ভেঙে পড়ার, ডিপ্রেশনে চলে যাওয়ার প্রবণতা। সঠিক থট প্রসেসের অভাব, ক্রিটিক্যাল থিংকিংয়ের অনভ্যাস, চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারা, বিচ্ছিন্নতাবাদও এই পলায়নপর মনোবৃত্তির কারণ। প্রিন্সিপাল ম্যাডাম আরও কিছু জরুরি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। গত তিরিশ বছরের মেধাতালিকায় থাকা ক'জন ভবিষ্যৎ জীবনে সফল হয়েছে? আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি কি আদৌ? আবার এই যে এত বড় বড় কোম্পানির সিইও, সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, অধ্যাপক - এঁরা প্রত্যেকেই কি স্টুডেন্টলাইফে মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া মানুষ?

প্রতিবছর বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে আমাদের রাজ্যেই সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো লাখ স্টুডেন্ট উত্তীর্ণ হয়। তাই টিচার-স্টুডেন্ট রেশিও ও পরিকাঠামো যতদিন না বাড়ানো যাবে 'কেবলমাত্র মার্কসভিত্তিক' মেধাতালিকা পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ। ভাববার মতোই বিষয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পলিসিমেকারদের সদিচ্ছে থাকলেও এদেশে কি র‍্যাংকিং সিস্টেম বর্জন করা আদৌ সম্ভব? না। চাইলেই রাতারাতি গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে আমূল বদলে ফেলা বাস্তবসম্মত নয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যাই হয়তো এর সবচাইতে বড় বাধা। প্রতিবছর বোর্ড পরীক্ষাগুলোতে আমাদের রাজ্যেই সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো থেকে ষোলো লাখ স্টুডেন্ট উত্তীর্ণ হয়। তাই টিচার স্টুডেন্ট রেশিও ও পরিকাঠামো যতদিন না বাড়ানো যাবে 'কেবলমাত্র মার্কসভিত্তিক' মেধাতালিকা পুরোপুরি বর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু র‍্যাংকিং ব্যবস্থায় পরীক্ষার মার্কসের পাশাপাশি যদি অন্তত যোগ করা যায় সোশ্যালওয়ার্ক এবং স্কিল-বেসড বিষয়গুলোকে?

ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কিছু স্কুল ও কলেজ এই উদ্যোগ নিয়েছে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে রকমারি বিষয়ে সেমিনার প্রেজেন্টেশন, প্রোজেক্ট তৈরি, এছাড়া বিভিন্ন NGO-র সহায়তায় আশপাশের এলাকায় অথবা পাঁচ-ছয়টি অ্যাডপ্টেড অঞ্চলে গিয়ে স্টুডেন্টরা নিয়মিত সেখানকার মানুষের জন্য নানা ধরনের জনসেবামূলক ও স্কিল ডেভেলপমেন্টের কাজ করে চলেছে মার্কসের পরোয়া না করেই। এভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়ছে আত্মবিশ্বাস ও উদ্ভাবনী শক্তি। ওরা মিশতে শিখছে। আত্মকেন্দ্রিকতা কমছে, কমিউনিকেশন স্কিল বাড়ছে। ধীরে ধীরে জগৎটাকে চিনতে ও জানতে পারছে। ওদের চোখের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। ওরা স্বনির্ভর হতে শিখছে।

সেইসঙ্গে ঘটছে ওদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। যা কতগুলো শুকনো নম্বর বা পুঁথিগত বিদ্যায় রপ্ত করা যায় না। জীবনের পাঠ থেকেই যাকে অর্জন করতে হয়। এর জোরেই ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে ওপাশের মানুষগুলির চোখে চোখ রেখে কথা বলা যায়। সপাটে।

স্বপ্ন দেখার এবং তা সফল করার জন্য সবসময় মেধাতালিকা নামক মইয়ের প্রয়োজন নেই।

গোট-রা কত বেড়া খেয়ে যাচ্ছে

নয়ের পাতার পর

এছাড়া কোনওরকম র‍্যাংকিংয়ের কোনও মানে হয় না।

মুশকিল হল, অধিকাংশ ক্রীড়ামোদী সুচিন্তিত মতামতের মানুষ হয়ে গেলে একনিষ্ঠ ভক্তকুল গড়ে উঠবে না। সেটা না হলে জনপ্রিয় খেলোয়াড়রা যে শত শত ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে কাজ করেন, সেগুলো চোখ বন্ধ করে কেনার লোক কমে যাবে। তাহলে স্পনসর পাওয়া যাবে না, খেলাধুলো করে কোটি কোটি টাকা কামানোর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। এসব হতে দেওয়া যায় না। তাই খেলোয়াড় নিজে, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া টিম, সংবাদমাধ্যম, খেলার সম্প্রচারক, ধারাভাষ্যকাররা – সকলে মিলে কাল্পনিক র‍্যাংকিং গড়ে তোলেন। তাতে সমসাময়িক কাউকে সর্বকালের সেরার মুকুট দিয়ে দেন। যদি কোনও সম ক্ষমতার খেলোয়াড় থাকেন, তাহলে পোয়া বারো। কে সত্যিকারের গোট তা নিয়ে তর্ক বাধিয়ে ব্যাপারটাকে আরও মুখরোচক করে তোলা হয়। ফুটবলে যেমন লিওনেল মেসি বনাম ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আমিই সেরা – এই কথা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ঘণ্টা শুনতে শুনতে কোনও কোনও খেলোয়াড়ের বিশ্বাস হয়ে যেতে পারে তিনিই সর্বকালের সেরা। তখন তিনি লিওনেল মেসির মতো রামছাগলের সঙ্গে ছবি তোলাতে পারেন বা বিরাটের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারদের ফালতু মনে করতে পারেন।

কোনও খেলোয়াড় নিজেকে সর্বকালের সেরা মনে করলে এমনিতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁদের ব্যবহারে সেই মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়লে এখন যা হয়, তা হল তাঁদের অন্ধ ভক্তরা প্রাক্তন খেলোয়াড়দের এবং যারা তেমন ভক্ত নয় তাদের গালিগালাজ করার লাইসেন্স পেয়ে যায়। যখন অতীতের খেলা দেখা প্রায় অসম্ভব ছিল, তখন কিন্তু গাভাসকারের ভক্তরা বলত না – বিজয় মার্চেন্ট বা সিকে নাইডু ক্রিকেটের কী বোঝে? এমনকি শচীনের দীর্ঘ ক্রিকেটজীবনের প্রথম দিকের ভক্তরাও বলত না গাভাসকার কী বোঝে? বলত না, কারণ গাভাসকার কখনও তেমন ভাবার মতো আচরণ করতেন না। বরং আজীবন নিজের আগের প্রজন্মের ক্রিকেটারদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছেন। শচীনও গাভাসকারের সঙ্গে কথা বলতেন মাথা নীচু করে, কখনও ফর্ম পড়ে গেলে গাভাসকারের পরামর্শ নিতেন। অথচ টেস্ট ক্রিকেটে গাভাসকারের সব রেকর্ডই তো শচীন ভেঙে দিয়েছেন। এখন কিন্তু বিরাটের ভক্তরা বলেন, গাভাসকার কে? ও কী বোঝে? রোহিত শর্মার ভক্তরা সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই বলে যান, রোহিত একদিনের ক্রিকেটে ভারতের সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার। বিরাট দূরের কথা, শচীনও তাঁর ধারেকাছে আসতে পারেন না। এর কারণ আজকের খেলোয়াড়দের আচরণে এক ধরনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। কারও কম, কারও বেশি। কথায় কথায় কাল্পনিক, অযৌক্তিক র‍্যাংকিং তৈরি করে সেই ঔদ্ধত্য উসকে দেওয়া হয়। কারণ ঔদ্ধত্যের ভালো বাজার আছে। আজকাল খেলার মাঠে সভ্যতা, ভদ্রতার চেয়ে ঔদ্ধত্য, অসভ্যতার কাটতি বেশি।

অলীক পাখি

বিপুল দাস
আঁকা : অভি

পর্ব - ৩

বাসুকাকুর কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না। বাসুকাকু জানেই না আমার রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছে। আমি কোনওমতে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি। কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। এখন তো বুঝি আমাদের ফ্যামিলিতে অশান্তির পেছনে এই লোকটাও কিছুটা দায়ী। আমার শখের অ্যাকোয়ারিয়াম এই লোকটা দিয়েছিল, আবার এর জন্যই সেটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

চার

ছোটকাকা বিয়ের পর আলাদা সংসার পাতল। মিউনিসিপ্যালিটির ইনস্পেকটর ছিল আমার ছোটকা। বিয়ের পর মা বাবাকে চাপ দিচ্ছিল দুজনের খোরাকি বাবদ ছোটকার সংসারে আরও টাকা দেওয়া উচিত, সে ব্যাপারে। বাবা চুপ করে থাকত। ছোটকা অফিসে বেরিয়ে গেলে মা প্যাসিভ ভয়েসে নতুন কাকিকে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার কথা শোনাত। আসলে মা কাকে কথা শোনাচ্ছে আমিই বুঝতে পারতাম, কাকি তো বুঝবেই। ছোটকা অফিস থেকে ফিরলে নিশ্চয় কানে তোলে। একদিন দেখলাম আমাদের বাড়ির সামনে ছোট একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। বিছানাপত্র, আলমারি, ছোট-বড় মিলিয়ে চারটে সুটকেস, টুকটাক আরও জিনিসপত্র গাড়িতে তোলা হচ্ছে। নতুন বৌ নিয়ে ছোটকা ভাড়াবাড়িতে চলে গেল। আমাদের বাড়ি অনেকটা শূন্য হয়ে গেল।

তারপর চলে গেল বড়কা। বারাসতে ওদের জমি কেনা ছিল। বাবাও জানতে পারেনি বড়কা সেখানে একটু একটু করে নিজের বাড়ি তুলছে। শান্ত আর আমি খুব গলাগলি ছিলাম। একসময়ের এই ভরা বাড়ির বিশাল শূন্যতায় আমি খুব একা হয়ে যাচ্ছিলাম। কিচ্ছু ভালো লাগত না। পরপর সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। পিসি মারা গেল, আনন্দ পালিয়ে গেল, নতুন কাকিকে নিয়ে ছোটকা চলে গেল। শেষে শান্তরাও এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। রাতে মা-বাবার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

'নাও, তোমার ইচ্ছে এবার পূর্ণ হয়েছে তো। সব ঘরগুলো এখন তোমার। ইচ্ছেমতো শূন্য ঘরগুলোয় নাচবে, গান গাইবে। একসঙ্গে থাকার আনন্দ তুমি কোনওদিন বুঝবে না। আবার আমাকে বলো স্বার্থপর।'

'গুষ্টির রান্না, সকালের জলখাবার, বিকেলের টিফিনের ব্যবস্থা যদি তোমাকে করতে হত, তবে একসঙ্গে থাকার কত সুখ বুঝতে পারতে। আনন্দ তোমার বেরিয়ে যেত। একটা রান্নার লোক, একটা কাজের লোক যদি রেখে দিতে, তবে আমিও একসঙ্গে থাকার সুখ খুব বুঝতে পারতাম। কোনওদিন ভেবেছ দশটা বিয়ের কাজ আমাকে এই দু'হাত দিয়ে সারতে হয়। তোমার ঘাড়ে বসে সবাই বড় হল। এখন যার যার ড্যানা গজাতেই ফুড়ুৎ। ভাইগুলোকে এক এক করে টেনে তুলেছ। টনি, শান্ত, আনন্দ – সবাইকে সমান মাপের মাছের টুকরো দিয়েছি। খুব ভালো প্রতিদান দিয়েছে না। সব আমার কপাল। ভালোমানুষি দেখিয়েছ। আসলে তোমাকে সবাই বোকা পেয়ে সারাজীবন ঠকিয়ে গিয়েছে, সেটাই বুঝতে পারোনি। অন্যের পুকুরে মাছ ধরেছ আর তাস খেলেছ। এদিকে তোমার নিজের সংসারই একদিন তাসের ঘর হয়ে যাবে, টের পাওনি। এরা যে গাছের নীচে ছায়ায় নিশ্চিন্তে থেকেছে, সেই গাছের ফলপাকুড় খেয়েছে, গাছের গোড়ায় কোনওদিন একমুঠো মাটি বা এক আঁজলা জল ঢালেনি। চুষে খেয়েছে তোমার রক্ত। তলে তলে সবাই যে যার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, তুমি টেরও পাওনি।'

'আঃ, চুপ করো না। টনি শুনতে পাবে।'

'ছেলের কোনও খবর তুমি রাখো? মাধ্যমিক পাশ করার পর তার ন্যাজ গজিয়েছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে বাজে ছেলেদের পাল্লায় পড়েছে। হায়ার সেকেন্ডারির পড়া নাকি অনেক চাপের। বই মুখে নিয়ে কোনও সময় বসতে দেখি না। সংসারের একটা কুটো ভেঙে দুটো করে না। আজকাল তো তার দেখাই পাওয়া যায় না। কে জানে কোন চুলোয় ঘুরে বেড়ায়।'

উচ্চমাধ্যমিকে খুব বাজে রেজাল্ট হল আমার। আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার অ্যান্ড গাইড বাসুকাকু আমাদের বাড়ি আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করত না। বাসুকাকুর কথাতেই সায়েন্স নিয়েছিলাম। অঙ্ক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি – সব আমার কাছে সমান কঠিন লাগত। ভালো স্টুডেন্ট হব, ভালো রেজাল্ট করে আরও অনেক উঁচুতে উঠব – এই আকাঙ্ক্ষা আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল। কী হবে বিএসসি, এমএসসি পাশ করে। এদিক সেদিক ফালতু ঘুরে বেড়াতাম। বাজে কয়েকটা ছেলের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছিলাম। ফাঁকা রেল ইয়ার্ডের দিকে একদিন রাতে বসে প্রথম মদ খেলাম বাবলু, বাচ্চু, কামালদের সঙ্গে। সিগারেট ধরেছিলাম। এরকম সময়েই একদিন টাকিতে হঠাৎ বাসুকাকুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

টাকিতে বাচ্চুর দিদির শ্বশুরবাড়ি। প্রথমে সবাই মিলে সেখানে যাব। জাস্ট দেখা করেই আমরা দশ-বারোজন চলে যাব ইছামতীর পাড়ে। আমাদের পিকনিক হবে। বসিরহাটে আমাদের ঠিকমতো ফূর্তি জমছিল না। এদিক ওদিক থেকে ঠিক একজন না একজন চেনা লোক বেরিয়ে যায়। একটু দূরে দূরে চলে যাই। কচুয়া মন্দিরের পেছনের দিঘির পাড়ে, ধান্যকুড়িয়ার রাজবাড়ির ওদিকে, বল্লভবাড়ির দিকে। বাচ্চুই বলল ওর দিদির শ্বশুরবাড়ির কথা। ইছামতীর পাড়ে দারুণ সব পিকনিক স্পট। খুব ভিড় হয়। আজকাল আগের থেকে বুকিং করতে হয়। বাচ্চু ওর জামাইবাবুকে বলে স্পট বুক করে রেখেছে। কোনও চিন্তা নেই।

একটু দূরে গোলমাল শুনে আমরা ক'জন উঠে দেখতে গেলাম। একটা পিকনিক পার্টির সঙ্গে কয়েকজন পুলিশের খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে একজন ভদ্রলোকও রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক আর কেউ নন, বাসুকাকু। বাসুকাকুই পুলিশ ডেকে এনেছে। এরা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ড্রিংক্স নিচ্ছিল। বাসুকাকু দেখতে পেয়ে বারণ করায় ঝামেলা শুরু হয়েছে। দুটি ছেলেকে পুলিশ নিয়ে গেল। আমরা দশ-বারোজন বাসুকাকুর সাপোর্টে কথা বলতে শুরু করতেই ওরা চুপসে গেল। প্রথমে খুব হম্বিতম্বি করেছে। কোন কোন দাদাকে ফোনও করেছে। পুলিশকে পর্যন্ত পাত্তা দিচ্ছিল না।

'তোরাও পিকনিক করতে এসেছিস নাকি? কতদিন পরে তোকে দেখলাম। বাড়ির সবাই ভালো আছে?'

আমি বাসুকাকুর চোখের দিকে না তাকিয়ে কথা বলছিলাম। ভেতরে ভেতরে একরকম বিরক্তি হচ্ছিল। চেনা লোকজন এড়িয়ে একটু ফুর্তি করব বলে এতদূরে এসেছি, এখানেও চেনা লোক।

'হ্যাঁ, সবাই ভালো আছে। আপনি ভালো আছেন?'

'আমার কথা ছেড়ে দে। একা মানুষ, থাকা না থাকা সমান। পড়াশোনা ঠিক চলছে তো? এইচএস কিন্তু অত সোজা নয়, মাধ্যমিকের সঙ্গে আকাশপাতাল তফাত। তোর কিন্তু এখন ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা করার সময়। এরা তোর বন্ধু নাকি?'

বাসুকাকুর কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না। বাসুকাকু জানেই না আমার রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছে। আমি কোনওমতে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছি। কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। এখন তো বুঝি আমাদের ফ্যামিলিতে অশান্তির পেছনে এই লোকটাও কিছুটা দায়ী। আমার শখের অ্যাকোয়ারিয়াম এই লোকটা দিয়েছিল, আবার এর জন্যই সেটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে বাসুকাকু ছিল দেবদূত, কিন্তু এখন দেবদূত কম, শয়তান বেশি মনে হচ্ছিল।

'আমি পরীক্ষা দেব না ভাবছি। একটা কাজ কোথাও পেলে পড়া ছেড়ে দেব।'

আমার খারাপ রেজাল্টের কথা চেপে গিয়ে বেশ রুক্ষভাবেই বললাম। ইচ্ছে করেই বলেছি। আমার কথা শুনে বাসুকাকু আঘাত পাক, দুঃখ পাক। আমার কথা শুনে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বাসুকাকু। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

'আমার মনে হয় আমিই ভুল করেছি। তোর সায়েন্স নেওয়া উচিত হয়নি। হিউম্যানিটিজ নিলে ভালো করতিস। তোর নিজের ঝোঁক ছিল লিটারেচারে। তোকে তো পড়িয়েছি আমি, জানি। এখন আর ভেবে লাভ নেই। বাজে চিন্তা ছাড় তো। মন দিয়ে লেখাপড়াটা কর। এইচএসটা অন্তত ভালোভাবে পাশ করতে হবে। না হলে পরে দেখিস অনেক আফসোস হবে।'

আমাদের পাশ দিয়ে একটা মেশিন-লাগানো বড় নৌকো যাচ্ছে। দেখেই বোঝা যায় ভেতরে সব বাইরের লোক। কলকাতার প্রচুর লোক ছুটির দিনে এখানে বেড়াতে আসে। নৌকোর মাথায় ভারতের পতাকা বাতাসে উড়ছে। ইছামতীর ওধারে বাংলাদেশের স্টিমার, নৌকো চলছে। সেগুলোর মাথায় পতপত করে বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। বাতাসে বাসুকাকুর ধুতির পাড়, পাঞ্জাবির হাতা ফরফর করছে। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দামি চামড়ার চপ্পল। মেক বুঝতে পারলাম না। মনে হয় একটুও ধুলো পড়েনি। বাঁ কাঁধের ওপর একটা শাল ভাঁজ করে ফেলে রাখা। চিরকাল এরকম টিপটপ পোশাকেই বাসুকাকুকে দেখেছি। হাজার হলেও জমিদার ফ্যামিলির মানুষ। লেজের ঝাপটা তো একটু হলেও থাকবে। তাকে এখন বাংলা সিনেমার নায়কের বাবার মতো দেখাচ্ছে। কিছুটা রঞ্জিত মল্লিক, কিছুটা দীপঙ্কর দে।

'একটা কথা বলে রাখি, সিরিয়াসলি যদি ভাবিস কাজকর্ম করবি, লজ্জা না করে আমাকে জানাস। দাঁড়া, একটা কার্ড রাখ। দুটো ফোন নম্বর আছে। নীচেরটায় ফোন করলে আমাকে পাবি। ভারত এন্টারপ্রাইজ। কলকাতায় কিন্তু। এই নে, রেখে দে।'

এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে কথা বলার জন্য বুঝতে পারছিলাম বাচ্চু, কামাল – ওরা বিরক্ত হচ্ছে। গণেশ জলের বোতলে মাল রেডি করে এনেছে। রান্নাবান্নার ঝামেলা করতে কেউ রাজি হয়নি। আমরা রেডি খাবারের প্যাকেট নিয়ে এসেছি। মাটন বিরিয়ানি, ব্যস। আজকের খরচের প্রায় সবটাই দিয়েছে কামাল। কলকাতায় পার্ক সার্কাসের ওদিকে কোথাও ওদের বড় দোকান, মার্বেল পাথরের। পাথরের ব্যবসা ওদের পারিবারিক। আশপাশে বাদুড়িয়া, স্বরূপনগরেও ওদের ফ্যামিলির লোকজনদের মার্বেলের দোকান। কঞ্জুস নয় কামাল, বেশ খরচ করে আমাদের জন্য। কোথায় নাকি বড় একটা সরকারি কাজে পাথর সাপ্লাইয়ের বরাত পেয়েছে। সেই বাবদ বলেছিল আমাদের ফিস্টি দেবে। আমরা তখনই টাকিতে পিকনিকের প্ল্যান করেছিলাম। 'খেলা হবে' – শুনেই চেঁচিয়ে উঠেছিল বাচ্চু। আমরা সবাই বলেছিলাম – 'খেলা হবে'। আমরা তো জানি 'খেলা হবে' মানে প্রচুর মস্তি হবে। ডায়ালগটা এখন বাজারে খুব চলছে।

বাসুকাকু চলে গেল। আমি স্পটে ফিরে এসে দেখি কার্তিক সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে নুন ছড়াচ্ছে। পাশে 'স্পেশাল জলের' বোতল। কার্তিক এক ডজন ডিম সেদ্ধ করে এনেছে। বাকি আমরা সবাই টাকা তুলে মাল কিনেছি। কামাল ড্রিংক্স নেয় না। রমজান মাসে রোজা রাখে। সাদিকের ওসব নেই।

" কে রে বুড়ঢাটা? মনে হল খুব জ্ঞান দিচ্ছে। আমরা না থাকলে ওই পার্টির ছেলেগুলো ঠিক কেলিয়ে দিত। আর তুইও পারিস। এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিলি, যেন 'হে প্রভু, তুমি আমার সকল দোষ মার্জনা করো' টাইপ। এখানে এলাম চেনা লোক এড়াতে, সেই চেনা লোক। লোকটা কে রে টনি? ধুতিপাঞ্জাবিতে একদম আমাদের রাজেন মেমোরিয়াল হাইস্কুলের হেডস্যর স্বদেশ নস্করের মতো।'

'কেউ নয়। বাবার সঙ্গে তাস খেলে। বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছিল। আমাকে একটা জলের বোতল দে।'

'বাদামের প্যাকেটটা নিয়ে যা। খালি পেটে খাস না। উল্টি হয়ে যাবে। কখন খেলা হয়ে গেল, বুঝতেই পারবি না।'

অনেক মদ খেতে ইচ্ছে করছিল আমার। একটা সিগারেট ধরিয়ে বোতল নিয়ে দূরে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসলাম। ইদানীং আমি ইচ্ছে না করলেও জোর করে সিগারেট খেতাম। কখনও কাশির প্রবল দমক উঠত। চোখ লাল হয়ে যেত। বাচ্চু একদিন হাত থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়েছে পর্যন্ত।

একটা মাছরাঙা ভাঙা বাঁশের মাথায় বসে আছে। এমন স্থির হয়ে বসে আছে, যেন মাটির পাখি। মনে হল একবার হাততালি দিয়ে দেখি উড়ে যায় কি না। কে জানে আমার মনের কথা বুঝল কি না, একবার ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়েই ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। এখান থেকে 'সোনার বাংলা' হোটেলের ওপরের ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। নদীতে ভুটভুটির শব্দ, সকালে রোদ অনেক নরম ছিল, এখন চামড়ায় জ্বালা ধরছে। বাসুকাকুর গায়ের ফর্সা রং কেমন কালচে হয়ে গিয়েছে। মুখটাও একটু ফোলা ফোলা লাগল। মনে হল শরীরে কোনও অসুখ বাসা বেঁধেছে। ঢকঢক করে অনেকটা মদ একবারে গলায় ঢেলে দিলাম। পেটের ভেতরে পাক দিয়ে উঠল। পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখলাম কামাল একটা শালপাতার ছোট বাটিতে শশা আর পেঁয়াজকুচি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পাঁচ

আমি ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছিলাম। আমার মাথার ওপর কতগুলো চিল উড়ছিল। মাঝে মাঝে দু'-একটা চিল তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠছিল। ইছামতীর ওপারে বাংলাদেশের ঘরবাড়ি খুব আবছা দেখা যায়। নদীর ওপাশটাতে ওদের স্টিমার, নৌকাতেও নিশ্চয় ট্যুরিস্টরা বেড়াচ্ছে। একই জল বয়ে যাচ্ছে, এপাশে জল, ওপাশে পানি। চিল ডেকে উঠলেই দুপুরের রোদ কেমন দুখি-দুখি হয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল অনেকদিন ধরে আমি এখানে একা একা শুয়ে আছি। আমার কথা সবাই ভুলে গিয়েছে।

চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম। কামাল পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখ থেকে হাত সরিয়ে ওর দিকে তাকালাম। খুব লম্বা দেখাচ্ছে কামালকে। কামালের মুখের ফর্সায় একটা লালচে আভা আছে। ওর তীক্ষ্ণ নাক, কোঁকড়া চুল, সুন্দর হাইট, মেদহীন স্লিম ফিগার, কী সুন্দর দেখায় ওকে। আমার খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করল কামালকে।

'টনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি। পুরোটা মেরে দিয়েছিস? বাবলু তো পুরো আউট। আমাকে জিজ্ঞেস করল ইছামতীর ইংরেজি কী হবে। শালা, হজম করতে পারিস না, খাস কেন। বিরিয়ানির প্যাকেট যদি শেষপর্যন্ত কুত্তাদের খাওয়াতে হয়, আমি ঠিক ড্যামারেজ আদায় করব।'

'এখানে ড্যামারেজ হবে না, কম্পেনসেশন বল। কামাল, আমার পাশে একটু বোস না।'

'কেন, আমরা কি হানিমুনে এসেছি নাকি? ওঠ, খেয়ে নিবি।'

'কামাল জানিস, আমি বাসুকাকুর কাছে শুনেছি কামাল মল্লিকই কে মল্লিক নামে গান রেকর্ড করতেন। নজরুলগীতি, আগমনি গান, শ্যামাসংগীত।'

'ধুস, তোদের রেখে আমি এখনই ফিরে যাব। পিকনিক করতে এসেই কেউ ইংরেজি বলতে শুরু করেছে, কেউ স্কুল খুলে বসেছে, যেন শুধু লুকিয়ে মদ খাবি বলেই তোরা এসেছিস। টনি, আজকাল তোর নেশা করার নেশা খুব বেড়ে গিয়েছে। নতুন নতুন কিছু শিখলে যেমন দিনের ভেতরে চোদ্দোবার সেটা করতে ইচ্ছে করে, তোর হয়েছে তাই। একটা কথা সিরিয়াসলি বল তো, কোনও মেয়ে তোকে চোট দেয়নি তো? কুছ উদাস লাগতে হো ইয়ার।'

কামালের কথা শুনে উঠে বসলাম। শালপাতার বাটিটা নীচে নামিয়ে রেখে আমার পাশে ঘাসের ওপর বসে পড়ল কামাল। নেহরুর ছবিতে যেমন জ্যাকেট পরা দেখা যায়, তেমনি একটা কালো জ্যাকেট পরেছে কামাল। শাদা শার্ট, জিনসের প্যান্ট। দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে ওকে।

কামাল বলল আমাকে নাকি উদাস দেখাচ্ছে। উদাস মানে আউলবাউল, উদাসীন টাইপ বোঝাতে চায়নি ও। দুখি টাইপ বলতে চেয়েছে। আমি তো বুঝতেই পারি না আমার ভেতরে কোনও দুঃখ আছে কি না। শুধু মনে হয় ছোট হচ্ছি, আরও ছোট হচ্ছি। খুব বড় একটা বাগান থেকে আমাকে উপড়ে ফেলেছে কেউ। অনন্ত মাটি থেকে তুলে এনে আমাকে টবে বসিয়ে দিয়েছে। রোজ সেই টবে কেউ ক্যালকুলাস, ওহ্ম'স ল', বেঞ্জিনের স্ট্রাকচার গুলে ছড়িয়ে দেয়। আমার শেকড়গুলো জ্বলেপুড়ে যায়। আমি স্টেশনের পেছনে গিয়ে সিগারেট টানি। একা একা ঘুরে বেড়াই ঘোজাডাঙা বর্ডারে, পাইকপাড়ার রাস্তায়। বাসুকাকু একদিন বলেছিল বসুদের হাট থেকে নাকি বসিরহাট। ইছামতীর নোনা জল থেকে নুন তৈরি হত। নদীর দু'পাশে ছিল নুনগোলা। নিমকির দেওয়ান বা সেরেস্তাদার ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। রবি ঠাকুরের ঠাকুরদা। বরানগর ঘাট থেকে নৌকো করে আসতেন বাগুণ্ডিতে। তাঁর খাতিরদারির ব্যবস্থা করতেন টাকির জমিদার মুন্সি কালীনাথ রায়চৌধুরী। ডক ঘাটের ইজারাদার ছিল বসু পরিবার। বাসুকাকু একদিন আমাকে বসিরহাটের ইতিহাস বলতে গিয়ে নিজের বংশগৌরবের ইতিহাসও বলেছিল। অনন্ত বসুর সঙ্গে নাকি সেই বসু পরিবারের লতায়পাতায় কেমন সম্পর্ক আছে। জমিদারবাড়ির মানুষ এসে আমাদের রান্নাঘরের দরজার সামনে বসে চা, রুটি খেত। আমি দেখেছি ঠিক আমাদের মতো করেই রুটিটা এগরোলের মতো গোল করে চায়ে ডুবিয়ে খেত।

'কামাল, আমি যদি ইছামতীতে ভেসে যাই, তোরা আমার বডি আর খুঁজিস না।'

'আচ্ছা, আমি কি মাতাল কন্ট্রোল করার জন্য এসেছি? যা না ভেসে, বাংলাদেশের কালিন্দী থেকে তোর বডি আনতে বহুত ঝামেলা হবে। বাদ দে, চল বিরিয়ানি খাবি।'

'আমি আর বাড়ি ফিরব না। কামাল, আমাকে আরও একটু দিবি? তেষ্টা পাচ্ছে খুব।'

'না, আর এক ফোঁটাও পাবি না। ব্যাড়ি ফিরব্যা ন্যা, কোন শ্বশুর তোকে বসিয়ে খাওয়াবে। এইচএস-এ যা রেজাল্ট করেছিস, কোনও কলেজে চান্স পাবি না। এখনও বোধহয় বাড়ি থেকে কিছু হাতখরচা পাস, সেটা দেখবি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় সেই আতঙ্কেই তোর মরে যেতে ইচ্ছে করছে। শালা, ডরপোক কহিকা।'

'কামাল, একটা কাজ জোগাড় করে দে না প্লিজ? তোর তো অনেক সোর্স আছে। অনেক চেনাজানা। যেখানে হোক, যেমন কাজ হোক। মাইরি বলছি, বাড়িতে ফিরতে আমার একদম ইচ্ছে করে না।'

কামাল আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমার চেয়ে বয়সে একটু বড়ই হবে কামাল। সাদিক আর আমি সমবয়সি। এক স্কুলেই ছিলাম। সাদিক আর্টস নিয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিকে সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে। ছোটখাটো চেহারা সাদিকের। কিন্তু অসম্ভব সাহস। আমরা কোনও ঝামেলায় পড়লে সবার আগে সাদিক গিয়ে ফেস করে। কামাল ঝুটঝামেলা এড়িয়ে চলে। সাদিক আমার সঙ্গে কামালের পরিচয় করিয়ে দিলে আমি 'আপনি' বলব, না 'তুমি' বলব – দ্বিধায় পড়েছিলাম। কামাল 'তুই' করে কথা শুরু করলে আমার আর দ্বিধা ছিল না। আমাদের গ্রুপের ভেতরে, আমি টের পেতাম, আমার ওপর কামালের একটা চোরা পক্ষপাতিত্ব আছে। খুব স্পষ্ট নয়, অথচ সূক্ষ্ম টান আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু কেন, সেটা কোনওদিন বুঝিনি। আস্তে আস্তে আমিও মনে মনে কামালের দলে চলে গেলাম।

'টনি, সত্যি করে বল তো, তোর প্রবলেমটা কী। আমার চোখকে ফাঁকি দিবি না, তুই যেন খানিকটা জোর করেই নষ্ট হতে চাইছিস। তোর সিগারেট কিংবা মদ খাওয়ার দিকে আকর্ষণ আমার স্বাভাবিক মনে হয় না। যেন জোর করেই তুই খারাপ ছেলে হবি, ঠিক করেছিস। কোনও মেয়ে দাগাফাগা দেয়নি তো? একেবারে দেঁওদাস হয়ে যাচ্ছিস।'

'ধ্যুস, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার বুক ধড়ফড় করে। শুধু মনে হয় আমাকে দেখে মনে মনে হাসছে বোধহয়। বারে বারে আড়চোখে প্যান্টের জিপার দেখি। খোলা নেই তো। বিশ্বাস কর, মেয়েদের ওপর আমার কোনও টান নেই। সব ছেলেরা কেন যে মেয়ে দেখলেই এমন হ্যাংলামি করে, বুঝি না।'

'থাকে অনেকের। কমপ্লেক্স। অনেক মেয়েও আছে, ছেলে পছন্দ করে না। আর একটা মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। সেদিন পেপারে দেখলাম কোথায় নাকি একটা মেয়ে আর একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। সংসার পাতবে। কিন্তু তার জন্য নয়, তোর অন্য ব্যাপার আছে কিছু। নিজে চিন্তা করে দেখ তো, বাড়িতে তোর থাকতে ভালো লাগে না কেন।'

সেটা তো আমিও ভালো বুঝি না। ইদানীং বাড়িতে আর এক ঝামেলা শুরু হয়েছে। যখন তখন মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। ঘরদোর পরিষ্কার রাখার বাতিক হয়েছে ভীষণ। বাড়িসুদ্ধ জামাকাপড় সাবানজলে ভিজিয়ে রোজ কাচাকাচি করবে। হাতে একটা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো নিয়ে জানলা-দরজার অদৃশ্য ধুলো মুছতেই থাকে। হঠাৎ কখনও রাস্তায় বেরোলে হাঁটে যেন এক্কা দোক্কা খেলছে। পথের প্রতিটি কাগজ, প্লাস্টিক, শুকনো পাতা – সবকিছুই তার কাছে সন্দেহজনক। কেউ তার অমঙ্গল করার জন্য মন্ত্র পড়ে সাজিয়ে রেখেছে। সেগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে এড়াতে হয়। সংসারের ভালোমন্দ বলে একটা কথা তো আছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে সাদা হয়ে গিয়েছে। ফিটের ব্যামো একদম রিসেন্ট ব্যাপার। বাবা প্রথমে পাত্তা দেয়নি। মায়ের বেঁচে থাকা নিয়ে বাবা কোনওদিনই মাথা ঘামায়নি। কোনওমতে অফিসটুকু করে তার মাছ ধরা আর তাস খেলাতেই দিন কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তরকারি কুটতে বসে অজ্ঞান হয়ে গেলে বাবা তার পরদিন মাকে নিয়ে জোর করেই ডাক্তারের কাছে গেলেন। ফিরে এলে মা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল – এপিলেপ্সি কী রে টনি?

রাতে তাস খেলে বাবা ফিরলে আমি অনেকদিন বাদে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আগের চেয়ে বেশি কুঁজো হয়ে গিয়েছে বাবা। পোশাক ছেড়ে একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে টিভি চালিয়ে খবর শুনছিল বাবা। আমাকে দরজার সামনে দেখে অবাক চোখে তাকাল।

'মায়ের কি মৃগী হয়েছে?'

'কে বলল তোকে?'

'মা আমার কাছে জানতে চাইল এপিলেপ্সি মানে কী, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'হ্যাঁ, প্রেসক্রিপশনে তাই লিখেছে। ওষুধ এনেছি। এখন ঘরের কাজ, পুজোআচ্চা সেরে সেটা মনে করে খাবে কি না, কে জানে। ডাক্তার বারে বারে বলে দিয়েছে ওষুধ যেন বাদ না পড়ে। কন্টিনিউ না করলে লাভ নেই।'

'আমার মনে হয় মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করার জন্য একটা ঠিকে লোক রাখলে ভালো হয়। কাচাকাচি আর বাসনপত্র ধোবে। রান্না হয়তো মা বাইরের লোকের হাতে ছাড়বে না।'

'বেশ, ভালো। সংসারের কথা ভাবছিস। তোর মা কি কাচাকাচি আর মাজামাজি অন্যকে দিয়ে করাবে মনে হয়। করালে আমার আপত্তি কীসের। ভালো কথা, তুই নাকি কলেজে ভর্তি হবি না বলেছিস? উচ্চমাধ্যমিকের বিদ্যে নিয়ে কি তবে ঘোড়ার ঘাস কাটবি। ওষুধগুলো কিন্তু বেশ দামি। মাকে বলিস নষ্ট যেন না করে। একেই মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। লিস্টে একটা বাড়ল। রোগের ডিপো একেবারে। জীবনে আর শান্তি পেলাম না কোনওদিন।'

চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল – তোমার জন্য, তোমার জন্য মা-ই কোনওদিন শান্তি পায়নি। চিরকাল সবাই মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেয়ে গিয়েছে, তুমি চুপ করে থেকেছ। কোনওদিন দেখলাম না মাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতে, একটা ভালো জিনিস কিনে দিতে, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেতে। দুজন অচেনা মানুষের মতো তোমরা সংসারে জীবন কাটিয়ে গেলে। তোমার জন্যই মা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মা মরে গেলে তুমি বাড়িতেই তাসের আড্ডা বসাবে। মায়ের কষ্ট তুমি কোনওদিন বোঝোনি। তোমার এই বাড়িতে আমি পেচ্ছাপ করে চলে যাব।

'পড়তে না চাইলে ঘরে বসে কতদিন খাবি, একটা কাজকম্মের চেষ্টা কর তবে। আজকাল তো সেখানেও অনেক টাকার ব্যাপার। আমি কোথায় অত টাকা পাব। সেদিন শুনলাম কোথায় যেন মিউনিসিপ্যালিটির গ্রুপ ডি স্টাফের জন্য এমএ পাশ অ্যাপ্লাই করেছে।' *(চলবে)*

এডুকেশন ক্যাম্পাস

রাইমা সরকার, নবম শ্রেণি,
শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

কুমার আদিত্য নারায়ণ, চতুর্থ শ্রেণি, হাইটেক ইন্টারন্যাশনাল স্মার্ট স্কুল, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার।

অর্চিশা রায়, দ্বিতীয় শ্রেণি,
কুচলিবাড়ি রয়্যাল অ্যাকাডেমি, কোচবিহার।

দিশান দাস, ষষ্ঠ শ্রেণি, কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী হাইস্কুল।

মার্কেজের অনন্য শেষ ওয়ালজ

কিংশুক বন্দ্যোপাধ্যায়

শুক্রবার, ১৬ অগাস্টের বেলা ৩টের ফেরিতে দ্বীপে ফিরে এল সে।' পরনে চেককাটা শার্ট আর জিনস। পায়ে মোজাহীন জুতো। হাতে ছোট ছাতা হ্যান্ডব্যাগ আর সবেধন নীলমণি একটা বিচব্যাগ। ফেরিঘাটে ট্যাক্সির দল দাঁড়িয়েই ছিল। তারই মধ্যে সমুদ্রের লোনা হাওয়ায় মরচে ধরা একটাতে চড়ে বসল সে। ড্রাইভার হাসিমুখেই গাড়ির দরজা খুলে দিল। গাড়ি চলল নারকেল গাছের পাতার ছাউনি দেওয়া সার সার মাটির বাড়ির এক ভগ্নপ্রায় গ্রামের মধ্য দিয়ে। সেখানে রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে শুয়োরের পাল, রাস্তা জুড়ে চলছে বাচ্চাদের মাতাদোর খেলা। এসব পাশ কাটিয়ে গাড়ি চলল। গ্রামের শেষে চোখজুড়ানো রাস্তা। সমুদ্র আর উপহ্রদের মাঝে একের পর এক পর্যটকদের হোটেল আর বিচ। অবশেষে গাড়ি এসে থামল এক জীর্ণ হোটেলের সামনে। শুরু হল বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (যাকে বিশ্ব গাবো নামেও চেনে)-এর শেষ উপন্যাস 'আনটিল অগাস্ট।' মধ্যবয়সি আনা ম্যাগদালিনা বাখ এই কাহিনীর মূল চরিত্র। তারই জীবনের ক'টা বছরের কাহিনী এটা। বা বলা যায় আনার জীবনের গোপন রহস্যের এক কাহিনী এটা যেটা প্রবলভাবে তাকে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখে ঠেলে দিয়েছে।''

কী সেই কাহিনী? সংক্ষেপে হল এরকম-

আনার পরিবার-পরিজনরা জানে যে আনা প্রতিবছর ১৬ অগাস্ট মূল ভূখণ্ড থেকে ফেরি করে যায় এক দ্বীপে, তার মায়ের সমাধিতে ফুল দিতে, ফেরে পরদিন। অন্যদিকে দ্বীপে কাটানো এই একটা রাতে আনা মুক্ত বিহঙ্গ। ২৭ বছরের বৈবাহিক জীবন, স্বামী, ছেলে, মেয়ে থেকে যেন সে মুক্ত। এই রাতে তাই এই বছর ৪৬-এর নারী নিজের গোপন বাসনা পূরণ করতে, যা কিছু নিষিদ্ধ তা পরখ করে দেখতে চায়। প্রতি বছর এই রাতে সে গোপন অভিসারে জড়িয়ে পড়ে নিত্যনতুন পুরুষের সঙ্গে। এটাই তার অজানার হাতছানিতে সাড়া দেওয়া। কিন্তু সেই নিশিসঙ্গীর পরিচয় সে জানতে চায় না। তার গোপন অভিসার হারিয়ে যায় দ্বীপের গভীর রাতের ঝোড়ো লোনা হাওয়ায়।

কিন্তু কয়েকবার নিশিবাসরের পর আনা বুঝতে পারে সে পালটেয়ে যাচ্ছে। কিছু গোপন ক্ষত তাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। তার পরিচিত পরিবেশের সঙ্গেই সে আর কিছুতেই মানাতে পারছে না। এইরকম মানসিক দোলাচলে যখন আনা রয়েছে তখন আরেক ১৬ অগাস্ট দ্বীপে গিয়ে মায়ের সমাধিতে সে এমন এক সত্যের মুখোমুখি হয়, যাতে তার কাছে বাৎসরিক এই দ্বীপযাত্রাটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। শেষ দৃশ্যে দ্বীপের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে আনা বাড়ি ফিরে আসে এপ্রিলে মার্কেজের দশম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রকাশিত এই কাহিনী নিয়েই আপাতত বিশ্ব সাহিত্যমহলে তোলপাড় চলছে। প্রথম কারণ অবশ্যই সেটার গাবোর লেখা বলে। আবার এও সত্য গাবোর জন্যও বিতর্ক হচ্ছে। একটু বুঝিয়ে বলা যাক।

মার্কেজ ২০১৪ সালের ১৭ এপ্রিল ৮৭ বছর বয়সে মেক্সিকো সিটিতে প্রয়াত হন। সেই হিসাবে তাঁর প্রয়াণের পরে এটি দ্বিতীয় বই (১৯৫০ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত সাংবাদিক হিসাবে মার্কেজের অর্ধশত প্রতিবেদন সংকলিত ২০১৯ সালে 'দ্য স্ক্যান্ডাল অফ দ্য সেঞ্চুরি অ্যান্ড আদার রাইটিংস' প্রকাশিত হয়েছিল) হলেও মরণোত্তর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস।

২০২৪-এ এসে 'আনটিল অগাস্ট' (যার স্প্যানিশ নাম এন অগস্তো নস ভেমোস) ছাপাখানার আলো দেখলেও এই কাহিনী আদতে সিকি দশক পুরোনো। ১৯৯৯ সালের ২১ মার্চ স্প্যানিশ সংবাদপত্র এল পাইস-এ সাংবাদিক রোজা মোরার স্কুপ নিউজে জানানো হয়, নোবেলজয়ী সাহিত্যিক মার্কেজ পাঁচটা গল্প লিখছেন। গল্পগুলো আবর্তিত হয়েছে আনা ম্যাগদালিনা বাখ নামে এক মাঝবয়সি মহিলাকে কেন্দ্র করে। প্রথম গল্প এন অগস্তো নস ভেমোস'র অনুবাদ 'মিটিং ইন অগাস্ট নামে' ওই বছর নিউ ইয়র্কের পত্রিকাতে ছাপাও হয়। শুধু তাই নয়, গল্পটা এক সাহিত্যসভায় পড়েও শোনান মার্কেজ। সেখানে আবার উপস্থিত ছিলেন আরেক নোবেলজয়ী পর্তুগিজ লেখক হোসে সারামাগো। ঠিক হয় মার্কেজ শ-দেড়েক পাতার কাহিনী লিখবেন প্রথম গল্পের সঙ্গে বাকি চারটেকে জুড়ে।

কিন্তু ঘটনার পরম্পরায় তা হয়নি। লেখক এরপর ব্যস্ত হয়ে পড়েন তাঁর স্মৃতিকথা 'লিভিং টু টেল দ্য টেল' লিখতে। ২০০২ সালের ৯ জুন তা শেষ হয়। সেটা শেষ করে ধরেন 'এলা' নামে এক কাহিনী যা পরে ২০০৫ সালে 'মেমোরিয়া দে মিস পুতাস ত্রিস্তে' নামে প্রকাশিত হয়। মার্কেজের জীবিত অবস্থায় তাঁর এই শেষ উপন্যাস এডিথ গ্রসমান ইংরেজিতে অনুবাদ করেন 'মেমোরিজ অফ মাই মেলাঙ্কোলি হোরস' নামে।

মার্কেজের দুই ছেলে রডরিগো আর গঞ্জালো গার্সিয়া বার্চা জানাচ্ছেন, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মার্কেজের স্মৃতিভ্রংশ হতে শুরু করে। ছেলেদের মার্কেজ বলেন, 'এতকাল স্মৃতিশক্তিই ছিল আমার লেখার মূল সোর্স মেটেরিয়াল। ওটা ছাড়া কিছুই নেই।' নিজের লেখার ব্যাপারে বরাবরই খুঁতখুঁতে ছিলেন গাবো। তাই 'আনটিল অগাস্ট' কাহিনীটা পাঁচ রকম করে লেখেন। এমনকি ২০০৪ সালে পঞ্চমটিতে 'ওকে'ও লেখেন। কিন্তু ৭৭ বছর বয়সে ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশের গ্রাসে পড়তে থাকা লেখক 'আনটিল অগাস্ট' নিয়ে খুশি হতে পারেননি। দগ্ধহীন ভাষায় ছেলেদের তিনি বলেন, 'এই বইটা কিস্যু হয়নি। এটা নষ্ট করতে হবে।'

ছেলেরা যে সেই পথে হাঁটেননি তাতো বলাই বাহুল্য। বাবার কথা না শোনার কারণ ব্যাখা করে মার্কেজের ছেলেরা লিখছেন, 'স্মৃতিভ্রংশ যেমন তাঁকে কাহিনী শেষ করতে দেয়নি তেমনি লেখার উৎকৃষ্টতা বিচার করতে দেয়নি। তাই তাঁর পাঠকদের কথা মাথায় রেখে আমরা তাঁর শেষ ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বইটা প্রকাশ করলাম। যদি পাঠকদের ভালো লাগে তাহলে গাবো নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।'

বিতর্ক বেঁধেছে এখানেই। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, তাহলে কি মৃতর শেষ ইচ্ছার কোনও দাম নেই? কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে মৃতের ইচ্ছা অমান্য করে লেখা প্রকাশের ঘটনা বিরল নয়। ১৯২৪ সালে যক্ষ্মায় মাত্র ৪০ বছর বয়সে মৃত্যুর আগে চেক ইহুদি লেখক ফ্র্যাঞ্জ কাফকা তো তাঁর বন্ধু তথা এজেন্ট ম্যাক্স ব্রডকে বলেই গিয়েছিলেন তাঁর সব লেখা, ডায়েরি, নোটবুক, চিঠি, আঁকা নষ্ট করে ফেলতে। (শোনা যায় জীবিতকালেই কাফকা তাঁর ৯০ ভাগ লেখা নষ্ট করে ফেলেছিলেন) সত্যি বলতে কি বিশ্বসাহিত্য কৃতজ্ঞ যে ব্রড তাঁর বন্ধুর কথা শোনেননি। তাই 'তো 'দ্য ট্রায়াল', 'দ্য কাসল', 'আমেরিকা'-র মতো কাহিনী পড়তে পারা গিয়েছে।

তবে কাফকার মতোই অন্তর্মুখী ছিলেন মার্কেজও। তাঁর জীবনীকার জেরাল্ড মার্টিন তাঁর 'গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ-আ লাইফ' বইতে লিখেছেন বিয়ের আগে স্ত্রী মার্সিডিস বার্চাকে লেখা সব চিঠি, (যা প্রায় সাড়ে ছ'শো পাতার) বিয়ের পর গাবো নষ্ট করেন 'পাছে অন্য কেউ পড়ে'। তখন কিন্তু এই কলম্বিয়ান সাংবাদিককে কেউই চিনত না।

এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়। মার্কেজের কাহিনীতে নারী চরিত্ররা শক্তিশালী হলেও তাঁদেরকে কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি খুব কমই করেছেন। ১৯৫০ সালে তাঁর ছোটগল্প 'দ্য উওম্যান হু কেম অ্যাট সিক্সও ক্লক'-এ কুইন নামে এক গণিকাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করেছিলেন। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'লাভ ইন দ্য টাইম অফ কলেরাতে ফার্মিনা ডাজাকে অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র করেন। কিন্তু লেখক জীবনের সায়াহ্নে এসে 'আনটিল অগাস্ট'-এ আনাকে মুখ্য চরিত্র করলেন। সেদিক থেকেও মার্কেজের এই কাহিনী আরেক উত্তরণ।

'আনটিল অগাস্ট' শুরু হচ্ছে আনার ফেরি করে দ্বীপে আসা দিয়ে। অর্থাৎ কোনও ঘটনাকে সামনে রেখে কাহিনী এগোচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে যতই স্মৃতিভ্রংশের শিকার হোন না কেন, গাবোর সাংবাদিক সত্তা পুরোমাত্রায় সজীব ছিল।

অনেকের মতে, 'দুর্বল কাহিনীবিন্যাসের জন্য আনটিল অগাস্ট' গাবোর অন্য লেখাগুলোর সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্য নয়। কিন্তু অন্য অনেকের মতে, কোনও মহান শিল্পীর শেষ রেখাতেও রয়ে যায় তাঁর প্রতিভার ঝলক। তাই গাবোর শব্দের 'শেষ ওয়ালজ'-এর আমেজ পেতে বিশ্ব আনার সঙ্গে ফেরিতে উঠবে বলে মনে হয়।

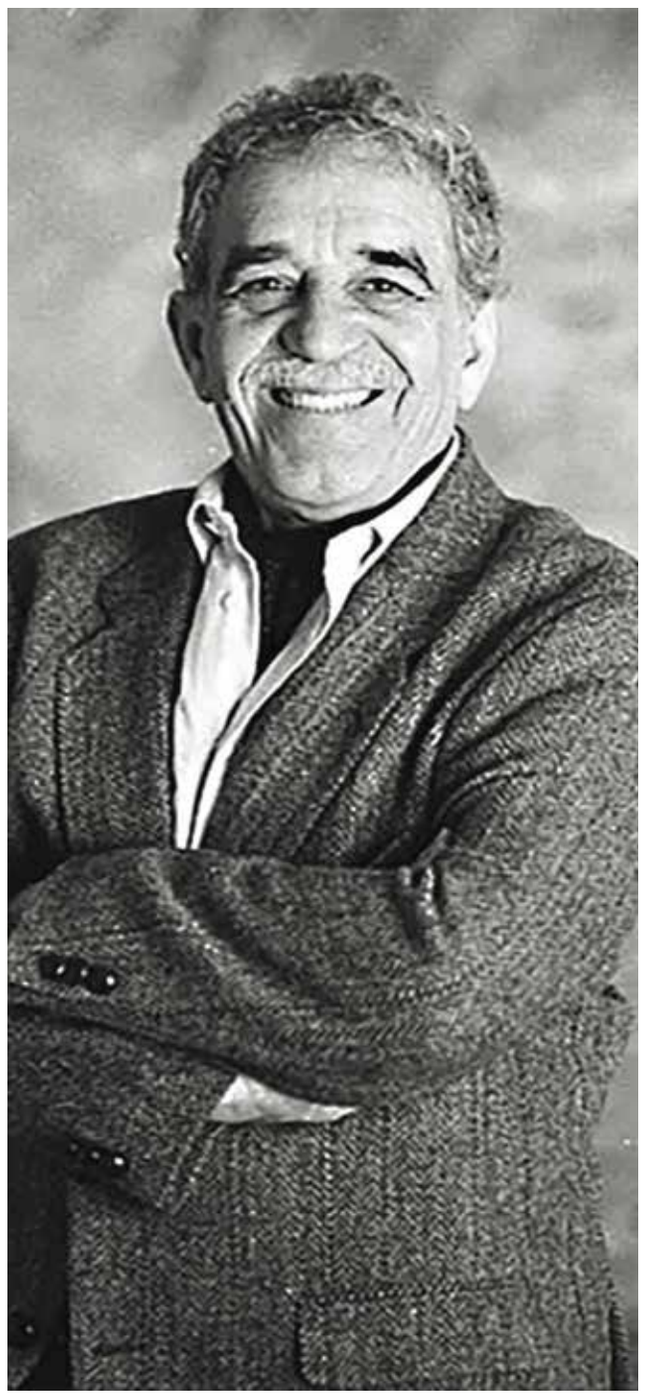

নিবন্ধ

২০২৪-এ এসে 'আনটিল অগাস্ট' (যার স্প্যানিশ নাম এন অগস্তো নস ভেমোস) ছাপাখানার আলো দেখলেও এই কাহিনী আদতে সিকি দশক পুরোনো।

সপ্তাহের সেরা ছবি

মধ্যমণি।। *হংকংয়ের এক উৎসবে শোভাযাত্রায় শামিল খুদে। - এএফপি*

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

২৫ বছর প্রেমের পর বিয়ে

একাধিক গণ আন্দোলনে তাঁরা একসঙ্গে পা মিলিয়েছেন। কিন্তু জীবনসঙ্গী হতে সময় লেগে গেল ২৫ বছরের বেশি। ৫৪ বছর বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন জি সুধা এবং মোহনকুমার জে। ঘটনাটি বেঙ্গালুরুর। তাঁদের প্রথম দেখা সেই ১৯৯৫ সালে। সুধার নেতৃত্ব দেওয়ার অসামান্য দক্ষতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন মোহন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের এবং সুধা ক্ষেত্রীয় মারাঠা। ফলে মোহনের পরিবার এবং সমাজের একাংশ থেকে আপত্তি উঠেছিল। সেইসঙ্গে গণ আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে বিয়েটা আর করা হয়ে ওঠেনি। শেষমেশ তাঁদের বৃদ্ধা মায়ের জোরাজুরিতে সম্প্রতি তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

পাশের বাড়িতে ২৬ বছর

১৯ বছর বয়সে নিখোঁজ হয়েছিলেন আলজিরিয়ার ওমর বি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তাঁর পরিবার ধরেই নিয়েছিল, হয় তাঁকে অপহরণ করা হয়েছে নয়তো হত্যা করা হয়েছে। অবশেষে তাঁকে ২৬ বছর পর পাওয়া গেল, তাঁরই প্রতিবেশীর বাড়িতে। ১৯৯৮ সালে আলজিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলাকালে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৪৫ বছর।

৮৩ বছর বয়সে ডক্টরেট

হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮৩ বছর বয়সে ডক্টরেট হলেন মেরি এ ফাওলার। এর আগে তিনি ম্যাপল স্প্রিংস ব্যাপিস্ট বাইবেল কলেজ অ্যান্ড সেমিনারি থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং দুটি মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি কখনও ভাবিনি যে, আমি একটা সিমেস্টারও শেষ করতে পারব। সেই ১৯৫৯ সালে স্কুল ছেড়েছি।'

রংদার রোববারের জন্য গল্প (১৫০০ শব্দ), নিবন্ধের (৮০০ শব্দ) পাশাপাশি ফুড ব্লগ (৬০০ শব্দ), ট্রাভেল ব্লগ (৬০০ শব্দ) ও কবিতা পাঠান। লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে ওয়ার্ড ফাইলে। ই মেল—ubsrobbar@gmail.com.

কবিতা

অবেইমান
সুনন্দ অধিকারী

অনেক অনেক কবিতা রয়ে গেল
যারা কোনওদিনও মুখ দেখবে না আলোর।
সকালের নেট প্র্যাকটিসটাও আসলে
টেস্ট ম্যাচেরই অঙ্গ,
ভুলে গেলেই সেটা মারাত্মক!

ছেলেকে বললাম
'আমি চলে গেলে আমার সঙ্গে
আমার কবিতাভরা ডায়েরিগুলোও তুলে
দিস চিতায় –
তাতে পরিষ্কার হবে জঞ্জাল বাড়ির
আর কিছু না হোক।'

তবে এও সত্যি
অকবিতারাও বেইমানি করেনি
জয়ে পরাজয়ে পাওয়া হারানো সাফল্য
ব্যর্থতায়।

স্বার্থ
তপন বসাক

অচেনা ভিড়ে,
আমি ছুড়ে দিই প্রতিশ্রুতি
ন্যায় নীতির তোয়াক্কা করি না
পাখিদের মতো করে ঘুরে বেড়াই,
রাজপথ থেকে শহর
শহর থেকে গ্রাম।
ভোজনে মহা সংযোজন
অসাবধানতায় ক্যামেরায় ধরা পড়ে,
রৌদ্রে শুকোতে দেয়া ওদের ছেঁড়া কাঁথা।

কৃষ্ণচূড়া
মাধবী দাস

হে কৃষ্ণচূড়া, হে অনিরুদ্ধ-
তোমাদের জয় হোক !
আকন্দের সঙ্গে রক্তকরবীর
কুর্চির সঙ্গে মাধবীলতার
শব্দের সঙ্গে অক্ষরের
বাণীর সঙ্গে নীরবতার
এই অসমান সংগ্রামে জয়ী হও!

যদি আগুন ছড়াবার অধিকার
ফিরে পাও,
কফিনে নিদ্রিত সব প্রেম; জেগে
উঠবেই
অর্ধবিস্ফুরিত ঠোঁট, কেঁপে
উঠবেই...

ক্যামেলিয়া কিংবা
রডোডেনড্রনের পাপড়িতে
ধর্ম নয়, রাজনীতি নয়,
লক্ষ লক্ষ স্বপ্ন লুকানো আছে।
স্বপ্নের চাবি লুকানো আছে।

হে কৃষ্ণচূড়া কথা কও, কথা।
কথায় ছড়িয়ে পড়ুক ভালোবাসা...

ভালোবাসার কবিতা
প্রবীর ঘোষ রায়

হঠাৎ আলোর ডাকে জেগে ওঠা কাকভোরে আমি
কত পথ পার হয়ে তোমার দুয়ারে এসে থামি।
স্মৃতির আঙুলগুলো উঠোনের আলপনা আঁকে
ভগবান জানে আমি কত ভালোবেসেছি তোমাকে।
শ্রাবণ-দুপুর জুড়ে বৃষ্টির রিমঝিম গান
বিকেলের ফুটবল-মাঠে নেমে আসে ভেজা আসমান
পায়ে পায়ে ঘোরে বল, গোলপোস্ট মেঘে ঢেকে থাকে
ভগবান জানে আমি কত ভালোবেসেছি তোমাকে।

আবার শরৎ আসে শিউলি, শিশির-ভেজা কাশে
অকাল-বোধন হয়, গাঙচিল ডানা মেলে ভাসে
সন্ধির শতদীপ-আলো বিবর্ণ দালানের ফাঁকে
ভগবান জানে আমি কত ভালোবেসেছি তোমাকে।

কত পাতা ঝরে গেছে আমাদের হেমন্তে শীতে
কত গোধূলির আলো আমাদের দেখেছে নিভৃতে
জীবন হারায় সব রূপকথা কথকতাকে
ভগবান জানে আমি কত ভালোবেসেছি তোমাকে।

একবার ফিরে এসো, একবার হাতে রাখো হাত
আবার গল্পে দিন, গানে গানে কেটে যাক রাত
চেনা গাছ ছায়া দিক অচেনা পথের বাঁকে বাঁকে
তুমি তো জানোই তুমি কত ভালোবেসেছ আমাকে।

যেন একদিন এই যুদ্ধ থেমে যায়
তন্ময় চক্রবর্তী

গুলি খাওয়া বুনো হাঁস
ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল।
সন্ধে নামছে। সৈনিকেরা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।
লোকটিও দম বন্ধ করে আছে ভয়ে।

দূরে, অন্ধকারে একজোড়া চোখ দেখছিল এইসব।
আমরাও কান খাড়া করে চোখ বন্ধ করে আছি
শুধু একটি গুলির শব্দ শোনার জন্য।

সিনেমাওয়ালা এমন দৃশ্য বানাতে জানে।
যুদ্ধের দেশে সাংবাদিক এ দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে যায়।
এ ছবি দেখানো হয় শান্তি চুক্তি বৈঠকে।
তারপর একদিন ছাপা হয়। চলে আসে ঝকঝকে মলাটে।

মৃদু আলোতে বসে
কবি ভাবে সেই লোকটির কথা
যে বুনো হাঁসের ডানার রক্ত মুছে দিতে চেয়েছিল

চাঁদ অধিবাস
দীপান্বিতা রায় সরকার

যে দিন ভার হীন হবে বুক।
দ্বাদশীর ঢেকে থাকা চাঁদ অধিবাস।

ফের একবার নত হবো,
সৈকত সন্ধানে একা হবো।
বহুদিন ছোঁয়া হীন উপকূল যার।

দ্বাদশীতে জেগে থাকা চাঁদ ছিল তার।

বাকলের মতো চ্যুতি বিচ্যুতি,
দর্পণে প্রকটিত কার তুমি শোক?

যে বার প্রবাহিত হবো,
স্বখাত সলিলের রেখা হবো।

গতিময় ধারা নিয়ে স্থির পরবাস।
দ্বাদশীর জেগে থাকা চাঁদ অধিবাস।

চিতাভস্ম
তন্ময় দেব

যন্ত্রণার ভার কার?
দেহ নাকি আত্মার?
এই কথা বলে উচ্ছল জলধারা
নেমে গেলো সমতলের দিকে।
তিনি একবার অর্ধোন্মিলিত দৃষ্টিতে
গতিপথ জরিপ করে নিয়ে ফের মগ্ন
হলেন আপন জগতে

জলধারাকে ঘিরে বেড়ে উঠল সভ্যতা,
সমাজ, মুহূর্ত আর ইতিহাস...
অগুনতি প্রাণ ভেসে এলো সময়ের স্রোতে।
ডুবেও গেলো ফের

জলধারা দেখল, সব ফেলে রেখে তিনি শুধু
ছাইটুকু তুলে নিয়ে সারা গায়ে মাখলেন।
সব যন্ত্রণা নিয়ে দেহ ও আত্মা মিশে গেল
মহাকালে

ছোট তারা ★

কদমতলার বিএসএফ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী তৃণাঞ্জনা দাস নাচতে ভালোবাসে। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতেছে।

বিশ্ব সংগ্রহশালা দিবস

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : নানা শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে পালিত হল আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবস। শনিবার এজন্য কেন্দ্রের ২৫ বছরের ইতিহাস তুলে ধরে একটি মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন দেখানো হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান বিষয়ক একটি প্রতিযোগিতাও। ছিল কুইজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও। উপস্থিত ছিলেন বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের অধ্যক্ষ কাকলি দাস, বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস, শিক্ষাধিকারিক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু প্রমুখ।

First Time in Siliguri ....
dabbawali
DELIVERING HAPPINESS
We are Proud to Launch
NEW CLOUD KITCHEN
TOTAL 3 CLOUD KITCHEN TO SERVE MORE
Have you Ordered more than 10 times ??
Get Special Privilege Card*
FREE DELIVERY
ON ANY NUMBER OF ORDER
* More Offers to Come across Siliguri
SPECIAL OFFER FOR TOMORROW
Get Extra
Sweet & Curd
with Each Order for FREE.

OFFICE LUNCH MENU

FRIED RICE COMBO	REGULAR	FRIED RICE	ALUDAM			SALAD		RS. 65/-
		FRIED RICE	DIM KASHA			SALAD		RS. 70/-
		FRIED RICE	PANEER MASALA			SALAD		RS. 75/-
		FRIED RICE	CHICKEN MASALA			SALAD		RS. 85/-
	LARGE	FRIED RICE	ALUDAM	ALUDAM	CHATNI	SALAD		RS. 85/-
		FRIED RICE	DIM KASHA	ALUDAM	CHATNI	SALAD		RS. 90/-
		FRIED RICE	PANEER MASALA	ALUDAM	CHATNI	SALAD		RS. 95/-
		FRIED RICE	CHICKEN MASALA	ALUDAM	CHATNI	SALAD		RS. 105/-
PLAIN RICE COMBO	REGULAR	PLAIN RICE	ALUDAM			SALAD	DAAL	RS. 65/-
		PLAIN RICE	DIM KASHA			SALAD	DAAL	RS. 70/-
		PLAIN RICE	PANEER MASALA			SALAD	DAAL	RS. 75/-
		PLAIN RICE	CHICKEN MASALA			SALAD	DAAL	RS. 85/-
	LARGE	PLAIN RICE	ALUDAM	ALUDAM	CHATNI	SALAD	DAAL	RS. 85/-
		PLAIN RICE	DIM KASHA	ALUDAM	CHATNI	SALAD	DAAL	RS. 90/-
		PLAIN RICE	PANEER MASALA	ALUDAM	CHATNI	SALAD	DAAL	RS. 95/-
		PLAIN RICE	CHICKEN MASALA	ALUDAM	CHATNI	SALAD	DAAL	RS. 105/-
		PLAIN RICE	FISH CURRY	ALUDAM	CHATNI	SALAD	DAAL	RS. 110/-
EXTRA			ALUDAM					RS. 15/-
			DIM KASHA					RS. 20/-
			PANEER MASALA					RS. 25/-
			CHICKEN MASALA					RS. 30/-
			CURD					RS. 20/-

FREE DELIVERY ON 5 AND ABOVE ORDER
1 - 4 ORDER : + DELIVERY CHARGE RS.10 EACH
* Acceptance of Order Subject to Availability
SUNDAY CLOSED
Call / Whatsapp : 8695522191

CONSISTENT HONEST HARDWORK
CLASS XII TOPPERS
97% RESULT
DARJEELING PUBLIC SCHOOL
DEBOTTRY GANGULY, SHIVANGINI GUPTA, SIRADRI BASU KHAUND, SHAURYA AGARWAL, MANSURA BEGAM, ARFIA RAHAMAN, SAHITYA KUMBHAKAR
ANISH AGARWAL, INZAMAMUL HAQUE, AANUSHKA SAHA, MD. MAUJEN RIYAZ, RITABRATA BASAK, ANUPRAS ACHARJEE, DEBALEENA SINGHA
NISHANT RAJVANSHI, EMON ROY, PRAYASHI GHOSH, RAJONNA MITRA, RAKSHITA AGARWAL, RAJ AGARWAL, KULSUM KHATUN
schooldarjeelingpublic@gmail.com www.darjeelingpublicschool.in
90647-95034 / 78640-05237 / 70290-95802

আর কোথাও নয়–জলপাইমোড়ে
জলপাই মোড়ে সেই পুরোনো
আসল
৩৩তম
বৈশাখী মেলা
২০২৪
SPECIAL ATTRACTION RANGER RIDE
33rd Baisakhi Siliguri Mela 2024
Organised by : M.K. Enterprise
JALPAI MORE SILIGURI
চলিতেছে
গাড়ি রাখার সুবন্দোবস্ত আছে

SIP
এর মাধ্যমে
প্রতিমাসে
সঞ্চয় করুন।
PRABIN AGARWAL
Empowering Investments
CALL-9647855333
National Commerce House (2nd Floor), Church Road, Siliguri-734001
AMFI Registered Mutual fund Distributor
Mutual Fund investments are subject to market risk. Read all the scheme related documents carefully.

INDIA'S FINEST EXPERTS NOW AT SILIGURI
MEDICOVER HOSPITALS
HYDERABAD
Suraksha Clinic & Diagnostics
Dr. Kaitepalli Raja Shekar
MBBS, MS (Osmania), M.Ch (NIMS)
Consultant Neurosurgeon
Date: 23rd May 2024
Time: 10:30am - 7:00pm
Dr. Moka Praneeth
MD Medicine (AIIMS),
DM Gastroenterology & Hepatology (AIIMS)
Consultant Gastroenterology & Hepatology,
Therapeutic Endoscopist
Date: 25th May 2024
Time: 11:00am - 7:00pm
Venue: Suraksha Diagnostics, Premises Number H/685/N, Ward Number 13, Udham Singh Sarani Rd, Siliguri, West Bengal - 734001
6289701906 / 9800190000
24/7 Helpline: 040 6833 4455

D.A.V. SCHOOL SILIGURI
ESTD. 1996
DAV SCHOOL SILIGURI
CONGRATULATIONS
100% BOARD RESULT
The Management, Principal & Staff Congratulate All The Achievers of Class X & XII CBSE Board Examinations

TOPPERS CLASS XII
ROHAN PAL BANIK 96% Sc
JASWANT SINGH JAMWAL 96% Sc
KANISHK JHA 96% Com
PRAPTI MANDAL 95.6% Hum
PURBASHA ROY 95.6% Sc

Achievers Scoring 90% and above
SREEJITA BASU 94.8% HUM
ARCHITA PAUL 94.2% Hum
AYOUSHI DEY 94.2% Sc
SUMIT DAS 94% Sc
SANIYA KUMARI 93.8% Hum
ROOPSHA MANDAL 93.2% Sc
SAYAN SEN 93.2% Sc
SREERUPA BHANDARI 92.6% Sc
MOUSAMI RAJAK 92.4% Hum
KONINIKA SAHA 92.2% Com
SHREYA DUTTA 92% Hum
URSHITA BISWAS 92% Sc
ANJESH KUMAR ROY 91.8% Sc
PRINCE RAI 91.8% Sc
SHUBHANGI KUMARI 91.8% Sc
PALLABI PRASAD 91.6% Hum
PRAVEEN MUNDHRA 91.6% Sc
BIPASHA DUTTA 91.2% Hum
HRISHITA MANDAL 91% Sc
NIBANDH GARODIA 91% Com
KAJAL NAHAR 90.6% Sc
TUHIN SAHA 90.6% Sc
AKLESH KUMAR SAHA 90.4% Com
ARPIT DAS 90% Com
PRATIVA CHANDA 90% Com
SNEHA SAHA 90% Hum
SUMIT CHANDRA PAUL 90% Com
TRITISHA BARMAN 90% Com

CLASS XII
Total Number of Students appeared - 235
Number of Students got 90% & above - 33
Number of Students got 80% to 90% - 97
Number of Students got Distinction - 122

TOPPERS CLASS X
NANDISH KUMAR PAUL 96%
NAMAN SHARMA 95.6%
ANANYA SINGH 94.6%

Achievers Scoring 90% and above
SRIJA DAS 94.2%
DEBOPAM DUTTA 94%
LAXHYAJIT KUMAR BOSE 94%
RISHI KUMAR SAHA 94%
HARSHITA SRIVASTAVA 93.8%
ISHAN MANDHWAR 93.8%
PALAK KUMARI 93.8%
SRIJAN MAITI 93.8%
SRISH CHAKRABORTY 93.8%
ANIMISHA DEB 93.2%
ISHA SINHA 93.2%
KAVYA SRIVASTAVA 93%
VARSHA KUMARI 93%
KRISH KUMAR 91.4%
ANUBRATA BHATTACHARJEE 90.2%
DEBOLINA BASU 90.2%
RASHMI AGIWAL 90.2%
SHREYANSH GHOSH 90%
SHREYA GUPTA 90%

CLASS X
Total Number of Students appeared - 79
Number of Students got 90% & above - 22
Number of Students got 80% to 90% - 33
Number of Students got Distinction - 50

A : Near Mahananda Barrage Project, Fulbari - 734015 E : davsiliguri_hm@yahoo.co.in W : www.davsiliguri.com T : 8101913101 / 102 / 103

৩০ বছর বয়সে যে ভুল কখনও করবেন না

প্রবীণ আগরওয়াল

জীবনে আর্থিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। এই কাজ একেবারে কঠিন তা নয়। শুধু কয়েকটি ভুল করা এড়িয়ে চলতে হবে। আপনার বয়স যদি ৩০-এর কোঠায় হয় এবং আপনি তা মেনে চলেন তবে সহজেই তা করা যাবে। নচেৎ ৪০-এর কোঠায় আপনার উদ্বেগ বাড়বে আর বয়স ৫০ পেরোলে আপনাকে তা সমস্যায় ফেলতে পারে। যে ভুলগুলি এড়িয়ে যেতে হবে-

অবসরের পরিকল্পনা না করা

অবসর পরিকল্পনায় ভুল করলে বয়সকালে আপনাকেই ভুগতে হবে। সেই সময়ে আর্থিক সংকটে পড়বেন আপনি। যত শীঘ্র এই কাজ শুরু করবেন, তত বেশি সময় পাবেন। আর আপনার সঞ্চয়ও তত বেশি পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে পারবেন।

বাড়ি কিনতে অতিরিক্ত খরচ করা

সবার স্বপ্ন থাকে নিজের জন্য সুন্দর একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট। তবে ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ করলে সমস্যায় পড়তে হবে আপনাকে। বাড়ি বা ফ্ল্যাটের জন্য বড় অঙ্কের ইএমআই দিলে আপনার আর্থিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

সন্তানের জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচ করা

যে কোনও বাবা-মা তাঁদের সন্তানের জন্য সাধ্যের বাইরে গিয়ে খরচ করেন। যেমন দামি খেলনা, নামী ব্র্যান্ডের পোশাক সহ নানা সামগ্রী। এতে হয়তো আপনার সন্তানকে সাময়িক খুশি করা যায়। তবে এর থেকেও জরুরি আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়।

একক আয়ে ভরসা রাখা

বর্তমান অর্থনীতি সব সময়ে অনিশ্চিত। তাই কর্মজীবনেও একশো শতাংশ নিরাপত্তা আশা করা ঠিক নয়। আপনি আপনার চাকরি বা ব্যবসা নিয়ে খুশি হলেও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মাথায় রেখে বিকল্প আয়ের পথ খোলা রাখতে হবে। প্রয়োজনে নিজেকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

একসঙ্গে একাধিক ঋণ নেওয়া

এই বয়সে ঋণের অফার আপনাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করবে। তবে তা এড়িয়ে চলতে হবে। হয়তো আয় অনুযায়ী দু'তিনটি ইএমআই একসঙ্গে আপনি দিতে পারছেন, কিন্তু তার জন্য আপনাকে বড় অঙ্কের সুদও দিতে হচ্ছে। তাই একান্ত প্রয়োজন না হলে একাধিক ঋণ নেওয়া এড়িয়ে চলতে হবে।

পুরোনো অ্যাসেটে বাড়তি খরচ করা

ধরুন আপনার একটি পুরোনো গাড়ি আছে। সেই গাড়ি মেরামত করে চালানোর জন্য আপনি অতিরিক্ত অর্থ খরচ করছেন। এই ভুল করা যাবে না। বাস্তবতা মেনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো যাবে।

ক্রেডিট কার্ডের অতিরিক্ত ব্যবহার

ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার দিন-দিন বাড়ছে। ক্রেডিট কার্ড সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবহার না করলে অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়বে। ক্রেডিট কার্ড থাকলে অপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাও বেড়ে যায়। মাথায় রাখতে হবে এই বিষয়টিকেও।

বিনিয়োগে বৈচিত্র্য না থাকা

সঞ্চিত অর্থ পরিকল্পনামাফিক বিনিয়োগ না করলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নিজেদের আর্থিক লক্ষ্য স্থির করার পর সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সব অর্থ কখনোই কোনও একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা উচিত নয়।

পরিশেষে মনে রাখতে হবে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। ওপরের ভুল শুধরে নিয়ে সঠিক পরিকল্পনায় আপনার সঞ্চয় বিনিয়োগ করলে তবেই ভবিষ্যৎ নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে।

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর)

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : বাজাজ হোল্ডিংস

● **সেক্টর :** এনবিএফসি ● **বর্তমান মূল্য :** ৮২৮০ ● **এক বছর সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ৬২৭৯/৯৩৪৮ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৯২১৫০ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৪৬২২ ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **পিই রেশিও :** ১২.৬৮ ● **ইপিএস :** ৬৫২ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ১.৪৯ ● **১ বছরে রিটার্ন :** ৩০.৮২ শতাংশ ● **৩ বছরে রিটার্ন :** ১২৯.৯৮ শতাংশ ● **ডেট টু ইকুইটি :** ০ শতাংশ ● **রিটার্ন অন ইকুইটি :** ১৩.৪ শতাংশ ● **প্রাইস টু বুক :** ১.৬৯ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১০৫০০

একনজরে

■ ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের চতুর্থ কোয়ার্টারে সংস্থার নিট মুনাফ ১৬৩৬.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিট মুনাফার পাশাপাশি বেড়েছে আয়ও।

■ সংস্থার কোয়ার্টারলি অপারেটিং প্রফিট বেড়ে ১১৭৬.৭ কোটি টাকা হয়েছে। প্রফিট মার্জিন বেড়ে ৯৭.১ শতাংশ হয়েছে।

■ সিএজিআর ১৯.০ শতাংশ অর্থাৎ নিট মুনাফা লাগাতার বাড়ছে। গত তিন বছর ধারাবাহিকভাবে মুনাফা বাড়িয়ে চলেছে সংস্থাটি।

■ এই সেক্টরে যুক্ত সংস্থাগুলির পিই রেশিও ৮৫.৬৪ হলেও বাজাজ হোল্ডিংসের পিই মাত্র ১২.৬৮। অর্থাৎ শেয়ারদর অনেকটাই কম রয়েছে।

■ সংস্থার প্রোমোটারের হাতে ৫১.৪৬ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। বিদেশি আর্থিক সংস্থা এবং দেশের মিউচুয়াল ফান্ডগুলির হাতে রয়েছে যথাক্রমে ১১.৫৪ শতাংশ এবং ৪.৮১ শতাংশ শেয়ার।

■ দেশের প্রথম ১০০টি সংস্থার মধ্যে নিজের জায়গা মজবুত করেছে এই সংস্থা।

■ বিএসই ১০০ এবং নিফটি ১০০ সূচকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাজাজ হোল্ডিংস।

■ হাতে নগদ বেশি থাকায় এবং ঋণ না থাকায় আগামীদিনে ব্যবসার বিস্তারে বাড়তি সুবিধা পাবে বাজাজ হোল্ডিংস।

■ শেয়ারখান সহ দেশের একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ারে লগ্নির পরামর্শ দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা পতনের ধাক্কা কাটিয়ে ফের ছন্দে ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজার। পাঁচদিনের লেনদেন এবং শনিবারের বিশেষ লেনদেনের পর সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৭৪০০৫.৯৪ পয়েন্টে। একইভাবে আর এক সূচক নিফটি পৌঁছেছে ২২৫০২.০০ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহের শেষে সেনসেক্স ও নিফটি নেমে গিয়েছিল যথাক্রমে ৭২৬৬৪.৪৭ এবং ২২০৫৫.২০ পয়েন্টে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে নিফটির সাপোর্ট হল ২২৩৫০-২২৩০০ এবং রেজিস্ট্যান্স হল ২২৫৫০-২২৫৭৫ জোন। অন্যদিকে সেনসেক্সের সাপোর্ট হল ৭৩৪৫০-৭৩৪০০ এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল হল ৭৪২০০-৭৪৩০০। আগামী সপ্তাহে সূচকের ওঠানামা এই লেভেলের ওপর নির্ভর করবে। লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে এই লেভেল বিবেচনা করেই। এর পাশাপাশি, শেয়ার বাজারের অস্থিরতা লোকসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা অবধি বজায় থাকবে।

শেয়ার বাজারের এই ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে যে বিষয়গুলি বড় ভূমিকা নিয়েছে তা হল-

■ **নির্বাচন :** প্রথম তিন দফায় ভোটদানের হার কম হওয়ায় আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল যে ক্ষমতাসীন সরকার এককভাবে ক্ষমতায় নাও আসতে পারে। সেই কারণেই বিগত সপ্তাহে বড় পতনের সাক্ষী ছিল শেয়ার বাজার। চতুর্থ দফার পর সেই আশঙ্কা বিলীন হয়েছে। এখন মনে করা হচ্ছে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন সরকার ফের একক ক্ষমতায় সরকার গড়তে পারবে। সেই কারণেই লগ্নি করতে শুরু করেছেন বড় বিনিয়োগকারীরা।

■ **মূল্যবৃদ্ধির হার :** আমেরিকায় এপ্রিলে মূল্যবৃদ্ধির হার হয়েছে ৩.৪ শতাংশ। মার্চে এই হার ছিল ৩.৫ শতাংশ। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় চলতি বছরের শেষার্ধে সুদের হার কমানোর আশা বাড়ছে। যা বিশ্বজুড়ে শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করেছে। এদেশেও মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাই এখানেও সুদের হার কমার আশা বাড়ছে।

■ **দেশীয় লগ্নি :** বিগত সপ্তাহ সহ এই মে মাসে শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশি লগ্নি। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির টানা শেয়ার বিক্রি ধাক্কা দিয়েছিল শেয়ার বাজারে। চলতি মাসে বিদেশি লগ্নিকারীরা ৩৭ হাজার কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করলেও দেশের লগ্নিকারীরা ৩২ হাজার টাকার শেয়ার কিনে সেই ধাক্কা সামাল দিয়েছেন।

■ **বর্ষার পূর্বাভাস :** চলতি বছরে বর্ষা সঠিক সময়ে ভারতে প্রবেশ করবে। পাশাপাশি স্বাভাবিকের চেয়ে এবার বর্ষার পরিমাণ বেশি হতে পারে। যা কৃষিক্ষেত্রে আশার সঞ্চার করেছে।

■ **দেশের অর্থনীতি :** দেশের অর্থনীতি নিয়ে ইতিবাচক আশা এখনও বিদ্যমান। তাই প্রতিটি সংশোধনের পর শেয়ার কেনার হিড়িক শুরু হয়েছে। এই আশা বজায় থাকলে এবং ইতিবাচক ইস্যু সামনে এলে ফের রেকর্ড উচ্চতা গড়ার দৌড় শুরু করবে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম এখন অনেকটাই স্থিতিশীল হয়েছে। তবে আগামীদিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : উপরের বক্তব্য লেখকের নিজস্ব মতামত। লগ্নির সিদ্ধান্ত বিনিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বিষয় এবং বাজারগত ঝুঁকিসাপেক্ষ। অনুগ্রহ করে বিনিয়োগ করার আগে কোনও আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করুন। প্রকল্প সম্পর্কিত নথি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **টেক মাহিন্দ্রা :** বর্তমান মূল্য-১৩০৫.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪১৬/১০৩৯, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-১২৩০-১২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৭৫৫২, টার্গেট-১৪৮০।

■ **জেনারেল ইনসুরেন্স :** বর্তমান মূল্য-৩৪৪.৪৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৮/১৭০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩১০-৩৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬০৪৩০, টার্গেট-৪৭৫।

■ **রেপকো হোম ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৫১০.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৪৩/২০৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৬৫-৪৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩১৯২, টার্গেট-৬৩২।

■ **টাটা টেকনলজি :** বর্তমান মূল্য-১০৫১.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৪০০/৫০০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১০০০-১০৩৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪২৬৬২, টার্গেট-১১৮০।

■ **জিএইচসিএল :** বর্তমান মূল্য-৫০১.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৬০/৪৩৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৭০-৪৯২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৮০২, টার্গেট-৬১০।

■ **ডিক্সন টেকনলজি :** বর্তমান মূল্য-৮৯৪৮.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৯০৬২/২৯১৬, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৮৪৫০-৮৮৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৩৫৩৩, টার্গেট-১০৪০০।

■ **টিভিএস মোটর :** বর্তমান মূল্য-২১৯১.৫০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৩১৩/১২২০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২০০০-২১২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০৪১১৫, টার্গেট-২৪৫০।

অবসর জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা দেবে যে স্কিমগুলি

কৌশিক রায়

অবসর জীবন নিয়ে সবারই উদ্বেগ থাকে। বিশেষত যাঁদের পেনশনের সুবিধা নেই। তাই অবসর জীবনের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হতে হবে এখনই। আপনি যদি রিটায়ারমেন্ট ফান্ডের প্ল্যানিং এখনও না করে থাকেন, তাহলে কোনও আর্থিক পরামর্শদাতার সাহায্য নিয়ে সেই কাজ শীঘ্রই সেরে ফেলুন। পাশাপাশি সরকারের তরফে যেসব পেনশন স্কিম করা হয়েছে, সেই স্কিমগুলির কথাও ভেবে দেখতে পারেন-

ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (এনপিএস)

ভারত সরকারের এই প্রকল্প পেনশনের জন্য অন্যতম সেরা প্রকল্প। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এই স্কিমে টাকা দিতে হয়। ১৮ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত এই স্কিমে যুক্ত হওয়া যায়। এই স্কিমে জমা করা অর্থের বড় অংশ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা হয়। তবে পেনশন পাওয়ার জন্য ৬০ বছর পর্যন্ত টাকা দিতে হয়। অবসর নেওয়ার আগে মোট জমা করা অর্থের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত তুলে নেওয়া যায়। বাকি অর্থের ওপর আপনার পেনশনের অঙ্ক নির্ধারিত হয়।

অটল পেনশন যোজনা

মূলত কম আয়ের মানুষের কথা ভেবে এই স্কিম চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ১৮ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত যে কোনও নাগরিক এই স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারেন। এই স্কিমে যুক্ত হতে হলে সেভিংস অ্যাকাউন্ট, আধার এবং মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। খুব অল্প পরিমাণ টাকা জমা করে মাসিক ১০০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন পাওয়া যায়। কেউ চাইলে বিনিয়োগ করার ১৫ বছর পর টাকা তুলেও নিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী ভায়া বন্দনা যোজনা

এই স্কিম বাজারে এনেছে ভারতীয় জীবন বিমা নিগম। এই স্কিমে যে কোনও প্রবীণ নাগরিক ১৫ লক্ষ টাকা অবধি বিনিয়োগ করতে পারেন। এতে ১০ বছর পেনশনের সুবিধা পাওয়া যায়। ১৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলে ১০ বছরে মাসে ৯ হাজার ২৫০ টাকা পেনশন পাওয়া যায়। বিনিয়োগের অঙ্ক যত কমবে, পেনশনের অঙ্কও সেই অনুপাতে কমবে।

সিনিয়ার সিটিজেন সেভিংস স্কিম

অবসরের পর এই স্কিমে বিনিয়োগ করা যায়। যাঁদের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি তাঁরা এই স্কিমে বিনিয়োগ করতে পারেন। এই স্কিমে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করতে পারেন। এই স্কিমে বাজার চলতি যে কোনও প্রকল্পের তুলনায় বেশি সুদ পাওয়া যায়।

এছাড়াও অবসর জীবনে মাসিক আয়ের জন্য পোস্ট অফিসের মান্থলি ইনকাম স্কিমে বিনিয়োগ করা যায়। এই স্কিমে সিঙ্গল অ্যাকাউন্টে সর্বাধিক ৯ লক্ষ টাকা এবং যৌথ অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা জমা করা যায়। ৫ বছরের জন্য এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হয়। তার আগে টাকা তুলে নিলে জরিমানা দিতে হবে। এই স্কিমে বিনিয়োগের তিনটি সুবিধা রয়েছে - এটি মূলধন অক্ষুণ্ণ রাখে। অন্যান্য অনেক স্কিমের তুলনায় বেশি সুদ পাওয়া যায়, একটি নির্দিষ্ট মাসিক আয়ের নিশ্চয়তা দেয়।

আপনার বর্তমান আয় যাই হোক না কেন, অবসর জীবনকে সুরক্ষিত করতে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ করতেই হবে। আর উদ্যোগ নিতে হবে এখনই। অবসর নেওয়ার যত আগে আপনি সেই কাজ শুরু করবেন, তত বেশি নিশ্চিত হবে আপনার অবসর জীবনের আর্থিক সুরক্ষা।

(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

পুনরায় নতুন উচ্চতার পথে নিফটি ও সেনসেক্স

বোধিসত্ত্ব খান

ভারতীয় শেয়ার বাজারে অস্থিরতা বৃদ্ধি

গতই নির্বাচনের ফলাফলের দিন এগিয়ে আসছে, পাল্লা দিয়ে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। জুন মাসে আমেরিকার ফেডারেল ব্যাংক একটি ইন্টারেস্ট রেট কাট করতে পারে, এই আশায় ডাউজোন্স ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য ৪০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। একদিকে মন্দা এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অন্যদিকে সর্বকালীন উচ্চতা ছাড়িয়ে যাওয়া শেয়ার বাজার- এই দুটি একই সঙ্গে ঘটে যাওয়া একটু চিন্তার কথা বৈকি।

ভারতীয় শেয়ার বাজার শুক্রবার পজিটিভে বন্ধ হয়। নিফটি ৬২.২৫ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২২,৪৬৬.১০ এবং সেনসেক্স ২৫৩.৩১ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৩,৯১৭.০৩-এ। এই দিন যে কোম্পানিতে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি আসে তার মধ্যে রয়েছে ময়েল (১৯.৯৯ শতাংশ), কেইনস টেকনলজি (১৯.৯৮ শতাংশ), কর্ডস কেবল (১০ শতাংশ), সিজি কনজিউমার (১৫.৫৭ শতাংশ), ডিক্সন টেকনলজি (৮.২২ শতাংশ), ইনফো এজ (৬.০৬ শতাংশ), মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা (৬.০২ শতাংশ) এবং আইআরসিটিসি (৫.১১ শতাংশ)। যে কোম্পানিগুলিতে সংশোধন এসেছে তাদের মধ্যে রয়েছে এমফ্যাসিস (-২.৫ শতাংশ), ভোলটাস (-২.৪৫ শতাংশ), এইচডিএফসি এএমসি (-২.৪৫ শতাংশ), নেট ওয়েব (-৫ শতাংশ)।

শুক্রবার যে কোম্পানিগুলি ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা লাভ করে তার মধ্যে রয়েছে সিজি কনজিউমার, ম্যাজাগন ডক, ভারত ডাইনামিক্স, গডফ্রে ফিলিপ, গার্ডেনরিচ শিপইয়ার্ড ইত্যাদি। এদিন যে কোম্পানিগুলি তাদের ত্রৈমাসিক ফলাফল প্রকাশ করে তাদের মধ্যে রয়েছে জেএসডব্লিউ স্টিল। মার্চ কোয়ার্টারে তাদের লাভ ৬৫ শতাংশ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১২৯ কোটি টাকায়। তাদের রেভেনিউ মার্চ, ২০২৩-এর ৪৬,৯৬২ কোটি থেকে কমে এসেছে ৪৬,২৬৯ কোটি টাকায়। যদিও এই কোম্পানির শেয়ার দিনের শেষে ২.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এদিন বিভিন্ন পিএসইউ কোম্পানিগুলির শেয়ারদরও বৃদ্ধি পায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ম্যাজাগন ডকের কথা। শুক্রবার এই কোম্পানির শেয়ারদর ১২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। হিন্দুস্থান এরোনটিক্স দারুণ ফলাফলের পর আবার সরকারি কোম্পানিগুলির প্রতি মানুষের উৎসাহ ফিরে এসেছে। হ্যাল তাদের মার্চ, ২০২৪-এর কোয়ার্টারে লাভ বৃদ্ধি করেছে এবং তা দাঁড়িয়েছে ৪২৯২ কোটি টাকা, যা গত মার্চ, ২০২৩-এর তুলনায় ৫২ শতাংশ বেশি।

শনিবার এনএসই এবং বিএসই একটি স্পেশাল সেশনের ব্যবস্থা করে। প্রথম সেশনটি শুরু হয় সকাল ৯টা ১৫ মিনিট থেকে ১০টা অবধি। দ্বিতীয় সেশনটি ধার্য করা হয়েছিল সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট অবধি। শনিবার নিফটি ৩৫.৯০ পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ২২,৫০২.০০ এবং সেনসেক্স ৮৮.৯১ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৪০০৫.৯৪ পয়েন্টে। এদিন ডিফেন্স সেক্টরের দুটি স্টক হিন্দুস্থান এরোনটিক্স ৪.৩৯ শতাংশ এবং ভারত ইলেক্ট্রনিক্স লিমিটেড ৪.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দিন শেষ করে। অন্য কোম্পানিগুলির মধ্যে ভারত ডাইনামিক্স ৫ শতাংশ, কেইনস টেকনলজি ৫ শতাংশ, শক্তি পাম্প ৫ শতাংশ এবং বালকৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রিজ ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সংশোধন আসে অ্যাস্ট্রাল (-৪.৭৪ শতাংশ), জেএসডব্লিউ স্টিল (-১.৫৪ শতাংশ), শ্রী সিমেন্টস (-০.৬১ শতাংশ) প্রভৃতিতে।

রেলওয়েজ সেক্টরের কোম্পানি আরভিএনএল শনিবার ৩.০৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাদের মার্চ, ২০২৪ কোয়ার্টারের লাভ বৃদ্ধি হয়েছে ৩৩.২ শতাংশ এবং গত বছর মার্চ কোয়ার্টারের তুলনায় তা দাঁড়িয়েছে ৪৭৮.৬ কোটি টাকায়। তাদের রেভেনিউ ১৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭১৪ কোটি টাকায়। এখনও অবধি ২০২৪-এ এর শেয়ারের দাম ৬৪.৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। লিস্টিংয়ের পর থেকে এই শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪১৪.১৮ শতাংশ। মিডিয়া সেক্টরের মধ্যে জি এন্টারটেইনমেন্ট শনিবার ৪.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বিগত বছর মার্চ কোয়ার্টারে ১৯৬ কোটি টাকার ক্ষতি দেখার পর মার্চ, ২০২৪ কোয়ার্টারে তারা আবার লাভের মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে। এই কোয়ার্টারে তাদের লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকা। দারুণ ভালো করেছে সরকারি কোম্পানিগুলিও।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে নিয়মিত হারে এফআইআই-রা বিক্রি করে চলেছেন এবং ডিআইআই-রা কিনে চলেছেন। এর ফলে বাজার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ট্রেড করে চলেছে। তবে আশা করা যেতেই পারে যে, লোকসভা ভোটের ফলাফলের পর বাজারে দোদুল্যমানতা কমতে পারে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

সেরা উত্তরবঙ্গ

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও উত্তরবঙ্গের জয়জয়কার অব্যাহত। মাধ্যমিকে সেরা হয়েছিল কোচবিহারের চন্দ্রচূড় সেন। উচ্চমাধ্যমিকে সেরা হল আলিপুরদুয়ারের অভীক দাস।

অনন্য এবিএন

ন্যাকের বিচারে রাজ্যের সমস্ত সরকারি কলেজের মধ্যে সেরা হিসেবে কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ন্যাকের বিচারে এই কলেজ এ প্লাস পেয়েছে।

আংটি বদল

ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁকে বরাবরই বেশ টানে। সেই টানে রায়গঞ্জে এসে স্নেহা সাহার সঙ্গে বিয়ের বাঁধনে জড়ালেন সুইডেনের চিকিৎসক পাবলো ড্যানিয়েল ডেকোর্টা।

ত্রাতা মালতী

কীভাবে সহায় হতে হয় তিনি তার সাক্ষাৎ উদাহরণ। মাদারিহাটের পশ্চিম খয়েরবাড়ির মাস্টারপাড়ার বাসিন্দা মালতী রায় প্রায় আড়াই হাজার বককে রীতিমতো বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন।

ভোরের আলোয় সাঁঝের আঁধার

জোরকদমে।। বাঁধ দিয়ে তিস্তাকে বাগে আনার চেষ্টা। গজলডোবায়।

রাহুল মজুমদার

সিকিমে হ্রদ বিপর্যয় প্রাণ কাড়ার পাশাপাশি শুধু সম্পত্তির ক্ষতিই করেনি, আমরা সাবধান না হলে যে বিপদ আসন্ন সেই সতর্কবার্তাও দিয়েছে। আমাদের ভুলের মাশুল আমাদেরই গুনতে হচ্ছে। গজলডোবায় তিস্তায় আজ প্রচুর পলি। পথ ভুলে নদী জনবসতির দিকে এগোতে শুরু করেছে। কয়েক হাজার মানুষের রাতের ঘুম উড়েছে।

পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে বদলে গিয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ প্রচণ্ড উদ্বেগে।

'বছর ৪০ আগে বিয়ে করে এই গ্রামে এসেছিলাম। বহু বর্ষা দেখেছি। কিন্তু এবারে তিস্তার যে ভয়াল রূপ দেখছি তা আগে কখনও দেখিনি। সিকিমে কী যে একটা হল, আর এখানে আমাদের বিপদ বাড়ল।' বছর ৭০-এর লীলা রায় বাড়ির উঠোনে খই পরিষ্কার করতে করতে কোনওমতে বললেন। লীলা গজলডোবার দুধিয়ার বাসিন্দা। নদীর বাঁধ যেখানে শেষ সেখান থেকে ৪০০ মিটার দূরে তাঁদের বাড়ি। বর্ষার সময় তাঁর বাড়ি থেকে বাঁধ ছুঁইছুঁই তিস্তার জল দেখা যায়। অভিষেক বর্মন এখান থেকে কিছুটা দূরেই থাকেন। গজলডোবায় তিস্তায় বাঁধ দেওয়ার কাজ দেখে ফিরছিলেন। ফেরার পথে দুই বন্ধু সুদেব দাস ও রাজু বর্মনকে বাঁধ মেরামতির গল্প শোনাচ্ছিলেন। ফুঁসতে থাকা তিস্তা যে তাঁদের কাছে কতটা আতঙ্কের, তা তাঁদের আলোচনাতেই পরিষ্কার।

সিকিমের হ্রদ বিপর্যয় বহু প্রাণ কেড়েছে। মানুষের পাশাপাশি তিস্তার বিপদও বাড়িয়েছে। নদীতে আজ প্রচুর পলি। সেই স্তর বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে নদী গজলডোবার কাছে নিজের পথ ভুলতে বসেছে। ব্যারেজের দিকে না গিয়ে উত্তরের পথে স্রোত বাড়ছে। আর এতেই প্রশাসনের রাতের ঘুম উড়েছে। যে পথে তিস্তা এগোচ্ছে সেদিকে বসতি, চা বাগান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধের 'ভোরের আলো' পর্যটন কেন্দ্র। হঠাৎ জল বাড়লে তিস্তা এসব গিলে নিতে পারে। এই পথেই দুধিয়ার পাশাপাশি মিলনপল্লি, বীরেন বস্তির মতো বসতি এলাকাগুলি রয়েছে। কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। সরস্বতীপুর চা বাগানও রয়েছে। সেখানে কয়েকশো শ্রমিকের আবাস। আট থেকে আশি সকলের মুখেই এখন শুধুই তিস্তা। বিপদ এড়াতে বীরেন বস্তির বাসিন্দা শানু দাস ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে নিজের বাড়িকে একটু শক্তপোক্ত করার চেষ্টায়। শানুর কথায়, 'তিস্তা আমাদের গ্রামের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। সত্যি যদি বিপর্যয় ঘটে যায় তবে কিছু করার থাকবে না। বাড়িতে বৃদ্ধা মা, ছোট সন্তান রয়েছে। ভয় লাগছে। তাই আগেভাগেই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করছি।

লীলা, শানুদের বিষয়টি প্রশাসনের ভালোমতো জানা আছে। তাই গজলডোবায় যে এলাকা থেকে তিস্তা নিজের রাস্তা বদলাতে শুরু করেছে সেখানে বাঁধ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। একের পর এক বালির বস্তা ফেলে তার ওপর মাটিচাপা দিয়ে আগুয়ান তিস্তাকে রুখতে সেচ দপ্তরের কর্মীরা আজকাল জানপ্রাণ এক করে দিচ্ছেন। পথ ভোলা তিস্তা যে দিকটায় এগোচ্ছে সেদিকের স্রোত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নামী সাতাঁরুর বুকেও ভয় ধরিয়ে দেবে।

জলের প্রবল স্রোত মুহূর্তের মধ্যে একের পর এক বালির বস্তা গিলে নিচ্ছে। অন্যদিকে, ডাম্পারের পর ডাম্পার বালি, মাটি ফেলে বাঁধ বাঁধাইয়ের অক্লান্ত লড়াই চলছে। লীলা, শানুরা অপলক চোখে সেই লড়াইয়ের সাক্ষী। প্রকৃতিকে হারিয়ে মানুষ এই একটিবার জিতুক, মনে মনে চাইছেন। বাপঠাকুরদার ভিটে যে প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

উদ্বেগে।। গজলডোবার বীরেন বস্তি এলাকা।

বিপদ।। পলি পড়ায় পথ বদলাতে বাধ্য হয়েছে তিস্তা। গজলডোবায়।

চাতরা চুরি

কল্লোল মজুমদার

মালদা শহরের ফুসফুস হিসেবে পরিচিত চাতরা বিল। শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখতে এই বিলের গুরুত্ব অনেকটাই। অথচ সবার সামনেই এই বিলের অংশ একটু একটু করে সমানে দখল হয়ে চলেছে। প্রশাসন সব দেখেও ঠুঁটো জগন্নাথ।

লোকসভা ভোটপর্ব চলছে। সবার সেদিকেই চোখ। আর এই সুযোগেই জমি মাফিয়াদের পোয়াবারো। সবার অলক্ষ্যে তারা জমি দখল করতে ব্যস্ত। চাতরা বিল তাদের এই বেআইনি কারবারের সাক্ষী। বিলটি মালদা শহরের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে। শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা এই বিলের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। কিন্তু জমি মাফিয়াদের দাপটে এই বিলের এক-তৃতীয়াংশ ভরে সেখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। আর এর জেরে মালদা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা আজ অনেকটাই ভঙ্গুর। সামান্য বৃষ্টিতেই ইংরেজবাজার পুর এলাকার অনেকটা অংশ জলে ভরে যায়। অদূর ভবিষ্যতে বিপদের হাতছানি। সব দেখেও প্রশাসনের যেন কোনও হেলদোলই নেই। উলটে এই বেআইনি কারবারিদের আড়াল করার দিকেই তাদের সমস্ত চেষ্টা।

চাত্রা বিলের কথায় ফেরা যাক। ব্রিটিশ শাসকরা তাঁদের লেখায় 'মালদাকে 'পঙ্গু সিটি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মালদা শহরের চারিদিকে একসময় অজস্র জলাশয় ছিল। আজ সেগুলির বেশির ভাগেরই অস্তিত্ব নেই। এরই মাঝে চাতরা কোনওভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। এই বিল মালদা শহরের ফুসফুস নামেও পরিচিত। জবরদখলের জেরে তার দিনকে দিন রুগ্ন হয়ে পড়ার খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে লাগাতারভাবে বের হওয়ার পর পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তের মাধ্যমে গ্রিন ট্রাইবিউনালে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এরপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতেই অবস্থা যে কে সেই! বিলটিকে বাঁচাতে মালদা কলেজের প্রাক্তনীরা একবার সবার কাছে সমবেত উদ্যোগের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এই বিল শুধু মালদা শহরই নয়, পরিবেশের কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গত শীতেও এই বিলে লেজার হুইসলিং ডাক, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, কমন কুট, কটন পিগমিগুজ সহ নানা পাখি দেখা গিয়েছে। ছিল ডার্টার, গ্রে হেডেড সোয়াম্পেন সহ নানা ধরনের কিংফিশার, কর্মোরেন্ট, হেরন, ল্যাপউইং, ইগ্রেটের মতো পাখিও। জমি মাফিয়াদের দাপটে পরিযায়ী পাখিরাও এখন এই বিলে আসার আগে চিন্তায়।

কী কারণে সমস্যা মিটছে না তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। চাতরা বিলে গড়ে ওঠা ঘরবাড়ি ও বহুতলকে প্রশাসন কীভাবে মিউটেশন দিল তা কারও জানা নেই। কীভাবে ওই এলাকায় বাড়ির নকশা পুরসভা অনুমোদন করল তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। সর্ষের মধ্যে ভূতের বিষয়টি অবশ্য ইংরেজবাজার পুরসভার এক আধিকারিকের কথায় স্পষ্ট, 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কিছু কর্তা-কর্মীর আশীর্বাদে সহজেই সমস্ত হয়ে যাচ্ছে।'

ইংরেজবাজার শহরে যাতে জল না জমে সেজন্য একটা সময় লক্ষ্মীপুর ড্রেন প্রকল্পের রূপরেখা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার ও বিরোধীদের ইগোর লড়াইয়ে সেই প্রকল্প আর বাস্তবায়িত হয়নি। মালদা শহরের জমা জল বের করতে গত পুর বোর্ডের আমলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে একটি প্রকল্প তৈরি করা হয়। যে কাজ প্রায় শেষ। কিন্তু সেই প্রকল্পের পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ। বাস্তুকারদের মতে, জাতীয় সড়কের পাশ ধরে চলে যাওয়া প্রকল্পটি তুলনামূলকভাবে উঁচু জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। ফলে আগে নীচু জায়গাগুলি দিয়ে যাওয়া জল বের হওয়ার পথ পায় না। এই পরিস্থিতিতে চাতরা বিল জলনিকাশির ক্ষেত্রে বড়সড়ো এক ভরসা ছিল। কিন্তু জমি মাফিয়াদের তাণ্ডবে সেই ভরসার দফারফা। তবুও শহরের কি কিছু করার নেই? পাশের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে আত্রেয়ী বাঁচাওয়ের মতো আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। অথচ মালদায় নয় কেন? উত্তর নেই।

সদর্পে।। সবার সামনে দিনের আলোতেই চাতরা বিল ভরাট। ছবি : অরিন্দম বাগ

পোকা ধরো

পাহাড়ি কমলালেবু বাঁচাতে অভিনব উপায় নিয়েছে সিঙ্কোনা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ। ক্ষতিকারক ট্রাঙ্ক বোরা পোকা ধরে দিতে পারলে বা মেরে ফেলার প্রমাণ দিলে আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে।

দূষণে জেরবার

জলপাইগুড়ি পুরসভা করলা নদীর পাড়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসিয়েছিল। সেগুলি কাজ না করায় নদীতে ব্যাপকভাবে দূষণ বাড়ছে। পরিবেশের স্বার্থে প্রতিবাদও।

গরমিলের হদিস

কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে গরমিলের হদিস মিলেছে। এমএসভিপিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দেওয়ার নির্দেশ।

মৌমাছির হুল

পরিযায়ী মৌমাছির কামড়ে নাজেহাল মানুষ। মধু মাসে মধু সংগ্রহে বের হওয়া মৌমাছিদের মেজাজ এমনিতেই চড়া। সামনে মানুষ পড়লেই কামড়ে একাকার করছে।

গোপন ডিল

পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে মাফিয়াদের সঙ্গে শাসকদল ও প্রশাসনের একাংশের কোটি টাকায় গোপন ডিল। ঘটনায় শাসকদলের তরফে পদক্ষেপের আশ্বাস।

প্রেমের ফাঁদ

গত কয়েক মাসে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন এলাকা সহ নানা জায়গা থেকে বহু নাবালিকা বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়েছে। সমস্ত ক্ষেত্রেই কমন 'ফ্যাক্টর' সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্রে আলাপ।

জলপাইগুড়ি এখন জলনাইগুড়ি

শুভজিৎ দত্ত

উত্তরবঙ্গের যে জনপদে কোনওদিন জলের অভাব হত না এখন সেখানে উলটো ছবি। গত চার বছর ধরে সমানে বৃষ্টিপাত কমছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হচ্ছে, 'জলপাইগুড়ি এখন জলনাইগুড়ি।' উদ্বেগ বাড়ছে।

প্রবীণ মানুষটি দীর্ঘদিন ধরে চালসা গোলাইতে চায়ের দোকান চালান। সেদিন ঘামতে ঘামতে আক্ষেপ করছিলেন, 'আকাশে এত মেঘ। তাহলে বৃষ্টি কোথায়? এখন যা হচ্ছে, তা তো আগে কোনওদিন দেখিনি।' নাগরাকাটার মহাদেব মোড়ে সইদুল ইসলাম নামে দরদর করে ঘামতে থাকা এক টোটোচালক কাঁধের গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে কোনওমতে বললেন, 'আগেও যে গরম পড়েনি, তা নয়। তবে এবারেরটা কেমন যেন!'

এখানকার চালু কথাই হল দু'দিন চড়া রোদ থাকলে তৃতীয়দিনের মাথায় বৃষ্টি হবেই। তাই প্রশান্তির ছায়া নেমে আসা শুধু অপেক্ষা মাত্র। নজিরবিহীনভাবে এবারের পরিস্থিতি কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। টানা গরমে ডুয়ার্স পুড়ছে। শুষ্ক আবহাওয়ায় শারীরিক অস্বস্তিই শুধু নয়, বল্গাহীনভাবে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ক্রমশ কমে যাওয়ার বিষয়টি দুটি পাতা একটি কুঁড়ির এই সবুজ ভূমিতে আপাতত মাথাব্যথার সবচেয়ে বড় কারণ। কস্মিনকালে যেখানে পানীয় জলসংকটের কোনও খবর মিলত না সেখানে এখন কুয়ো শুকিয়ে খাঁক। রিগবোর টিউবওয়েলের হ্যান্ডেল পাম্প করাই সার। দম বেরিয়ে গেলেও জলের দেখা মেলা ভার।

জলবায়ুর যে আমূল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে তা আট থেকে আশির প্রত্যেকেই বেশ টের পাচ্ছেন। হাওয়া অফিসের পরিসংখ্যান বলছে, গত চার বছরের নিরিখে এবার বছরের একদম শুরু থেকে ১৫ মে পর্যন্ত টি-টিম্বার-ট্যুরিজমের জেলা জলপাইগুড়িতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে কম। ২০২১ সালের ওই সময়ে জেলায় মোট ৩৪৩.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। ২০২২-এ ২৮৭.১ মিলিমিটার। ২০২৩-এ তা কমে দাঁড়ায় ২২৭.৪ মিলিমিটারে। আর এবছরের ছবি রীতিমতো আতঁকে ওঠারই মতো। এখনও পর্যন্ত মাত্র ৯৭.৬ মিলিমিটার। অবাক হওয়ার আরও বাকি। চলতি বছরের প্রথম সাড়ে পাঁচ মাসকে চার বছর আগের সঙ্গে তুলনা করলে বৃষ্টি সাড়ে তিন গুণ কমেছে। এরপর কী? উত্তর জানা নেই তাবড় বিশেষজ্ঞদেরও। এল নিনো এফেক্ট বা উষ্ণায়ন বলতে যা বোঝায় তার প্রভাব বুঝতে এখন শুধু সুমেরু বা কুমেরুকে নিয়ে বিশ্লেষণের বোধহয় প্রয়োজন নেই। চালসা, নাগরাকাটা, মালবাজার কিংবা বানারহাটে বসেও দিব্যি তা যে কেউ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হচ্ছে, 'জলপাইগুড়ি এখন জলনাইগুড়ি।'

জলসংকট তো হবেই। বৃষ্টির মাধ্যমেই ভূগর্ভস্থ জলস্তর রিচার্জ হয়। যার অর্থ মাটির ভেতরে জল ঢুকে সঞ্চিত হয়। শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন পর্বে এবার যেটুকু ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে তা শুধুমাত্র মাটির ওপরের স্তরটুকু ভিজিয়েছে। খটখটে রোদে তা বাষ্পীভূত হয়ে উবে যেতে সময়ও নেয়নি। যে কারণে যে কুজি ডায়না নদীকে কখনও কেউ শুকোতে দেখেনি সেখানে এখন শুধুই নুড়ি-পাথর। পাহাড় থেকে নেমে আসা জলঢাকা কিংবা ডায়না এখন শীর্ণকায়া। চাপড়ামারি, পানঝোরা বা মোরাঘাটের জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া সমস্ত ঝোরা খটখটে। গাঠিয়া, কাঁঠালগুড়ি, ক্যারন চা বাগান কিংবা লালঝামেলা, আপার কলাবাড়ি, হৃদয়পুরবস্তির বাসিন্দাদের পানীয় জলের জন্যে প্রশাসনের দোরে হত্যে দিতে হচ্ছে। লাগোয়া নদীগুলিও যে ভাণ্ডার ফুরিয়ে নিঃস্ব। সিকিমের আবহাওয়া আধিকারিক ডঃ গোপীনাথ রাহা শনিবার সকালে অবশ্য খানিক ভরসা দিলেন, 'এবারে বৃষ্টির ব্যাপ্তি ও তীব্রতা দুই-ই বাড়বে।'

> একদিকে বৃষ্টিহীনতা। অন্যদিকে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। সঙ্গে নানা কাজে ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া। এসবেই এহেন পরিস্থিতি। পারলে বনসৃজনই সমস্যা মেটাতে পারে।
>
> –সুবীর সরকার আবহবিদ

চিন্তা।। পানীয় জল সংগ্রহ। ডুয়ার্সে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে দহনজ্বালা জুড়োতে পারে

রবিতে উত্তরে ভারী বৃষ্টি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস যেন দিয়ে রাখল শনিবারের সন্ধেরাতের বৃষ্টি। টানা কয়েকদিনের দহনজ্বালা জুড়াতে পারে রবিবার, এমন পূর্বাভাস দিয়েছিল আবহাওয়া দপ্তর। এদিন আবহাওয়া দপ্তরের তরফে যে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে, তাতে গৌড়বঙ্গের বাইরে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার জন্য ভারী বর্ষণের কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি এলাকায় আবার ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বইতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।

অপরদিকে, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির কথা বলা হলেও মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে বলে জানাচ্ছেন আবহবিদরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে বাতাসের উপরিভাগে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটছে। এর জন্য আগামী ৪৮ ঘণ্টায় উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।'

একপশলা বৃষ্টিতে হিলকার্ট রোড। শনিবার শিলিগুড়িতে শান্তনু ভট্টাচার্যের ক্যামেরায়।

বিক্ষিপ্তভাবে হলেও শনিবার উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। সকাল থেকেই শিলিগুড়ি সহ একাধিক জায়গায় তাপমাত্রা ছিল নিয়ন্ত্রণে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুক্রবার শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যেখানে ছিল ৩৬.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সেখানে এদিন দিনের বেলায় শহরে বৃষ্টি না হওয়ার পরেও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দাঁড়ায় ২৯.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। অর্থাৎ আশপাশের এলাকায় বৃষ্টির প্রভাবে ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৭ ডিগ্রি পারদ পতন ঘটেছে। সামান্য তাপমাত্রা কমেছে অন্য জেলাগুলোতেও।

এদিন কালচিনি, নাগরাকাটা, আলিপুরদুয়ার সহ একাধিক জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। সন্ধের পর শিলিগুড়ির মতো একপশলা বৃষ্টি হয় জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে। যা কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের। দুপুরে তপ্ত থাকলেও সন্ধের পর কিছুটা স্বস্তি ফিরে পায় কোচবিহার।

এরই মধ্যে পাঁচ জেলায় ভারী বর্ষণের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে রবিবার ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। সমতলের একাধিক জায়গায় ৭-১১ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শিলিগুড়ির পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার দু'একটি জায়গায় ভারী এবং বাকি অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে এই জেলাগুলোর দু'একটি জায়গায় ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ের কথা বলা হয়েছে।

বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত বজায় থাকবে আগামী বুধবার পর্যন্ত। এদিকে, রবিবারই আন্দামানে বর্ষা ঢুকতে পারে বলে আবহবিদদের ধারণা। ফলে মে মাসের শেষে কেরলে এবং জুন মাসের প্রথম দুই-তিনদিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বর্ষার প্রবেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তবে পুরোটাই নির্ভর করছে আবহাওয়ার মেজাজের ওপর। যা বদলাতে পারে যে কোনও সময়।

শনিবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

গ্যাংটক	২২.৫
দার্জিলিং	২৩.৪
কালিম্পং	২৩.৫
শিলিগুড়ি	২৯.২
জলপাইগুড়ি	৩১.৪
কোচবিহার	৩৭.৬
বালুরঘাট	৩৭.০
মালদা	৩৭.০

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)
(তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর)

আঁধার সাময়িক, হতাশ হওয়ার কারণ নেই

অনিরুদ্ধ দাশগুপ্ত
(ধূপগুড়ি নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক)

আমরা কেউ ধর্মের বাইরে নই। যে ধর্মের বিশ্বাসী হই না কেন। কেউ যদি বলেন, আমি নাস্তিক, তাহলেও কোথাও গিয়ে সেই মানুষটা কারও না কারও শরণাপন্ন হন, কাউকে ডাকেন। তিনি স্বীকার করুন বা না করুন, সত্যি এটাই। কিন্তু ধূপগুড়িতে শনিবার যা দেখলাম, তা আমার কল্পনার বাইরে। দিনভর একটি কথাই বারবার মনে হয়েছে, এ কোন সকাল, রাতের চেয়েও অন্ধকার। কোনওদিন ভাবিনি ধূপগুড়িতে এমন অন্ধকার দেখতে হবে।

ঘটনার পর আরেকটি কথা মনে হচ্ছে। কিছু দুষ্কৃতীর কার্যকলাপকে ঘিরে এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো নেতৃত্বের প্রচণ্ড অভাব বোধ করেছি। সবদিক থেকেই। কারও সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলছি না, কিন্তু সারাদিন যা যা ঘটেছে, চাইলেই সেটা নিয়ন্ত্রণ করা যেত। বারবার অনুভব করেছি, আবেগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শনিবার যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও তেমন ছিল না। ফলে শান্তিপ্রিয় ধূপগুড়িকে এমন দিন দেখতে হল।

একের পর এক ঘটনা ঘটে গেল চোখের সামনে। কিন্তু কোনও সম্প্রদায়ের কেউ নিজেদের মতো করেও ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেন না। যেটা আমার কাছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক মনে হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা প্রশাসনের তরফে যথেষ্ট মনে হয়নি। প্রশাসন অনেক আগে তৎপর হলে হয়তো এমন ঘটনা নাও ঘটতে পারত। সবচেয়ে খারাপ লাগছে যে শহরে আমার জন্ম, সেখানে এমন অন্ধকার দেখতে হল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

আমার জন্ম ধূপগুড়ি হাসপাতালে। বেড়ে ওঠা এই শহরে। শহরতলি, গ্রাম সব জায়গায় আমার অবাধ গতিবিধি ছিল। তাতে যেভাবে বুঝেছি, এই শহর কারও ধর্মন্থান আক্রান্ত হবে, সেটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। ২০০২ সালে অন্য কারণে একবার ধূপগুড়ি অশান্ত হয়েছিল। তখনও এমন পরিস্থিতি দেখিনি। শনিবার বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে বারবার মনে হয়েছে, ঘটনাটিতে ভীষণভাবে মানুষের আবেগ কাজ করেছে। সেই আবেগেরই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো।

তবে সবশেষে শান্তিই শেষ কথা। ধূপগুড়ির মানুষ স্বভাবে শান্তিপ্রিয়। এখানে এমন উদাহরণ রয়েছে, যেখানে দিনে রাজনৈতিক নেতারা একে অপরকে আক্রমণ করে ভাষণ দেন, কিন্তু সন্ধেয় একসঙ্গে এক টেবিলে চা খান। সেই ভরসায় বলি, সবাই মিলে চেষ্টা করলে সেই পুরোনো ধূপগুড়ি ফিরিয়ে আনতে পারি আমরা। এমন কিছু হয়নি, যে গেল গেল বলার কারণ আছে। কিছু যায়নি। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। পাশাপাশি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে আর এমন দিন আসবে না। এটা আমাদের করতে হবে, করতেই হবে।

খাদে গাড়ি, চালকসহ সিকিমে হত ২

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : পাহাড়ি পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। তাঁদের মধ্যে একজন কলকাতার পর্যটক। জখম চালককে প্রথমে সিংতাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে স্থানান্তর করা হয় গ্যাংটকের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। শনিবার সকাল ৫টা ৪৫ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমের সিংতাম লাগোয়া সাংখোলা-রানিখোলা এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, এদিন শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল একটি ট্যুরিস্ট ট্যাক্সি। গাড়িতে ছয়জন পর্যটক ছিলেন। সাংখোলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি প্রথমে খাদে, পরে গড়িয়ে রানিখোলা নদীতে পড়ে। স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন ও উদ্ধার শুরু করেন।

ছয়জনকে উদ্ধার করা গেলেও বাঁচানো যায়নি কলকাতার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পাল ও গাড়ির চালককে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। চালকের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। চিকিৎসাধীন চারজনের মধ্যে চার বছরের একটি শিশুকন্যা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কনটেনার উলটে জখম চালক

কিশনগঞ্জ, ১৮ মে : কিশনগঞ্জের কোচাধামনের ৩২৭-ই সড়কে চিতিহা গ্রামের কাছে শনিবার সকালে একটি নয়া ট্রাক্টর বোঝাই কনটেনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেতুতে ধাক্কা মেরে উলটে যায়। ফলে, কয়েকটি ট্রাক্টর সেতুর নীচে জলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনায় চালক নরেন্দ্র সিং জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কোচাধামন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করান। খবর পেয়ে কোচাধামন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কনটেনার সহ ট্রাক্টরগুলি উদ্ধারের পর বাজেয়াপ্ত করে।

জেলার খেলা

আইসিসি-র কোচিং ডিগ্রি আক্রামকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : আইসিসি-র লেভেল টু কোচিং ডিগ্রি পেলেন শিলিগুড়ির ফকিরটোলার মহম্মদ আক্রাম রাজা। গত বছর ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে তিনি থিওরি ক্লাস ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে এসেছিলেন। এপ্রিলে অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার পর ১৫ মে লেভেল টু কোচিং ডিগ্রি পাওয়ার কথা আক্রাম জানতে পারেন। এজন্য আইসিসি-র অভিনন্দনবার্তাও পৌঁছে গিয়েছে তাঁর কাছে। সেন্ট মাইকেলস স্কুল ও মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের কোচ আক্রাম বলেছেন, 'এই কোচিং ডিগ্রি পাওয়ায় বিভিন্ন রাজ্য ও আন্তর্জাতিক দলের অনূর্ধ্ব-১৬ ও ১৯ দলকে প্রশিক্ষণ দিতে পারব। যা আমার জন্য বড় সুযোগ।'

সেমিতে বয়েজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : দাত্তু ফাদকার ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল। শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১০ রানে কলকাতার রত্নাকর নর্থ পয়েন্ট স্কুলকে হারিয়েছে। প্রথমে বয়েজ ৩৬.৩ ওভারে ১১২ রানে অলআউট হয়। ঋদ্ধিমান শিকদার ৪২ রান করে। রাজবীর দাস ২৬ রানে পেয়েছে ৫ উইকেট। জবাবে রত্নাকর ২৯ ওভারে ১০২ রানে গুটিয়ে যায়। মায়াঙ্ক সিং ২৯ রানে অপরাজিত থাকে। ম্যাচের সেরা আশিক রায় ১৮ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট।

সেমিতে বিদ্যাচক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : মহাকাল স্পোর্টিং গোল্ড কাপ নক আউট ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির বিদ্যাচক্র স্পোর্টিং ক্লাব। শনিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে মাটিগাড়ার মুন্ডা একাদশকে হারিয়েছে। সূর্য সেন পার্কের পিছনের মাঠে গোল করেন উজ্জ্বল রায়।

সরোজিনীর ব্রিজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মে : অঠারোশাহী সরোজিনী সংঘের অকশন ব্রিজে শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন অভিজিৎ হালদার-মৃণাঙ্ক দে, রতন সাহা-অরিজিৎ হালদার, মানিক সরকার-সমীর মিত্র, স্বপন মজুমদার-বি দে, প্রবীর মুন্সি-রাজেশ মিত্র, রামকৃষ্ণ রায়-প্রণব দাস, বাদল রায়-সুকদেব সূত্রধর ও সঞ্জয় দাস-তাপস কর।

হাতির হানায় দিদির চেষ্টায় রক্ষা ভাইবোন

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৮ মে : বাগডোগরা জঙ্গলের এক দলছুট হাতির কবল থেকে কোনওক্রমে ভাইবোনকে প্রাণে বাঁচাল নাবালিকা দিদি। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ওই জঙ্গল লাগোয়া কেষ্টপুর গ্রামে। 'ঢংগী বাবা' নামে দলছুট হাতিটি খাবারের খোঁজে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাগডোগরা জঙ্গলের হুকলিয়া ব্লক থেকে বেরিয়ে কেষ্টপুর গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালায়। এসময় ঘরে ছোট ভাইবোনকে নিয়ে ঘুমিয়েছিল বছর এগারোর দিদি জসিন্তা তিরকি। তাদের বাবা কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে থাকেন। মা নেই, তাই ভাইবোনের দেখভালের দায়িত্ব জসিন্তার কাঁধে। রাতে হাতিটি যখন টিনের বেড়া ভাঙছিল তখনই ঘুম ভেঙে যায় জসিন্তার। ভাইবোনকে বাঁচাতে তাদের নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে চিৎকার করতে থাকে সে। প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে আসতেই হাতিটি সেখান থেকে সরে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কে এশিয়ান হাইওয়ে-২ পার হয়ে কেষ্টপুর বাজারে ঢুকে কৃষ্ণ বিশ্বাসের চায়ের দোকান ও একটি হোটেলে ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে বাগডোগরা থেকে বনকর্মীরা গিয়ে রাতেই তাকে বনে ফিরিয়ে আনেন। হাতি ফিরলেও জসিন্তাকে গ্রাস করে আতঙ্ক। শনিবার সকালে সে 'ভালোভাবে কথাও বলতে পারছিল না। তাঁর কথায়, 'ঘরে আমি ভাইবোনদের নিয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। টিনের বেড়া ভাঙার শব্দে বুঝতে পারি হাতি এসেছে। তাই, দেরি না করে ভাইবোনকে নিয়ে পালাই। ভাগ্য ভালো যে পালাতে পেরেছি। না হলে কী যে হত তা ভেবেই বুক কাঁপছে।'

বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার পায়েল রায় জানান, খবর পেয়ে রাতেই বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে হাতিটিকে বনে ফেরত পাঠান। যাঁদের বাড়ি ও দোকানের ক্ষতি হয়েছে তাঁরা আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবেন।

ভুট্টা মুখে কাঠবেড়ালি। শনিবার তানজাভুরে। -পিটিআই

সমালোচনা চাই

প্রথম পাতার পর

পরামর্শের পাশাপাশি সমালোচনা আমাদের খুব দরকার। পাঠকদের চাহিদা, আশা ইত্যাদি জানতে পারলে তা পূরণে পদক্ষেপ করা যায়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে প্রত্যাশা বেশি বলেই অনেক সময় সামান্য খামতিও পাঠককে ক্ষুব্ধ করে। কিছুটা হতাশও। পাঠককে কাছে অনেক সময় সে সব উত্তরবঙ্গ সংবাদের অমার্জনীয় অপরাধ মনে হয়।

পাঠককে আমরা বিনীতভাবে বলি, ধৈর্য ধরুন, আমাদের সময় দিন। আপনাদের সমালোচনাকে গ্রহণ করে অনবরত বিশ্লেষণের কাজ চলে আমাদের অন্দরে। ভাবুন তো, আপনাদের হৃদয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ঠাঁই আছে বলেই তো এই কাগজকে ব্যবহার করে কেউ কেউ দুষ্কর্ম করে। এই যেমন, ভোটপর্বে আমাদের পত্রিকার পাতা ও খবর বিকৃত করে আমাদের কাগজের মধ্যে ঢুকিয়ে বিলি করেছিল কোনও এক স্বার্থান্বেষী মহল। সে তো পাঠকের দোরে দোরে পৌঁছায় বলেই উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ব্যবহারের এ রকম চেষ্টা চলে।

আজকাল সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতা অত্যন্ত চর্চার বিষয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদ এই ৪৪ বছরের যাত্রাকালে তো বটেই, চলতি নির্বাচনপর্বে দেখিয়ে দিয়েছে কোনও রং না লাগিয়ে সাংবাদিকতার ধর্ম পালন কীভাবে করা যায়। মাটি থেকে তুলে আনা বাস্তবকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে মোটরবাইকে সওয়ার হয়েছিলেন আমাদের সাংবাদিকরা। উত্তরবঙ্গের এ প্রান্ত ও প্রান্ত ঘুরে তাঁরা তুলে ধরেছেন প্রকৃত বাস্তবকে।

ভারসাম্যের রং মিলান্তি খেলায় বিশ্বাস করে না উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভোটের কেন্দ্রওয়ারি পর্যালোচনায় তাই ফলাফলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে মানুষের পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে। শুধু উত্তরবঙ্গ বা বাংলা নয়, ভোটকেন্দ্রিক খবর সংগ্রহ করতে আমাদের সাংবাদিকরা এবার ঘুরে বেরিয়েছেন উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায়।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের দায়বদ্ধতা বা আনুগত্য সবই শুধুমাত্র মানুষের প্রতি। যে কারণে ভোটের আগে হোক বা পরে, মানুষের নিত্য সমস্যার পর্দাফাঁস করে চলেছি আমরা। দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে জলসংকট এখন তীব্র উত্তরের জেলাগুলিতে। এখন প্রায় রোজ সেই সংকট ও তার নেপথ্য কারণ তুলে ধরা হচ্ছে যাতে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে।

যানজট, বিদ্যুতের সমস্যা, চা শিল্পে সংকট, নানা অনিয়ম, দুর্নীতি ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরে সমাধানের পথ বাতলে দেওয়া আমাদের কাজ। ৪৪ বছর ধরে এ ব্যাপারে অক্লান্ত উত্তরবঙ্গ সংবাদের ভবিষ্যৎ পথচলাও তাই সীমারেখা নেই। সাংবাদিকতার সেই আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধায় আমরা শুধু চাই, পাঠক আমাদের পাশে থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে আরও সমৃদ্ধ করতে পরামর্শ দিন, আরও বেশি গঠনমূলক সমালোচনা করুন। আমাদের উত্তরবঙ্গের আত্মাকে স্পর্শ করে থাকার শক্তি আপনারাই।

জোড়া আত্মহত্যায় সাসপেন্ড চার

কিশনগঞ্জ, ১৮ মে : বিহারের আরারিয়ার তারাবাড়ি থানায় পুলিশ লকআপে যুগলের আত্মহত্যার জেরে তাণ্ডব, অগ্নিসংযোগ, পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় শনিবার মোট ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। পাশাপাশি ওই ঘটনায় পূর্ণিয়া জোনের ডিআইজি বিকাশ কুমার শুক্রবার রাতেই থানার আইসি, ঘটনার সময় থাকা ডিউটি অফিসার ও দুই চৌকিদারকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন। ডিআইজি জানান, ঘটনায় চারজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। শুক্রবার থানায় হামলার সময় গ্রামবাসীরা গুলি চালায়। পালটা পুলিশও গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে দুজন জখম হন। তাঁদের মধ্যে একজন বর্তমানে দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, অন্যজন নেপালের বিরাটনগরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

দুই যুগলের গ্রাম তরোনা ও গরিবাড়ির অধিকাংশ পুরুষ গ্রামছাড়া। ঘটনার পর পূর্ণিয়া জোনের ডিআইজি বিকাশ কুমার শুক্রবার রাতেই ঘটনাস্থলে যান। উল্লেখ্য, এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ জামাইবাবু মিন্টু সিং ও শ্যালিকা চাঁদনি সিংকে গ্রেপ্তার করেছিল।

ধর্ষণে দুজনকে কারাদণ্ড

কিশনগঞ্জ, ১৮ মে : কিশনগঞ্জ জেলা আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ (১) ও পকসো কোর্টের বিশেষ বিচারক গুঞ্জন কুমার দুই নাবালিকা ধর্ষণে জোড়া অভিযুক্তকে দশ বছর করে কারাবাসের নির্দেশ দিলেন।

সরকারি আইনজীবী এখবর জানিয়েছেন। আদালত সূত্রে খবর, কোচাধামন থানার মহম্মদ নাসিম ও বাহাদুরগঞ্জ থানার হাসানগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা কাঞ্চন টুডুর বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা দুই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। আদালতে অভিযুক্তদের দোষী প্রমাণিত হয়েছে। সরকারি আইনজীবী জানান, সরকারি নিয়মে নাবালিকারা চার লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, নাসিম ২০১৫ সালের ডিসেম্বর থেকে কিশনগঞ্জ জেলে বন্দি বলে সূত্রের দাবি।

চেন ছিনতাই

কিশনগঞ্জ, ১৮ মে : কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ থানার ভাতদালা গ্রামে শনিবার সকালে এক বৃদ্ধার গলার সোনার চেন ছিনতাই হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিন প্রাতর্ভ্রমণের সময় একটি বাইকে দুই অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতী তাঁর গলা থেকে চেনটি টেনে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই মর্মে বৃদ্ধা সংগীতাদেবী ঠাকুরগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আইসি মকসুদ আসরফি জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

কেন প্রার্থী নন, খোলসা প্রিয়াংকার

আমেথি, ১৮ মে : তাঁর ভোটে লড়াই না করার কারণ খোলসা করলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'যদি আমি এবং রাহুল গান্ধি দুজনেই ভোটে দাঁড়াতাম তাহলে বিজেপির অনেক সুবিধা হয়ে যেত।' প্রিয়াংকা বলেন, 'আমি গত ১৫ দিন ধরে রায়বেরেলিতে প্রচার করছি। রায়বেরেলির সঙ্গে গান্ধি পরিবারের পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। আমরা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নির্বাচনে জিততে পারব না।' শনিবার আমেথিতে দলীয় প্রার্থী কিশোরীলাল শর্মার হয়ে একটি রোড শো করেন প্রিয়াংকা।

তিনি বলেন, 'আমি কখনও সাংসদ হওয়ার ব্যাপারে কিংবা ভোটে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করিনি। দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে আমি তা পালন করতে চাই। তবে মানুষ যদি মনে করেন আমার ভোটে দাঁড়ানো উচিত, তাহলে আমি লড়ব।' সোমবার আমেথি, রায়বেরেলি সহ দেশের মোট ৪৯টি আসনে ভোট।

গ্রুপের তহবিল থেকে কিস্তি শোধ

হরিশ্চন্দ্রপুর ও পুরাতন মালদা, ১৮ মে : মাত্র দু'মাস আগে বিয়ে হয় মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের খেজুরগাছির নয়ন রায় এবং তুলসীহাটা পঞ্চায়েতের কুরসাভাঙ্গির প্রিয়াংকা সিংহের। ঋণ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়াংকার মা চন্দনা সিংহ। ঠিক তার মতোই স্থানীয় একটি মাইক্রোফিনান্স সংস্থা থেকে ছেলের বিয়ের জন্য লোন নিয়েছিলেন নয়নের মা সুমিয়া রায়ও। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে ছেলে ও বৌমার। শুক্রবার সন্ধ্যায় ছেলে-বৌমার দেহের ময়নাতদন্তের পর বাড়ি না ফিরতেই ব্যাংকের প্রতিনিধি এসে হাজির লোনের কিস্তি নিতে। যদিও নয়নের মা সুমিয়ার গ্রুপের ক্যাশিয়ার, গ্রুপের তহবিল থেকেই সেই লোনের কিস্তি মিটিয়ে দেন। তবে ব্যাংকের এমন ভূমিকায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তাঁদের অভিযোগ, এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে আজকের দিনে লোনের কিস্তি আদায় করতে ব্যাংকের প্রতিনিধি না আসলেই পারতেন।

এই প্রসঙ্গে ব্যাংক ম্যানেজার রঞ্জন ঘোষালের সাফাই, 'ঘটনাটি আমাদের প্রতিনিধির জানা ছিল না। নিয়মমাফিক কিস্তি আদায় করতে গিয়েছিলেন। তবে তাঁদের গ্রুপ থেকে এই লোনের কিস্তি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে আমরা লোনের কিস্তি মেটানোর জন্য কোনও চাপ দিচ্ছি না। যেহেতু নমিনির নামে কোনও ইন্সুরেন্স হয় না, তাই এই লোন কোনওমতেই মাফ করা সম্ভব নয়।'

গ্রুপের এক সদস্য কল্পনা রায় জানান, 'দলের হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি। সাপ্তাহিক কিস্তি দিতে হয়। নয়নের বাড়ির সবাই মালদায় গিয়েছিলেন। একেই ঘরের পরিবারে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তার উপরে ঋণ খেলাপ হলে সমস্যা হতে পারে। তাই কয়েকজন মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের তহবিল থেকেই কিস্তির টাকাটা দিয়ে দিই।' সরকারি তরফে ইতিমধ্যেই নয়নের মায়ের হাতে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া হয়েছে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী এবং উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।

বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনায় পুরাতন মালদার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মী কলোনিতে শনিবার মৃতদের বাড়িতে পৌঁছান উত্তর মালদা বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। এদিন মৃত পড়ুয়া সমর মুখার মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাঁর হাতে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন।

দিল্লিতে কানহাইয়াকে চড়

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : প্রচারে বেরিয়ে হেনস্তার শিকার হলেন উত্তর-পূর্ব দিল্লি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী কানহাইয়া কুমার। তাঁর ওপর জনা আটেক লোক চড়াও হন। কানহাইয়াকে চড় মারা হয়। তাঁর গায়ে কালিও ছিটিয়ে দেওয়া হয়। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব দিল্লির নিউ উসমানপুরে। এদিকে শনিবার দিল্লির অশোকবিহারে একটি জনসভা করেন রাহুল গান্ধি। সেখানে তিনি আপ এবং কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের একসঙ্গে কাজ করার কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আমি ভোটে আপের বোতাম টিপব। আর অরবিন্দ কেজরিওয়াল কংগ্রেসের বোতাম টিপবেন।' উল্লেখ্য, দিল্লিতে আগামী ২৫ মে ভোট।

কিংপিনরা আড়ালেই

প্রথম পাতার পর

বর্তমানে তারা তিহার জেলে রয়েছে। পুলিশ ধরতে না পারলেও এহেন পাচঁ-ছয়জন কিংপিন প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

তৃণমূল নেতা তথা খড়িবাড়ির স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মৃণালরঞ্জন রায় বলছেন, 'বর্তমানে যা অবস্থা, তা পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কোটি কোটি টাকার ব্রাউন সুগার বিক্রি হচ্ছে। এলাকার তরুণরা বিপথে চলে যাচ্ছে।'

সিপিএমের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জের এরিয়া সম্পাদক বাদল সরকার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, মাদক কারবার রুখতে খড়িবাড়ি থানায় বহুবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। রাজনৈতিক দল, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্থানীয় ক্লাব, পুলিশ ও প্রশাসন সকলে মিলে সামাজিক চেতনাবোধ গড়ে না তুললে মাদকের ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব বলেই মনে করছেন পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী। পুলিশ ও প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ করেন তিনি।

পাঁচ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড ডুয়ার্সের গ্রাম

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৮ মে : কারও ঘরের চালা উড়ে গিয়েছে। কারও ঘরের ওপর ভেঙে পড়েছে আস্ত গাছ। কোথাও আবার ভেঙে চুরমার হয়েছে মিড-ডে মিলের রান্নাঘর। শনিবার সকাল দশটা নাগাদ মিনিট পাঁচেকের ঝড়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হল মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনা ও খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকটি গ্রামে। অনেক জায়গাতেই বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে লন্ডভন্ড দশা হয়েছে। সেইসব এলাকায় সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বাভাবিক হয়নি বিদ্যুৎ পরিষেবা। সবমিলিয়ে বিপাকে পড়েছেন বহু মানুষজন।

খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মন্টু রায় এবং রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলি রুসদার দুজনেই জানিয়েছেন ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির কথা তাঁরা প্রশাসনের কর্তাদের জানিয়েছেন। বাবলি বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দিতে পঞ্চায়েতকর্মীদের পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। আমরা সবরকমভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকব।'

মাদারিহাটে এদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। তবে কিছুক্ষণের ঝড়ে যেভাবে বাড়িঘর ভেঙেছে তা অনুমানও করতে পারেননি স্থানীয়রা। ইসলামাবাদ গ্রামের তসলিম আলি ও মকসেদুল আলম দুজনেরই ঘরের ওপর গাছ ভেঙে পড়েছে। এক্রামুল হকের রান্নাঘরের আসবেস্টস উড়ে গিয়ে পড়ে তাঁর মায়ের ঘরের ওপর। এক্রামুলের বৌদি সুলতানা বেগমের কথায়, 'মিনিটখানেকও ঝড় হয়নি। কিন্তু গতি বেশি ছিল। তাতেই চালা উড়ে যায়।'

ঝড়ে উড়ে গিয়েছে ওই এলাকার গোফফার আলির দোকানের চালাও। সুত্রধরপাড়ার দিলীপ সূত্রধর, পল্লব সূত্রধর সহ অনেকেরই সুপারি গাছ ভেঙে পড়ে তছনছ হয়েছে বাড়িঘর। ক্ষতিগ্রস্তরা জানান, ওই এলাকায় দুই

উড়ে গিয়েছে চালা। মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে।

শতাধিক সুপারি গাছ ভেঙেছে। বিধ্বস্ত হয়েছে মহবুল আলমের সুপারি বাগানটিও। ঝড়ের বর্ণনা দিচ্ছিলেন গৃহবধূ মামনি খাতুন, 'বৃষ্টি শুরু হওয়ায় আমরা ঘরে ছিলাম। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় আম গাছ ভেঙে পড়ে ঘরের উপর। অন্যদিকে সুপারি গাছ ভেঙে পড়ে রান্নাঘরের উপর। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে যায়।'

দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বাসনা রায়ের কথায়, 'বিছানাপত্র সহ ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ভিজে গিয়েছে। ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে গিয়েছে যে সাবধান হওয়ার সুযোগই পাইনি।'

ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে রাঙ্গালিবাজনার রায়পাড়াতেও। রায়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরের কৃষ্ণচূড়া গাছটি ভেঙে পড়ে মিড-ডে মিলের রান্নাঘরের ওপর। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রান্নাঘরটি। ওই চত্বরে এই রয়েছে একটি আইসিডিএস কেন্দ্র। ঝড়ের সময় সেখানেই ছিলেন আইসিডিএস কর্মী হিরোবালা রায়। তাঁর বক্তব্য, 'অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি। ঝড় শুরু হওয়ায় আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলাম। ওই সময় আমার পাশেই গাছটি ভেঙে পড়ে।'

প্রতিবাদে আজ বিজেপির সদর দপ্তর অভিযান আপের

গ্রেপ্তার কেজরিওয়ালের সচিব

আমি আমার সব নেতা, সাংসদ ও বিধায়ককে নিয়ে বিজেপির সদর দপ্তরে যাব। আপনি যাকে চান জেলে পাঠান।

অরবিন্দ কেজরিওয়াল

একনজরে

- গ্রেপ্তারের পর পুলিশি হেপাজতে বিভব কুমার
- বিভবের আগাম জামিনের আর্জি খারিজ
- স্বাতীর ডাক্তারি পরীক্ষায় আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট, যদিও আঘাতের প্রকৃতি নিয়ে কিছু বলা নেই
- আপের দাবি, নিয়োগ দুর্নীতিতে ফাঁসার ফলেই বিজেপির খপ্পরে পড়ে অন্তর্ঘাতী হয়েছেন স্বাতী
- স্বাতীর বিরুদ্ধে 'জোর করে বেআইনি প্রবেশ এবং দুর্ব্যবহার'-এর অভিযোগে পালটা এফআইআর বিভবের

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : আপ সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে হেনস্তার অভিযোগে শনিবার গ্রেপ্তার হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমার। বিভব তাঁকে চড় ও তলপেটে ঘুসি মেরেছেন বলে অভিযোগ স্বাতীর। শনিবার স্বাতীর নাম না নিলেও ঘটনা প্রসঙ্গে সরব হন কেজরিওয়াল। তাঁর অভিযোগের তির ছিল বিজেপির দিকে। ১৯ মে আপের সমস্ত নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বিজেপির সদরদপ্তরে যাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এক ভিডিওবার্তায় কেজরিওয়াল বলেছেন, 'আপনারা দেখছেন আপ নেতাদের এক এক করে জেলে পোরা হচ্ছে। আমাকেও জেলে পাঠানো হয়েছে। মণীশ সিসোদিয়া, সত্যেন্দ্র জৈন, সঞ্জয় সিংয়ের পর এখন আমার ব্যক্তিগত সচিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' কেজরিওয়ালের হুঁশিয়ারি, 'আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই, আপনি একের পর একজনকে গ্রেপ্তার করার খেলা খেলছেন। আগামীকাল দুপুরে আমি আমার সব নেতা, সাংসদ ও বিধায়কদের নিয়ে বিজেপির সদরদপ্তরে যাব। আপনি যাকে চান জেলে পাঠান। আপনি ভেবেছেন নেতাদের জেলে পাঠিয়ে আপকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন।' তিনি আরও বলেন, 'আপ এমন একটি চিন্তা যা গোটা দেশের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। আপনি একজন আপ নেতাকে জেলে পুরবেন আর শত শত নেতার জন্ম হবে।'

এদিকে বিভবের আইনজীবীর অভিযোগ, তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে বলে পুলিশকে ই-মেল পাঠানো সত্ত্বেও কোনও জবাব মেলেনি। এমনকি গ্রেপ্তারি নিয়ে কোনও তথ্যও তাঁদের জানানো হয়নি। গ্রেপ্তার হতে পারেন আঁচ করে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন বিভব। কিন্তু শনিবার সেই আবেদনের ওপর রায় প্রথমে স্থগিত এবং পরে 'অকার্যকর' বলে খারিজ করে দিল্লির তিসহাজারি আদালত। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এইমসে স্বাতীর ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট তাদের হাতে এসেছে। তাতে আপ সাংসদের ডান গাল এবং বাঁ পায়ে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। চোট রয়েছে চোখের তলাতেও। যদিও আঘাতের প্রকৃতি নিয়ে রিপোর্টে কিছু নেই। তবে এই রিপোর্ট থেকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ প্রমাণ করা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দিল্লির মন্ত্রী অতিশী বলেন, 'নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ফেঁসে যাওয়ার পর বিজেপি স্বাতীকে ব্ল্যাকমেল করে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে লাগিয়েছে। নিজেকে বাঁচাতে স্বাতী এখন বিজেপির বোড়ে হয়ে অন্তর্ঘাত করছেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ নস্যাৎ করার পক্ষে সিসিটিভি ফুটেজই যথেষ্ট।' এদিন স্বাতী-কাণ্ডের নতুন একটি ভিডিও প্রকাশ করে আপ। দিল্লি পুলিশকে 'ট্যাগ' করে এক্স হ্যান্ডেলে স্বাতী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিকৃত করা হয়েছে বলে অভিযোগ করার পরই এই পদক্ষেপ করে কেজরিওয়ালের দল। প্রকাশিত ভিডিওতে কেজরিওয়ালের বাড়ি থেকে পুলিশি ঘেরাটোপে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে স্বাতীকে। আপ প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ফুটেজে স্বাতীকে সোফায় বসে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে শোনা যায়। তারপরেই স্বাতীর তরফে 'সিসিটিভি জালিয়াতির' অভিযোগ তুলে পোস্ট করা হয়। যদিও কোনও ভিডিওই যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

শনিবার আমেথিতে দলীয় প্রার্থী কিশোরীলাল শর্মার প্রচারে প্রিয়াংকা গান্ধি।

ইসরো প্রধানের পরামর্শ

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ মে : মন্দিরকে বিদ্যামন্দির বানাতে হবে। তাহলেই তরুণ প্রজন্ম মন্দিরে আসার প্রেরণা পাবে। মন্দির যে কেবল নামসংকীর্তনের জায়গা নয়, সেখানে জ্ঞানার্জন করাও সম্ভব, এটা বোঝাতে পারলে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের টেনে আনা যাবে ধর্মস্থানে। এই মত ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রধান এস সোমনাথের।

ইসরোর চন্দ্রাভিযানের আগে এবং ঐতিহাসিক সাফল্যের পরে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ইসরো প্রধান। শনিবার তিরুবনন্তপুরমের শ্রী উদিয়ান্নুর দেবী মন্দিরের তরফে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। তাঁর হাতে মানপত্র তুলে দেন ইসরোর প্রাক্তন প্রধান জি মধুবন নায়ার। ওই অনুষ্ঠানে সোমনাথ জানান, কীভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে মন্দির বা দেবস্থানকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

অনুষ্ঠানে তরুণ-তরুণীদের অনুপস্থিতিতে ব্যথিত সোমনাথ বলেন, 'আমি আশা করেছিলাম আজকের অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মকে বেশি সংখ্যায় দেখতে পাব। কিন্তু তাদের উপস্থিতির হার খুবই কম। কমবয়সিদের কীভাবে মন্দিরে টেনে আনা যায়, সে ব্যাপারে মন্দির কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। মন্দিরকে জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র করে তুলতে পারলে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

আফগানিস্তানে বৃষ্টির বলি ৫০

কাবুল, ১৮ মে : বৃষ্টি-বন্যায় বিপর্যস্ত আফগানিস্তান। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির জেরে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হড়পা ও ভূমিধসের খবর মিলেছে। প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৫০ জন। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঘোর প্রদেশ। সেখানকার তথ্য দপ্তরের প্রধান আবদুল হাজি জইম বলেন, 'আমাদের এলাকায় ২ হাজার বাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও ৪ হাজার ঘরবাড়ি। প্রাদেশিক রাজধানী ফিরোজ-কোহতে ২ হাজারটি দোকান বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।' আফগান সরকারের হিসাব অনুযায়ী, গত একসপ্তাহে বৃষ্টির জেরে ৩১৫টি প্রাণহানির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। আহতের সংখ্যা ১,৬০০ ছাড়িয়েছে।

নাড্ডার মন্তব্যে চর্চা, উদ্ধবের কটাক্ষ

'সংঘের প্রয়োজন নেই বিজেপির'

শুরুতে আমরা অক্ষম ছিলাম। আরএসএসের প্রয়োজন পড়ত। আজ আমরা বড় হয়ে গিয়েছি। সক্ষম হয়েছি। তাই বিজেপি নিজেই নিজেকে পরিচালিত করে।

জেপি নাড্ডা

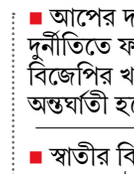

উনি আমাদের নকল শিবসেনা বলেছিলেন। আগামীকাল হয়তো আরএসএসকে নকল সংঘ বলবেন। আমার তো মনে হয়, বিজেপি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করবে।

উদ্ধব ঠাকরে

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১৮ মে : আরএসএস এবং বিজেপি হরিহর আত্মা বলেই পরিচিত। প্রথমে জনসংঘ, তারপর বিজেপি, প্রদীপ থেকে পদ্মের দীর্ঘ পথ চলায় সবসময় আশা ভরসা ছিল আরএসএস। অটলবিহারী বাজপেয়ী থেকে নরেন্দ্র মোদি, প্রত্যেকেই দীর্ঘ সময় সংঘের স্বয়ংসেবক ছিলেন। মাত্র দুজন সাংসদের দল থেকে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়ার নেপথ্যে আরএসএসের অবদান কোনও অংশে কম নয়। অথচ এহেন আরএসএসের প্রয়োজন যে এখন বিজেপির কাছে ফুরিয়ে গিয়েছে কার্যত জানিয়ে দিলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'শুরুতে আমরা অক্ষম ছিলাম। একটু কম ছিলাম। আরএসএসের প্রয়োজন পড়ত। আজ আমরা বড় হয়ে গিয়েছি। সক্ষম হয়েছি। তাই বিজেপি নিজেই নিজেকে পরিচালিত করে।' নাড্ডার এই মন্তব্যের পরই হইচই পড়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে সরাসরি নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। মহারাষ্ট্রে প্রচারে এসে মোদি তাঁর দলকে বারবার নকল শিবসেনা বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই কটাক্ষের জবাবে উদ্ধব এদিন বলেন, 'উনি আমাদের নকল শিবসেনা বলেছিলেন। আগামীকাল হয়তো আরএসএসকে নকল সংঘ বলবেন। আমার তো এখন মনে হচ্ছে, আরএসএসের মাথার ওপর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। বিজেপি আরএসএসকে নিষিদ্ধ করবে।'

ওই সাক্ষাৎকারে বিজেপির আদৌ আরএসএসের সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে কি না জানতে চাওয়া হলে নাড্ডা বলেন, 'দল তো বেড়েছে। সকলের নিজস্ব দায়িত্ব এবং ভূমিকা রয়েছে। আরএসএস একটি সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক সংগঠন। আমরা একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এটা প্রয়োজনের প্রশ্ন নয়। এটা আদর্শের ব্যাপার। ওরা মতাদর্শগতভাবে ওদের নিজেদের কাজ করে। আমরা আমাদের করি। রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে কাজ করে সেভাবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করি।'

মনমোহন, আদবানির দুয়ারে ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ মে : বর্ষীয়ান মানুষদের বাড়ি থেকে ভোটগ্রহণ কর্মসূচিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড.মনমোহন সিং, প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি। দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা মুরলীমনোহর যোশিও বাড়িতে বসে ভোট দেন। দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনের ভোট ২৫ মে। তার আগে নির্বাচন কমিশনের নতুন উদ্যোগে সাড়া দিয়ে ভোট ফ্রম হোমের সুযোগ পেলেন এই বর্ষীয়ান নেতারা। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, ৮৫ বা তদূর্ধ্ব প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম নাগরিকরা নিজেদের বাড়ি থেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

বাসে আগুন, জীবন্ত দগ্ধ ৯

চণ্ডীগড়, ১৮ মে : হরিয়ানায় যাত্রীবোঝাই চলন্ত বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হল ৯ জনের। শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ হরিয়ানার নুহ জেলায় এই ঘটনা ঘটে। এই অগ্নিকাণ্ডে ২৪ জন জখম হয়েছেন। বাসটিতে প্রায় ৬০ জন যাত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই তীর্থযাত্রী।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি বৃন্দাবন এবং মথুরা থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ফিরছিল। মূলত পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের যাত্রীরা ওই বাসে ছিলেন। নুহের কাছে কুন্ডলি-মানেসর-পালওয়াল জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটিতে আগুন লাগে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ৯ জনের। স্থানীয়রা চলন্ত বাসে আগুন দেখতে পেয়ে সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ও দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতালে পাঠানো হয় আহতদের। তবে কী কারণে চলন্ত বাসে আগুন লাগল, তা জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং অগ্নিসুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকার জন্যই বারবার হরিয়ানায় বাস দুর্ঘটনা ঘটছে বলে সন্দেহ।

৪ জুন থেকে অচ্ছে দিন : খাড়গে, উদ্ধব

মুম্বই, ১৮ মে : বাকি আর মাত্র ১৭ দিন। তারপরই ৪ জুন থেকে দেশে অচ্ছে দিন শুরু হবে বলে দাবি করলেন 'ইন্ডিয়া' নেতৃত্ব। শনিবার মুম্বইয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ারের সঙ্গে ইন্ডিয়ার ব্যানারে একটি যৌথ সাংবাদিক করেন শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। সেখানে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '৪ জুন কেন্দ্রে যখন ইন্ডিয়া জোটের সরকার গঠন হবে তখন থেকে দেশে আচ্ছে দিন শুরু হবে।' উদ্ধব বলেন, 'আমাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কে হবেন সেটা ইন্ডিয়া জোটের মধ্যেই ঠিক হয়ে গিয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নিয়ে মোদিকে চিন্তা করতে হবে না।'

তাঁকে সমর্থন করে খাড়গেও কেন্দ্রে পরিবর্তনের বার্তা দেন। তিনি বলেন, 'মোদিজি সবাইকে ধমকান। ইডি, সিবিআই, আয়কর দপ্তরের ধমকানো, চমকানো ঢের হয়েছে। কেন্দ্রে ইন্ডিয়া সরকার তৈরি হলেই সব বন্ধ হয়ে যাবে।' মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ারকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি যে সরকার তৈরি করেছে তাকে এদিন বেআইনি বলে কটাক্ষ করেন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রে যে সরকার তৈরি হয়েছে সেটা প্রতারণা করে গঠন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসল দলগুলির থেকে তাদের প্রতীক কেড়ে নেওয়া হয়েছে।' সোমবার মহারাষ্ট্রের অন্তিম দফার ভোট। তার আগে খাড়গের আশা, মহারাষ্ট্রের ৪৮টি আসনের মধ্যে এমভিএ-ইন্ডিয়া জোট অন্তত ৪৬টি আসন পাবে। তাঁর অভিযোগ, মোদির মতো অতীতে অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রী মানুষকে উসকানি দেননি। উনি গণতন্ত্রের কথা বললেও তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি মানতে চান না। কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে রাম মন্দিরে বুলডোজার চালানোর যে অভিযোগ তিনি করেছেন তা নস্যাৎ করে খাড়গে বলেন, 'আমরা কখনও বুলডোজার ব্যবহার করিনি। উনি যেভাবে উসকানি দেন নির্বাচন কমিশনের উচিত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।' শারদ পাওয়ার বলেন, 'আমরা সমস্ত ধর্মকে সম্মান করি। বিজেপি শুধু বিভাজন করে।'

পড়ুয়াদের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন ভারত

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : বিদেশি পড়ুয়াদের ওপর হামলা হচ্ছে কিরঘিজস্তানে। কয়েকজন পাকিস্তানি পড়ুয়া আক্রান্ত হয়েছেন। ভারতীয়দের আস্তানাতেও হামলা চালিয়েছে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। কিরঘিজস্তানের ভারতীয় পড়ুয়াদের সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে বাড়ির বাইরে না বেরোতে। একইসঙ্গে পড়ুয়াদের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন মোটের ওপর শান্ত। যদিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হামলার হাত থেকে বাঁচতে বিশকেকের একটি ক্যাফেতে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতীয় পড়ুয়ারা। সেখান থেকেই তাঁরা সাহায্য চেয়েছেন ভারতীয় দূতাবাসের কাছে। ভারতীয়রা অক্ষত বলে জানিয়েছে বিদেশ দপ্তর।

পাকিস্তানের দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১৩ মে বিশকেকে কিরঘিজ এবং মিশরীয় পড়ুয়াদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। তাঁর ভিডিও শুক্রবার সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। সেই ভিডিও ঘিরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজধানী শহরে।

পাক দূতাবাসের পোস্টে বলা হয়েছে, বিশকেকের কিছু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য ভবন, যেখানে বিদেশি পড়ুয়ারা থাকেন, সেগুলি বেছে বেছে আক্রমণ করা হচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান থেকে যাওয়া পড়ুয়ারা থাকেন, এমন হস্টেল আক্রমণের শিকার। তবে তিন পাকিস্তানি পড়ুয়ার মৃত্যুর যে খবর সমাজমাধ্যমে রটেছে, সে

কিরঘিজস্তান

ব্যাপারে পাক দূতাবাসের কাছে কোনও খবর নেই।

পাক দূতাবাসও তাদের ছাত্রছাত্রীদের ঘরের ভিতরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী শনিবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিশকেকে ভারতীয় পড়ুয়াদের পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছি। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। পড়ুয়াদের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিচ্ছি।' বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য বলছে, বর্তমানে কিরঘিজস্তানে ১৪,৫০০ ভারতীয় পড়ুয়া রয়েছেন। পাকিস্তানি পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার।

দোষ প্রমাণ হলে শাস্তি হবে নাতির, জানালেন দেবেগৌড়া

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : বাবা, ছেলে, নাতি। জেডিএসের হয়ে লড়াই করে সাংসদ, বিধায়ক হয়েছেন এইচডি দেবেগৌড়ার পরিবারের ৩ প্রজন্ম। তবে এনডিএ-তে শামিল হওয়ার পর জেডিএসের 'পরিবারবাদ' নিয়ে নীরব বিজেপি। তবে নিজের নাতি তথা হাসানের বিদায়ি সাংসদ প্রোজ্জ্বল রেভান্নার বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হেনস্তার অভিযোগ এবং আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশ্যে আসার জেরে চরম অস্বস্তিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া।

শনিবার তিনি জানিয়েছেন, দোষী প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী নাতি যে শাস্তি পাবেন, তাতে তাঁর আপত্তি থাকবে না। পাশাপাশি এবার জন্মদিন পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৯২ বছরের দেবেগৌড়া। এদিন তিনি বলেন, 'এ প্রসঙ্গে কুমারাস্বামী (দেবেগৌড়ার অন্য ছেলে এবং জেডিএস সভাপতি) আমাদের পরিবারের তরফে বলেছেন, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সরকারের দায়িত্ব।' প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রোজ্জ্বলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, যেভাবে মামলা সাজানো হয়েছে, মানুষ সেই বিষয়ে অবগত।'

> প্রোজ্জ্বলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, যেভাবে মামলা সাজানো হয়েছে, মানুষ সেই বিষয়ে অবগত।
>
> **এইচডি দেবেগৌড়া**
> *প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী*

রাজনৈতিকভাবে কি আপনার পরিবারকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে? দেবেগৌড়ার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'এটা সত্যি যে এর সঙ্গে অনেকে জড়িত। আমি কারও নাম করব না। কী পদক্ষেপ করা হবে, সেই ব্যাপারে কুমারাস্বামী বলবেন।'

গজরাজের আশীর্বাদের অপেক্ষা... শনিবার তিরুবনন্তপুরমে।

'বরবাদি কি কাহানি'র শেষ দেখতে চান ব্রিজভূষণ

লখনউ, ১৮ মে : প্রার্থী হতে না পারলেও আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের। দলের কাছে সামান্য হলেও ব্রাত্য হওয়া সত্ত্বেও নিজের খাসতালুক দখলে রাখতে আদাজল খেয়ে নেমেছেন উত্তরপ্রদেশের কায়সেরগঞ্জের বিদায়ি বিজেপি সাংসদ।

ব্রিজভূষণকে এবার লোকসভা ভোটে প্রার্থী করেনি বিজেপি। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার মামলা চলছে। ইতিমধ্যে আদালতে তা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিতও হয়েছে। জাতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে দিল্লির রাস্তায় অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগিরদের প্রতিবাদের ছবি এখনও বেশ তাজা। লোকসভা ভোটের আবহে ব্রিজভূষণ কাণ্ড যাতে নতুন করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলতে না পারে, তার জন্যই হয়তো শিকে ছেঁড়েনি ৬ বারের সাংসদের।

কায়সেরগঞ্জে প্রচারের কেন্দ্রে ব্রিজভূষণ থাকলেও তাঁর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার ঝোঁক দলের প্রথমসারির নেতানেত্রীদের মধ্যে স্পষ্ট। গত রবিবার প্রয়াগপুরে করণের সমর্থনে সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। কিন্তু একবারের জন্যও ব্রিজভূষণের নাম শোনা যায়নি তাঁর মুখে। 'স্থানীয় সাংসদ', 'করণের বাবা' ইত্যাদি বলে যোগী পাশ কাটিয়েছেন ব্রিজভূষণকে। উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য আগেই জানিয়েছেন, 'কায়সেরগঞ্জে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রচারে আসার সম্ভাবনা নেই।' এই পরিস্থিতিতে পুত্র করণকে সামনে রেখে কায়সেরগঞ্জ এবারও দখলে রাখতে পারলে দলীয় নেতৃত্বকে তো বার্তা দেওয়া হবেই, একইসঙ্গে বকলমে যে ব্রিজভূষণের হাতেই ক্ষমতা থাকবে সেই বিষয়ে

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কোনও সংশয় নেই।

হারার আগে হাল ছাড়ার পাত্র ব্রিজভূষণ নন। দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও অবদানের পাশাপাশি শরিফ-গরিব নির্বিশেষে সমস্ত

মানুষের পাশে থাকার ইতিহাস মনে করিয়ে দিয়ে তিনি ভাবাবেগে তাড়িত করতে চাইছেন কায়সেরগঞ্জকে। মুখে বলছেন, 'সাংসদ হয়েও চাষবাস, গোরু, মহিষ নিয়ে থাকি সবার সঙ্গে। ৫০০ কিমি দূরের নেতারা যা-ই চান, আমি বিনা যুদ্ধে মাটি ছাড়ব না।'

প্রাক্তন কুস্তিকর্তার দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক চক্রান্ত হয়েছে। এখনও হচ্ছে। কিন্তু আগেও প্রমাণ হয়েছে তিনি নির্দোষ। এবারও উলটো কিছু হবে না। বিশ্বের কোনও আদালত তাঁকে দোষী বলে রায় দেবে না। আর জনতার আদালতের রায়ও তাঁর পক্ষে যাবে। তাঁর কথায়, 'আমাকে ওরা ডোবাতে চাইছে। চাইছে রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দিতে। আর আমি চাইছি ভেসে থাকতে। লড়ছি জবাব দিতে।' কায়সেরগঞ্জের পিছড়ে বর্গের মানুষ তাঁকে বিমুখ করবেন না, এই বিশ্বাসে তিনি বলছেন, '২০ মে ইভিএম-এর বোতাম এমনভাবে টিপুন যাতে তা থাপ্পড় হয়ে সপাটে গিয়ে পড়ে ওদের গালে।'

প্রতিটি নির্বাচনি সমাবেশে ব্রিজভূষণ বলছেন একই কথা। এ তাঁর 'মর্যাদা রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের লড়াই'। কায়সেরগঞ্জে এমন একটি ঘর নেই, যেখানে ব্রিজভূষণের অর্থ ও উপহার পৌঁছোয়নি। সুতরাং করণকে ভোট দিয়ে ব্রিজভূষণকে জেতান।

নয়ের দশকে লালকৃষ্ণ আদবানি রাম মন্দির আন্দোলন শুরু করার পর কায়সেরগঞ্জে সেই আন্দোলনের মুখ হয়ে ওঠেন ব্রিজভূষণ। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অভিযোগে জেলেও যেতে হয়েছিল তাঁকে। এরপর ১৯৯৬ সালে দাউদ ইব্রাহিমের দলের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে অধুনা লুপ্ত টাডা আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ব্রিজভূষণ। যদিও পরে প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস হন।

২০ মে ভোট দেবে কায়সেরগঞ্জ। ব্রিজভূষণের 'বরবাদি কি কাহানি'-র শেষটা তাঁর চাহিদামতোই হয় কি না, সেটাই দেখার।

খেলায় আজ

২০১২ : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে চেলসি টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দিল বায়ার্ন মিউনিখকে। ব্লুজ ব্রিগেড প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতল।

সেরা অফবিট খবর

স্কুলে ক্রিকেটে কামিন্স

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে সম্প্রতি হায়দরাবাদের স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে দেখা গিয়েছে। দায়সারাভাবে কয়েকটা বল ছোড়া নয়, কামিন্সকে ব্যাটারের ভূমিকাতেও দেখা গিয়েছে। আবার উইকেটকিপিং করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। এমনকি আম্পায়ারিং করতেও দ্বিধা করেননি কামিন্স। পরে তাঁর খুদে সতীর্থদের সঙ্গে ছবিও তুলেছেন।

ইনস্টা সেরা

বাবা ম্যাথু হেডেন এসেছেন আইপিএলে ধারাভাষ্য দিতে। মেয়ে গ্রেস মজে রয়েছেন হায়দরাবাদি বিরিয়ানিতে।

ভাইরাল

শর্মাজি কা বেটার জন্য

আইপিএল থেকে ছুটি হয়ে গিয়েছে লোকেশ রাহুলের। টি২০ বিশ্বকাপের ভারতীয় দলেও তাঁর জায়গা হয়নি। অখণ্ড অবসর কীভাবে কাটাবেন? মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয়ের পর আইপিএল শুরুর আগের এক বিজ্ঞাপনের জের টেনে লোকেশ বলেছেন, 'এবার আমি শ্বশুরের (সুনীল শেট্টি) দলে। দুইজনে মিলে বিশ্বকাপে শর্মাজি কা বেটার দলের জন্য সমর্থন করব।'

সংখ্যায় চমক

১৩৭

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে পাকিস্তানের নিদা দার ২ উইকেট নিলেন। সেই সুবাদে মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সবাধিক ১৩৭ উইকেট হয়ে গেল তাঁর।

উত্তরের মুখ

১৮/৪

বালুরঘাট স্টেডিয়ামে সিএবি-র দাত্তু ফাদকার ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে শনিবার আশিক রায় ১৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে। তার দল শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ১০ রানে হারিয়েছে কলকাতার রত্নাকর নর্থ পয়েন্ট স্কুলকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোন ভারতীয় ক্রিকেটার একদিনের ম্যাচে অভিষেকেই শতরান করেছেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. লোকেশ রাহুল,
২. সুনীল গাভাসকার।

সঠিক উত্তরদাতারা

পরান সরকার, প্রদীপ্ত শর্মা সরকার, কৌশোভ রায়, পম্পা সাহা, অঙ্কুশ দাস, বিপুল সরকার, প্রণবেশ বর্মন,রাজদীপ ভৌমিক।

হিটম্যানকে বিশেষ মেডেল নীতার

দাঁড়িয়ে রোহিতকে অভ্যর্থনা দর্শকদের

মুম্বই, ১৮ মে : মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ইনিংসের একাদশ ওভার।

রবি বিষ্ণোইয়ের বলে আউট রোহিত শর্মা। হতাশ হিটম্যান সাজঘরের পথে। গোটা স্টেডিয়াম উঠে দাঁড়িয়ে। করতালিতে মুখরিত রাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। আক্ষেপ, হতাশার সঙ্গে যেন বিদায়ের সুর। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নীল জার্সিতে শেষ ম্যাচটাই কি খেলে ফেললেন রোহিত? বিদায়ি নায়ককে স্বাগত জানানোর মেজাজে সেই সুরটাই ধরা পড়ছিল। প্রিয় নায়কের মাঠ ছাড়ার মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা সমর্থকদের।

চেষ্টা ছিল রোহিতের ব্যাটেও। লখনউয়ের ২১৪ রানের চ্যালেঞ্জের জবাব দিচ্ছিলেন চেনা মেজাজে। নির্ভরতা জোগাচ্ছিলেন, যার হাতধরে পাঁচ-পাঁচবার আইপিএল সেরার মুকুট। ৩৮ বলে ৬৮, ১০টি চার, ৩টি ছক্কা, যদিও রোহিত-শোয়ের পরও হার দিয়ে শেষ।

নেতৃত্ব-বিতর্ক, হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন—রোহিতের দল ছাড়া প্রায় নিশ্চিত। আগামী বছর মেগা নিলাম। জার্সি বদলের ইঙ্গিত ইতিমধ্যে দিয়েও রেখেছেন রোহিত। গতকাল মুম্বইয়ের লিগ অভিযান শেষের পর জল্পনা আরও তুঙ্গে।

এরমধ্যে ভাইরাল নীতা আম্বানির সঙ্গে রোহিতের জোড়া ভিডিও। ম্যাচ শেষে মাঠে পাশে দুইজনকে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে পোস্ট করা অপর ভিডিওয় রোহিতকে বিশেষ মেডেল পরিয়ে দিচ্ছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি মালকিন। দুইয়ে দুইয়ে চার-অনেকের মতে, ক্ষুব্ধ রোহিতকে শান্ত করিয়ে শেষপর্যন্ত কী রেখে দেওয়ার একটা হয়তো চেষ্টা চালাবে মুম্বই।

দক্ষতা, অভিজ্ঞতার সঙ্গে রোহিতের ব্র্যান্ডভ্যালু, অস্বীকার করা মুশকিল। রোহিতের প্রতি সমর্থকদের আবেগের গভীরতা পুরো টুর্নামেন্টে টের পেয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তারা এবং হার্দিক পান্ডিয়া।

হেডকোচ মার্ক বাউচার তো জানিয়েই দিয়েছেন, হার্দিককে ঘিরে সমর্থকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের প্রভাব পড়েছে। রোহিতের আইপিএল-ভবিষ্যৎ নিয়েও মুখ খুলেছেন বাউচার। এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'বিশেষ কিছু নয়। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কী ভাবছে? উত্তরে রোহিত বলে, সামনে টি২০ বিশ্বকাপ। ফোকাস এখন সেই দিকেই। রোহিতের মতো ক্রিকেটাররা নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই তৈরি করে। আগামী বছর মেগা নিলাম। কী ঘটবে, কে বলতে পারে।'

কয়েকদিন আগে ইডেন গার্ডেন্সে রোহিত-কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের কথোপকথন বিতর্ক ছড়িয়েছিল। যেখানে রোহিতকে বলতে শোনা যায়, 'এই মন্দির আমি বানিয়েছিলাম। যাইহোক, ওরা কী করবে, সেটা ওদের ব্যাপার। আমার কিছু আসে যায় না। এটাই শেষ।'

লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে হারের পর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই নীতা আম্বানির সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় রোহিত শর্মাকে।

রোহিতও চান না তেমন কোনও বিতর্ক তৈরি হোক। লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষে তাদের সতীর্থদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় রেকর্ড করা নিয়েও আপত্তি জানান। অডিও অফ রেখে রেকর্ডের অনুরোধ করেন। জানিয়েছেন, একটা ভিডিও ইতিমধ্যেই তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

অপরদিকে হার্দিক কার্যত বিধ্বস্ত। দূরত্ব সরিয়ে সূর্যকুমার যাদবকে গতকাল দেখা যায় হার্দিকের কাঁধে হাত রাখতে। তবে পরের লিগে সূর্যের হাত হার্দিকের কাঁধে থাকবেই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। হার্দিককে নেতৃত্ব দেওয়ার পর অসন্তোষ গোপন করেননি সূর্য। ফলে ফের হার্দিকের নেতৃত্বে খেলা নিয়ে বেঁকে বসলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। একই দোলাচল জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও।

মড়ার ওপর আবার খাঁড়ার ঘা হার্দিকের ওপর। তৃতীয়বার মন্থর ওভার রেটের জন্য ম্যাচ ফি-র তিরিশ শতাংশ জরিমানার সঙ্গে এক ম্যাচের নির্বাসন। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের লিগে নিজের প্রথম ম্যাচ হার্দিক খেলতে পারবেন না।

নির্বাসন ছাপিয়ে দলের ব্যর্থতা। হার্দিক বলেছেন, 'প্রত্যাশানুযায়ী খেলতে পারিনি। পুরো সিজনই ভুলে ভরা। যার খেসারত দিতে হয়েছে। কী ভুল হয়েছে, এখনই নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল।' ব্যর্থতার শীর্ষতালিকায় খোদ অধিনায়ক নিজে। ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগেই চূড়ান্ত ফ্লপ।

তুলনায় মন্দের ভালো রোহিত। দলের শেষ পাঁচ বছরে প্রথমবার চারশো প্লাস রান (৪১৭) করেন। রোহিত যদিও দাবি করেছেন, 'নিজের মান অনুযায়ী খেলতে পারিনি আমি। আর স্ট্র্যাটেজির সঠিক বাস্তবায়ন ঘটাতে না পারার দায়টা গোটা দলের।'

কারও কাছে প্রমাণের নেই } বিরাট

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : বিতর্ক থামার লক্ষণ নেই। নাম না করে ফের সুনীল গাভাসকারকে নিশানা করলেন বিরাট কোহলি। জানিয়ে দিলেন, বাইরে কে কী বলল, কানে তোলার প্রয়োজন মনে করেন না।

চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে 'ডু অর ডাই' ম্যাচের আগে বিরাট বলেছেন, 'জানি মাঠে নেমে আমি কী করতে পারি। আমি কী ধরনের প্লেয়ার, আমার দক্ষতা নিয়ে কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। ম্যাচ কীভাবে জিততে হবে, তা নিয়ে কখনও কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি। অভিজ্ঞতার সঙ্গেই এটা রপ্ত করেছি। আর নিয়মিত দলকে জেতানো কোনও অঘটন নয়।'

কারও নাম উল্লেখ না করলেও লক্ষ্য যে গাভাসকার, তা পরিষ্কার। ঘনঘন বিশ্রাম, স্ট্রাইক রেট সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিরাটকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। কয়েকদিন আগে গাভাসকার বলেছেন, 'বাইরের বিষয় নিয়ে যখন মাথা ঘামায় না, তাহলে উত্তর দেয় কেন?' যদিও থামার পাত্র নন বিরাট।

মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নিয়ে বিরাট অবশ্য বরাবরের মতো আবেগতাড়িত। চেন্নাই-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পর্যন্ত যাবে ম্যাচ? প্রশ্ন উঠত। কিন্তু ওভাবেই প্রচুর ম্যাচ জিতিয়েছে। আসলে মাহিভাই জানে, সে কী করছে। আত্মবিশ্বাসী ছিল, ম্যাচ শেষ পর্যন্ত গেলে ও ফিনিশ করে ফিরবে।'

অধিনায়ক হওয়ার পর এমএস ধোনিকে পাশে পেয়েছেন। পরিস্থিতি, প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ নিতেন। বিরাটের মতে, সম্পর্কটা তাই এত গভীর, ভালো। দুজনে সবসময় দলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ধোনি সবসময় তাঁর ওপর ভরসা রেখেছেন। বিশ্বাস রাখতেন বিরাটও। কখনও ধোনির পরামর্শ মেনে নিয়েছেন। কখনও ঠিক উলটোটা। তা করেছেন পরস্পরের প্রতি সৎ থেকে।

ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে রোহিত শর্মার মতকে সমর্থন করলেন বিরাট। বলেছেন, 'রোহিতের সঙ্গে আমি একমত। বিনোদন খেলার অঙ্গ। কিন্তু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। প্রতি বলেই চার-ছক্কা হবে। আশঙ্কায় ভুগছে বোলাররা। এরকম পরিস্থিতি আগে ছিল না। ব্যাট-বলের ভারসাম্যই ক্রিকেটকে আকর্ষণ।'

বিরাটের আরও সংযোজন, 'সব দলে তো আর বুমরাহ নেই। শুনেছি ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে ভাবছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আশাকরি একটা সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ ক্রিকেট মানে শুধু চার-ছক্কা নয়। ১৬০ করে ম্যাচ জেতাও আকর্ষণের।'

মাহি-আবেগ, সমর্থন রোহিতকেও

শেষবারের মতো প্রিয় মাহির বিরুদ্ধে খেলতে নামার ইঙ্গিত দিয়ে নয়া জল্পনা (ধোনির বিদায়ের সম্ভাবনা) উসকে দিলেন। বলেছেন, 'আমি আর ধোনি হয়তো শেষবার একসঙ্গে মাঠে নামব। কী হবে জানি না। দেশের হয়ে অনেক ম্যাচ খেলেছি। বেশ কিছু জুটিও রয়েছে। সমর্থকদের জন্য আমাদের দুজনকে শেষবার একসঙ্গে দেখতে পাওয়া বেশ আকর্ষণীয় হবে।'

স্ট্রাইক রেট নিয়ে সমালোচনার উত্তরে ঢাল হিসেবে মাহিকে ব্যবহার করলেন। যুক্তি, 'ম্যাচকে শেষ ওভার পর্যন্ত টেনে যাওয়া নিয়ে মাহিভাইয়েরও সমালোচনা হত। কেন শেষ ওভার

দুইয়ের লক্ষ্যে সঞ্জুরা, নাইটরা চায় ধারাবাহিকতা

দল বেঁধে কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দিয়ে এলেন কেকেআর ক্রিকেটাররা।

গুয়াহাটি, ১৮ মে : কী অদ্ভুত সমাপতন!

এই তো কয়েকদিন আগের কথা। ১৬ এপ্রিল রাতের ইডেন গার্ডেন্সে আঁধারে ঢেকে গিয়েছিল নাইট সংসার। বাইশ গজে জয় বাটলারের 'দাদাগিরি' ধাক্কা দিয়েছিল নাইটদের। ঠান্ডা মাথায় ব্যাট হাতে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে 'খুন' করেছিলেন জোশ বাটলার।

রাজস্থান রয়্যালস প্লে-অফের লক্ষ্যে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। মাঝের সময়ে অদ্ভুত বৈপরীত্য দুই শিবিরে!

কেকেআর বাটলারি চালে 'বোল্ড' হওয়ার পর থেকে নিজেদের ক্রমশ গুছিয়ে নিয়েছে। এগিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর সেভাবেই বাইশ গজে নিজেদের মেলে ধরে প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে। শুধু তাই নয়, ১৩ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শ্রেয়স আইয়াররা লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানও নিশ্চিত করেছেন আগেই। কেকেআরের এগিয়ে চলার পাশে প্লে-অফ নিশ্চিত হলেও রাজস্থানের ক্রিকেটে ক্রমাগত ভাঁটার টান। টানা চার ম্যাচ হারের পরও সঞ্জু স্যামসনের দল প্লে-অফে। কিন্তু দ্বিতীয় নাকি তিন নম্বর জায়গায় থাকবে তারা, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। কাল কেকেআরের বিরুদ্ধে টানা হারের ধাক্কা সামলানোর পাশে প্লে-অফের আগে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জের সামনে রয়্যালসরা। যদিও কাজটা সহজ নয় মোটেও।

সৌজন্যে গুয়াহাটির বরসাপাড়া ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজ। দিন কয়েক আগেই এই মাঠে রাজস্থান খেলেছে এবং হেরেছে। মন্থর বাইশ গজে স্পিনারদের দাপট দেখা গিয়েছে। রাজস্থানের স্কোয়াডে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, যুযবেন্দ্র চাহালের মতো স্পিনার রয়েছেন ঠিকই। কিন্তু চলতি আইপিএলে অশ্বীন-চাহাল জুটির দাপট সেভাবে দেখা যায়নি। নাইটদের হয়ে সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীরা ক্রমাগত ধারাবাহিকতা দেখিয়ে বিপক্ষ শিবিরে ত্রাস সঞ্চার করেছেন। দলের জয় নিশ্চিত করেছেন। আগামীকাল নারায়ণ-বরুণদের ম্যাজিক দেখানোর জন্য বরসাপাড়ার বাইশ গজ সবদিক থেকে তৈরি। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে কেকেআরের ওপেনার নারায়ণের জন্যও কালকের ম্যাচে একটা 'বদলার' আবহ লুকিয়ে রয়েছে। ইডেনে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচে আইপিএলের প্রথম শতরান করেছিলেন নারায়ণ। কিন্তু দল হেরেছিল।

ফের এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়, তা নিয়ে রীতিমতো সতর্ক শাহরুখ খানের নাইটরা। লিগের শেষ ম্যাচ জিতে ২১ মে আহমেদাবাদে প্লে-অফ যুদ্ধে নামতে চাইছেন শ্রেয়সরা। আজ সন্ধ্যায় কেকেআরের অনুশীলনে দলের সব ক্রিকেটারের মধ্যেই একটা সিরিয়াস বিষয় নজরে এসেছে। পিচ নিয়েও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ও মেন্টর গৌতম গম্ভীররা বারবার আলোচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, নাইটদের বিস্ফোরক ওপেনার ফিল সল্ট ইংল্যান্ড ফিরে যাওয়ার পর আগামীকাল রাজস্থান ম্যাচে নারায়ণের সঙ্গে রহমনুল্লাহ গুরবাজের ওপেন করতে নামা নিশ্চিত। কিন্তু তাঁদের জুটি জমবে কিনা, তা নিয়ে রয়েছে প্রশ্ন ও সংশয়। সল্টের দেশে ফেরা নাইটদের কতটা ধাক্কা দিয়েছে, কালকের ম্যাচেই হয়তো প্রমাণ হবে। কিন্তু সল্টের স্বদেশীয় রাজস্থান ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ বাটলারের ফিরে যাওয়া নিশ্চিতভাবেই সঞ্জুদের ধাক্কা দিয়েছে। প্লে-অফে নামার আগে তাই দুই শিবিরেই ওপেনিং জুটি নিয়ে রয়েছে দুশ্চিন্তা।

কামাখ্যায় পুজো দিলেন রিঙ্কুরা

সাফল্যের ছন্দ ও আগামীর লক্ষ্যপূরণে কেকেআর একটু বেশিই সক্রিয়। তাই গতকাল বিকেলে গুয়াহাটি পৌঁছানোর পর আজ রিঙ্কু সিং, বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানা, আন্দ্রে রাসেলরা যেমন স্থানীয়দের থেকে অসমের বিহু নাচ শেখার চেষ্টা করেছেন। তেমনই দুপুরের দিকে সাফল্যের প্রার্থনায় কামাখ্যা মন্দিরে পুজোও দিয়েছেন।

আসলে সাফল্যের ছন্দের পাশে তিন নম্বর ট্রফির প্রতিজ্ঞাও ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছে নাইট শিবিরে। শুধু তাই নয়, দলের মেন্টর গম্ভীর যদি শেষ পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচের দায়িত্ব নেন, তাহলে তাঁকে ট্রফি তুলে দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনাও ঘুরছে কেকেআর শিবিরে। সাফল্যের স্বাদ যে এমনই ফুরফুরে হয়ে থাকে।

আইপিএলে আজ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম পাঞ্জাব কিংস

স্থান : হায়দরাবাদ
খেলা শুরু : দুপুর ৩.৩০ মিনিট

রাজস্থান রয়্যালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স

স্থান : গুয়াহাটি
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

রাসেল হতে চাইছেন আত্মবিশ্বাসী রামনদীপ

গুয়াহাটি, ১৮ মে : বয়স ২৭। কিন্তু কথা বললে মনে হবে, অন্তত ৩৮-৪০। মানসিকভাবে অসম্ভব পরিণত। সবসময় শিখতে চান।

শেষ নিলামের সময় কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে যখন পাঞ্জাবের রামনদীপ সিংকে স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছিল, অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। প্রশ্ন ছিল, কেন রামনদীপ? প্রশ্নের জবাব পেয়ে গিয়েছে ক্রিকেটমহল। দুর্দান্ত অলরাউন্ডার। বল হাতে হয়তো তাঁকে বেশি ব্যবহার করেননি অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। কিন্তু ব্যাট হাতে দলের দ্রে রাস হয়ে উঠেছেন তিনি। ১২ ম্যাচে ২০১ স্ট্রাইক রেটে ১২৫ রান যার বড় প্রমাণ। ছয়-সাত নম্বরে নেমে কেকেআরের ভরসা হয়ে উঠেছেন রামনদীপ। দোসর হিসেবে রয়েছে আউটফিল্ডে অসাধারণ ফিল্ডিং। এহেন রামনদীপ নিজেও চান নাইট সংসারের রাসেল হয়ে উঠতে। আগামীকাল রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে আজ সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রামনদীপ বলেছেন, 'অনেক পরিশ্রম করে দল হিসেবে এখানে পৌঁছেছি আমরা। এখন সামনে এগিয়ে চলাই মূল লক্ষ্য।'

> ফিনিশার হিসেবে কতটা কী করতে পেরেছি, জানি না। তবে রাসেলের সঙ্গে প্রায়ই ফিনিশারের ভূমিকা নিয়ে কথা হয়। এখনও শেখার অনেক বাকি রয়েছে আমার।
>
> **রামনদীপ সিং**

রাজস্থানের বিরুদ্ধে ম্যাচে দলে কি পরিবর্তন হতে পারে? জবাবে রামনদীপ বলেছেন, 'প্রথম একাদশ কী হবে, সেটা টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করবে। তবে আমার মনে হয় না প্লে-অফের আগে দলের কম্বিনেশনে কোনও বদলের প্রয়োজন রয়েছে বলে। বরং ছন্দ ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই এখন আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ।' ফিল সল্ট দেশে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে সুনীল নারায়ণের সঙ্গে কি রহমানুল্লাহ গুরবাজ ওপেন করবেন? রামনদীপের কথায়, 'সল্ট না থাকার বিষয়টা জানা। ওর বদলে কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে। সিদ্ধান্তটা টিম ম্যানেজমেন্টের।' রামনদীপকে বলা হচ্ছে, নাইট সংসারের ফিনিশার। আন্দ্রে রাসেল দলে থাকার পরও এমন তকমায় তিনি আপ্লুত। দ্রে রাসকে আদর্শ বলে জানিয়ে রামনদীপ বলেছেন, 'ফিনিশার হিসেবে কতটা কী করতে পেরেছি, জানি না। তবে রাসেলের সঙ্গে প্রায়ই ফিনিশারের ভূমিকা নিয়ে কথা হয়। এখনও শেখার অনেক বাকি রয়েছে আমার।'

রবিবার কী ব্যাটিং স্ট্র্যাটেজি হবে, অনুশীলনের ফাঁকেই তা ছকে ফেলছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা ও ট্রাভিস হেড।

কামিন্সদের লক্ষ্য প্রথম দুইয়ে থাকা

হায়দরাবাদ, ১৮ মে : ধারাবাহিকতার অভাব। বিদেশি ক্রিকেটারদের ব্যর্থতা। চোট পেয়ে নিয়মিত অধিনায়ক শিখর ধাওয়ানের ছিটকে যাওয়া। প্লে-অফ দৌড় থেকে ছিটকে যাওয়া পাঞ্জাব কিংসের অন্দরমহলে ব্যর্থতার চুলচেরা বিশ্লেষণে উঠে আসছে যা।

দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার জিতেশ শর্মার মুখে সেই সুর। বলছেন, ব্যর্থতা অনেক কিছু শিখিয়েছে। আগামীতে যা কাজে লাগাতে চান। প্রত্যাশানুযায়ী খেলতে না পারলেও চেষ্টার কসুর করেননি। আগামীকাল শেষ ম্যাচেও সেই চেষ্টা থাকবে। জিতে শেষের অঙ্কটা যখন ঘুরছে পাঞ্জাব কিংসের অন্দরমহলে, তখন সেরা দুইয়ের হাতছানি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সামনে। ১৩ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় তৃতীয় স্থানে প্যাট কামিন্সরা। আগামীকাল দুপুরের ম্যাচে পাঞ্জাব-বধ মানে ১৭ পয়েন্টে পৌঁছে যাওয়া। তারপর রাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকা। রাজস্থান হারলে লক্ষ্যপূরণ।

নতুন অধিনায়ক পাঞ্জাবের

চারমিনার শহরের রবিবাসরীয় টক্করে জিততে মরিয়া দুই শিবিরই। ফলস্বরূপ প্রথম সাক্ষাৎকারের মতো ফের উত্তেজক ম্যাচের সম্ভাবনা। নীতীশকুমার রেড্ডির দুরন্ত ব্যাটিং তফাত গড়ে দেয়। পাঞ্জাবের দুই তরুণ শশাঙ্ক সিং-আশুতোষ শর্মার লড়াই সত্ত্বেও ২ রানে জেতে হায়দরাবাদ।

আগামীকাল আবার অধিনায়ক স্যাম কুরান ও ওপেনার জনি বেয়ারস্টোকে পাচ্ছে না পাঞ্জাব। লিয়াম লিভিংস্টোন আগেই ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছেন। জাতীয় দলের কারণে নেই সিকান্দার রাজাও। বদলে যাওয়া একাদশে বিকল্প হিসেবে ঋষি ধাওয়ান, অথর্ব টাইরে।

রদবদল নেতৃত্বেও। কামিন্সের সঙ্গে জিতেশ টস করতে নামবেন। সবমিলিয়ে সাঁড়াশি চাপ কাটিয়ে ওঠা সহজ হবে না প্রীতি জিন্টার দলের পক্ষে। তবে প্লে-অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর প্রত্যাশার চাপ নেই। যে ম্যাচেও নজরে শশাঙ্ক, আশুতোষ।

ম্যাচের মূল আকর্ষণ সানরাইজার্সের বিস্ফোরক ওপেনিং জুটি-ট্রাভিস হেড, অভিষেক শর্মা। ব্যাট-বলের ভারসাম্যকে তুড়ি মেরে একবগ্গা দাপট। হেডদের চার-ছক্কার সুনামিতে অর্শদীপ সিং, নাথান এলিসরা আগামীকাল ভেসে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বিশ্বাস হারাতে নারাজ আর্সেনাল

ইতিহাস তৈরির হাতছানি সিটির

এক নজরে পরিসংখ্যান

- ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কাছে ইপিএলে প্রথম দল হিসাবে টানা চারবার লিগ জয়ের হাতছানি।
- ঘরের মাঠে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত সিটি।
- দুই দশক আগে ২০০৩-'০৪ মরশুমে শেষবার ইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আর্সেনাল।

২০২৩-'২৪ মরশুমে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন ফিল ফোডেন।

ম্যাঞ্চেস্টার ও লন্ডন, ১৮ মে : লিগের শেষ ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দাবিদার দুই ক্লাব-ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও আর্সেনাল। শেষদিন পর্যন্ত টানটান ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেতাবি লড়াই। রবিবার সন্ধ্যা সাতটায় ঘরের মাঠে সিটিজেন্স মুখোমুখি হবে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের। একই সময়ে এমিরেটস স্টেডিয়ামে আর্সেনালের প্রতিপক্ষ এভার্টন।

গতবার আর্সেনাল শেষ তিনটি ম্যাচের দুটিতে হেরে যাওয়ায় ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। এবার শেষ ৫ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছেন মার্টিন ওডেগার্ডরা। তবুও অঙ্কের বিচারে এগিয়ে ম্যান সিটি। ৩৭ ম্যাচে ৮৮ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে। সমসংখ্যক ম্যাচে দুইয়ে থাকা গানার্সের সংগ্রহে ৮৬ পয়েন্ট। অর্থাৎ খেতাবের আশা জিইয়ে রাখতে জিততেই হবে আর্সেনালকে। তারা পয়েন্ট নষ্ট করলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। সেক্ষেত্রে তাঁদের ম্যাচটির ফলাফলের কোনও মূল্য থাকবে না। তবে সিটি যদি ড্র করে এবং আর্সেনাল যদি জেতে, তাহলে দুইটি দলের পয়েন্ট সমান হলেও গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হবে গানার্স।

এবার চ্যাম্পিয়ন হলে টানা চারবার ইংল্যান্ডের সেরা ক্লাব হবে সিটি, যে রেকর্ড প্রিমিয়ার লিগের কোনও ক্লাবের নেই। এমন অবস্থায় সিটি সমর্থকদের মনে পড়ছে ২০১১-'১২ মরশুমের শেষ ম্যাচের কথা। কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে ৯৪ মিনিটে সের্জিও আগুয়েরোর গোলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্মৃতি এখনও ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে টাটকা। এবারও এতিহাদ স্টেডিয়ামে এমনই কিছু পরিস্থিতির আঁচ করে সিটি কোচ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'শুরুতেই ৩-০ ফলে এগিয়ে গেলে খুশি হব, কিন্তু বাস্তবে এটা হবে না। একটা কঠিন ম্যাচের জন্য তৈরি আছি। ফুটবলারদের মনে এই কথা ঢুকিয়ে দিয়েছি।' চোট সমস্যায় পাওয়া যাবে না গোলরক্ষক এডেরসন মোয়ারেসকে। মিডফিল্ড মায়েস্ত্রো কেভিন ডি ব্রুয়েনের ফিটনেস নিয়েও সংশয়ে পেপ। তবে ম্যাচের আগে সিটি শিবিরে সুখবর। ১৭টি গোল ও ৮টি অ্যাসিস্ট করে লিগের সেরা ফুটবলার হয়েছেন ইংরেজ উইঙ্গার ফিল ফোডেন। আবার ঘরের মাঠে শেষ ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত সিটিজেন্স।

> শুরুতেই ৩-০ ফলে এগিয়ে গেলে খুশি হব, কিন্তু বাস্তবে এটা হবে না। একটা কঠিন ম্যাচের জন্য তৈরি আছি। ফুটবলারদের মনে এই কথা ঢুকিয়ে দিয়েছি।
>
> **পেপ গুয়ার্দিওলা**

অন্যদিকে 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু' এই মন্ত্রেই দলকে উজ্জীবিত করছেন আর্সেনালের হেডস্যর মিকেল আর্তেতা। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হাল ছাড়তে নারাজ স্প্যানিশ ট্যাকটিশিয়ানের কথায়, 'এমিরেটস স্টেডিয়াম তৈরি হয়েছে ২০ বছর হয়ে গেল। কিন্তু এখানে এখনও ইপিএল খেতাব আসেনি। তবে এবার খেতাব জয়ের ব্যাপারে আমি ভীষণভাবে আশাবাদী। আমরা আমাদের কাজ করব। বাকিটা পরে দেখা যাবে। আশা করব আমাদের স্বপ্নপূরণে ওয়েস্ট হ্যাম সাহায্য করবে।' আর্সেনাল শেষবার ২০০৩-'০৪ মরশুমে ইংল্যান্ড সেরা হয়েছিল।

প্রায় ২৫ বছর আগে বার্সেলোনা এই ন্যাপকিনে লিওনেল মেসির সঙ্গে চুক্তি সেরেছিল। নিলামে যার দাম উঠল প্রায় ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা।

মেসির ছোঁয়ায় মহার্ঘ ন্যাপকিন

লন্ডন, ১৮ মে : নিলামে প্রায় ১ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হল লিওনেল মেসি-বার্সেলোনার প্রথম চুক্তিপত্র। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। শুক্রবার ব্রিটিশ নিলাম প্রতিষ্ঠান বোনহামসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এই চুক্তিপত্রের দাম। আসলে ২০০০ সালের ১৪ ডিসেম্বর মেসি ও বার্সেলোনার প্রথম চুক্তিপত্র লেখা হয়েছিল একটি ন্যাপকিন পেপারে। বোনহামসের অন্যতম কর্তা ইয়ান হিলিং বলেছেন, 'এটি শুধু সাধারণ ন্যাপকিন নয়। এটি মেসির জীবনকে বদলে দিয়েছিল এবং বার্সেলোনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছিল। সেইসঙ্গে কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীকে সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত উপহার দিয়েছিল।'

দুই দশক আগের ঘটনা। সেইসময় কিশোর মেসির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দলে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন বার্সার প্রাক্তন স্পোর্টিং ডিরেক্টর কার্লোস রেক্সাস। তাড়াহুড়োয় একটি ন্যাপকিন পেপারের ওপর চুক্তিপত্র লেখা হয়েছিল। তার পরের ইতিহাসটা গোটা বিশ্ব জানে। গত ফেব্রুয়ারিতেই জানা যায় নিলামে উঠতে চলেছে সেই ঐতিহাসিক ন্যাপকিন পেপার। এই ন্যাপকিন পেপারটি আর্জেন্টাইন এজেন্ট হোরাশিও গ্যাগিওলির থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গ্যাগিওলি বার্সার কাছে মেসির নাম সুপারিশ করেছিলেন।

অপরাজিত থেকে বুন্দেশলিগা খেতাব জয়ের পর উল্লাস বেয়ার লেভারকুসেন ফুটবলারদের। শনিবার।

ওয়েঙ্গারের আর্সেনালকে ছুঁল বেয়ার লেভারকুসেন

মিউনিখ, ১৮ মে : নতুন রূপকথা লিখল বেয়ার লেভারকুসেন। অপরাজিত থেকে লিগ জয়ের নজির গড়ল তারা। শনিবার বুন্দেশলিগার শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে ২-১ গোলে অগসবার্গকে হারিয়েছে জাভি অলন্সোর ছেলেরা। সেইসঙ্গে অপরাজিতভাবে লিগ জয়ের নজির গড়ল তারা। এই শতাব্দীতে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের তৃতীয় দল হিসেবে এই বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হল লেভারকুসেন। আগেই বুন্দেশলিগা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তারা। তাদের সামনে হাতছানি ছিল অপরাজিত থেকে লিগ জয়ের। যে কৃতিত্ব আগে দেখিয়েছে ২০০৩-'০৪ মরশুমে আর্সেন ওয়েঙ্গারের আর্সেনাল ও ২০১১-'১২ মরশুমে জুভেন্তাস। এই মরশুমে লেভারকুসেনকে তুলনা করে হচ্ছে ওয়েঙ্গারের ইনভিন্সিবল আর্সেনালের সঙ্গে।

এদিন লেভারকুসেনের হয়ে গোল করেন ভিক্টর বোনিফেস ও রবার্ট আন্দ্রেচ। ম্যাচের পর খেলোয়াড়দের সঙ্গে সেলিব্রেশনে মেতে উঠেন স্বয়ং কোচ অলন্সো। বুন্দেশলিগার ট্রফিটি তাদের সমর্থকদের হাতে তুলে দেন লেভারকুসেনের খেলোয়াড়রা। তবে এতকিছুর পরেও জাভি কিন্তু যথেষ্ট ফোকাসড। কারণ তাঁর দলের সামনে ত্রিমুকুট জেতার সুযোগ রয়েছে। ২৩ মে ইউরোপা লিগ ও ২৫ মে ডিএফবি পোকালের ফাইনাল রয়েছে। বাকি দুই ম্যাচে জাভির অশ্বমেধের ঘোড়া দৌড়াবে কিনা সেটাই দেখার।

অগসবার্গকে হারিয়ে গ্যালারির সামনে কোচিং স্টাফদের নিয়ে সেলিব্রেশন কোচ জাভি অলন্সোর।

অন্যদিকে, শেষ ম্যাচে হফেনহাইমের কাছে ৪-২ গোলে হেরে তৃতীয় স্থানে লিগ শেষ করল টমাস টুচেলের বায়ার্ন মিউনিখ। তারা ৩৪ ম্যাচে ৭২ পয়েন্ট পেয়েছে। স্টুটগার্ট ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগে রানার্স হয়েছে। তারা শেষ ম্যাচে ৪-০ গোলে হারিয়েছে বরুসিয়া মনচেনগ্ল্যাডবাখকে।

বদলায় ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দল

পাঞ্জাব এফসি-৩ (ওমাঙ্গ, ববি ও হরমন)
ইস্টবেঙ্গল-২ (গুইতে ও জাস্টিন)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৮ মে : সবসময় মানুষ যেটা চায়, তার সবটা পূর্ণ হয় না। তবে সাম্প্রতিকালে লাল-হলুদ সমর্থকদের কোনও চাওয়াই যেন পূরণ করতে নারাজ ফুটবল দেবতা।

নাহলে যে পাঞ্জাব এফসি-র বিরুদ্ধে বিশ্রি হেরে আইএসএলের সুপার সিক্সের লড়াই থেকে ছিটকে যায় ইস্টবেঙ্গল, সেই তাদের কাছে হেরেই ফের চ্যাম্পিয়নশিপ অধরা থেকে গেল রিজার্ভ দলটারও। এদিন রিলায়েন্স কর্পোরেট পার্কে ফাইনাল ম্যাচে শংকরলাল চক্রবর্তীর বুদ্ধিমত্তার কাছে হার মানলেন বিনো জর্জের মতো অভিজ্ঞ কোচ। প্রায় শ-দেড়েক সমর্থক বিশেষ অনুমতি নিয়ে এসেছিলেন প্রিয় দলকে সমর্থন জানাতে। তাঁদের নাচে-গান-স্লোগানে অবাক বাকিদের ছবি-ভিডিও তুলতে দেখা গেল। কিন্তু শেষপর্যন্ত হাসিমুখে বাড়ি ফিরতে পারলেন না তাঁরা। প্রিয় দলের ২-৩ গোলে হার দেখে নিশ্চিতভাবেই সপ্তাহান্তটা খুব খারাপ কাটবে।

আরএফডিএলের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বাস পাঞ্জাব এফসি-র যুব দলের ফুটবলারদের।

এদিন শুরুতে ওমাঙ্গ ডোডুমের গোলে পাঞ্জাব এগিয়ে গেলেও বিরতির আগেই গুইতের করা গোলে ম্যাচে ফেরে ইস্টবেঙ্গল। অরুণাচল প্রদেশের এই ফুটবলার ১৪ গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা টুর্নামেন্টের। ১-১ হওয়ার পর ইস্টবেঙ্গল প্রবল উৎসাহে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামে। পিভি বিষ্ণু ও সায়ন দাসকে শুরুতে না নামালেও বিরতির পর নামিয়ে আক্রমণে বাড়তি ঝাঁঝ আনার চেষ্টা করেছিলেন বিনো জর্জ। তাঁর এই ভাবনাটা সম্ভবত মাথায় ছিল প্রতিপক্ষ কোচ শংকরলালের। একটা সময়ে প্রয়াত সুভাষ ভৌমিক বলেছিলেন, 'নতুন প্রজন্মের কোচদের মধ্যে শংকরলালের মতো বুদ্ধিমান আর কেউ নেই।' খেলা শুরুর আগে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুও বলছিলেন, 'জিতবে কিন্তু শংকরলালই। ও জানে কীভাবে ম্যাচ বার করতে হয়।' এঁরা যে কতটা ঠিক, তা বুঝিয়ে দিলেন এই বঙ্গসন্তান কোচ। পরে তিনি বলছিলেন, 'সায়ন নয়, বিষ্ণুকে নিয়ে আমার চিন্তা ছিল। কারণ ও অনেক বেশি বল ধরে বুদ্ধি করে খেলে।' সায়ন খেলতেও পারলেন না। তবু ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে যায় বিরতির পর। জোসেফ জাস্টিন গোল করেন ৫০ মিনিটে। স্বাভাবিকভাবেই উৎসাহ পেয়ে যান সমর্থকরা। তবে তাঁদের উচ্ছ্বাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৯ মিনিটের মধ্যে ২-২ করে দেন ববি সিং। ৭২ মিনিটে হরমনপ্রীত সিংয়ের গোলে জয় আসে পাঞ্জাবের।

ম্যাচের পর বিনো বলেছেন, 'ছোট ছোট ভুলে ম্যাচটা হাত থেকে বেরিয়ে গেল। তবে কেন সায়ন আর বিষ্ণুকে শুরুতে নামাইনি, সেটা তো আপনারাই দেখলেন। আমি যে কারণে দায়িত্ব নিয়েছিলাম তখন ইস্টবেঙ্গলে ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট বলে কিছু ছিল না। কিন্তু আমি চেষ্টা করে করে এই ছেলেদের তুলে আনতে পেরেছি। ইতিমধ্যেই কিছু ছেলে সিনিয়ার দলে খেলেছে। আমি চেষ্টা করে যাব যাতে আরও ছেলে উঠে আসে সিনিয়র দলের জন্য।' শংকরলাল বলেছেন, 'আমাদের ছেলেরা একটা পদ্ধতি এবং নিয়মের মধ্যে দিয়ে যায়। একসঙ্গে থাকা-খাওয়া সবকিছু করে ওরা।' প্রথমবার খেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এই বঙ্গসন্তানকে কৃতিত্ব দিতেই হবে।

চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও অবশ্য পাঞ্জাবের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলও যাচ্ছে নেক্সট জেন কাপে খেলতে। সান্ত্বনা এটুকুই।

শুরুর আগেই বিতর্কে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ

স্বার্থের সংঘাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : শুরুই হল না। কিন্তু ধুন্ধুমার বিতর্ক শুরু হয়ে গেল!

সৌজন্যে ১১ জুন থেকে শুরু হতে চলা বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ। আট দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি প্রতিযোগিতা প্রথমবার আয়োজন করতে চলেছে সিএবি। তার আগে আজ জানা গিয়েছে, স্বার্থের সংঘাত এড়াতে বাংলা ক্রিকেটের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে সিএবির তরফে। সোজাকথায় গণ ইস্তফা।

কিন্তু কেন?

লক্ষ্মীরতন শুক্লা, সৌরাশিস লাহিড়ি, শিবশংকর পাল থেকে শুরু করে বাংলা ক্রিকেটের সিনিয়ার, জুনিয়ার স্তরে বিভিন্ন পদে থাকা অনেকেই নানাভাবে আট ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কেউ কোচ, কেউ বা মেন্টর। বঙ্গ ক্রিকেটকে নয়া দিশা দেওয়ার জন্য তাঁরাও মরিয়া। অথচ, তাঁদের যেন স্বার্থের সংঘাতের কবলে না পড়তে হয়, সেই কারণে সিএবির তরফে এমন অদ্ভুতুড়ে নির্দেশিকা এসেছে। অথচ, বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ সিএবিরই প্রতিযোগিতা। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, সিএবির নিজস্ব প্রতিযোগিতার জন্য কেন বাংলা ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িতদের স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে? অথবা, কেন এমন গণ ইস্তফার পথে হাঁটতে হবে? বাংলা ক্রিকেটের শীর্ষকর্তাদের অদ্ভুতুড়ে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, চুক্তিতে থাকা সকলকে জুন মাসের জন্য পদত্যাগ করতে হবে। পরে ফের তাঁদের মূল চুক্তিতে ফিরিয়ে আনা হবে। শুধু তাই নয়, আগামীদিনে ১১ মাসের চুক্তির পথে হাঁটতে চলেছে সিএবি।

রোনাল্ডোর সুযোগ নষ্টের খেসারত আল নাসেরের

রিয়াধ, ১৮ মে : ৩ ম্যাচ বাকি থাকতেই সৌদি প্রো লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল আল হিলাল। শুক্রবার গভীর রাতে তাদের সঙ্গে আল নাসেরের ম্যাচটি ছিল নিয়মরক্ষার। তবে রিয়াধ ডার্বি হওয়ায় ম্যাচটি নিয়ে উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে। তাতে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ড্র করল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসের। একাধিক সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করায় সমর্থকদের রোষে পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ম্যাচের ২৫ সেকেন্ডে রোনাল্ডোর ফাইনাল পাস থেকে নাসেরকে এগিয়ে দেন ওটাভিও। ম্যাচে সিআর সেভেনের এটিই উজ্জ্বলতম মুহূর্ত। ম্যাচের ১০ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ভাসানো বল অরক্ষিতে পেয়েও শট তেকাঠিতে রাখতে পারেননি রোনাল্ডো। আবার সাদিও মানের সেন্টার লাফিয়ে বলের নাগাল পেলেও রোনাল্ডোর হেড বারের ওপর দিয়ে চলে যায়। ৮০ মিনিটে হিলাল গোলরক্ষক ইয়াসিন বৌনৌকে একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতেও পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন তিনি।

তবে ম্যাচের পর রোনাল্ডোর পাশে থেকেই নাসের কোচ লুই ক্যাস্ট্রো বলেছেন, 'একজন স্ট্রাইকারের যা যা করণীয়, সবটাই রোনাল্ডো করেছিল। কিন্তু কখনও তুমি গোল পাবে, কখনও পাবে না।'

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নো রেজাল্ট	পয়েন্ট	নেট রান রেট
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১৩	৯	৩	১	১৯	১.৪২৮
রাজস্থান রয়্যালস	১৩	৮	৫	০	১৬	০.২৭৩
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১৩	৭	৫	১	১৫	০.৪০৬
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১৪	৭	৭	০	১৪	০.৪৫৯
চেন্নাই সুপার কিংস	১৪	৭	৭	০	১৪	০.৩৯২
দিল্লি ক্যাপিটালস	১৪	৭	৭	০	১৪	-০.৩৭৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১৪	৭	৭	০	১৪	-০.৬৬৭
গুজরাট টাইটান্স	১৪	৫	৭	২	১২	-১.০৬৩
পাঞ্জাব কিংস	১৩	৫	৮	০	১০	-০.৩৪৭
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১৪	৪	১০	০	৮	-০.৩১৮

● রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচের পর পর্যন্ত

বিরাট-উত্তরণে ধোনি, দাবি গাভাসকারের

মুম্বই, ১৮ মে : প্রতিভা থাকলেই হয় না। দরকার তার সঠিক লালনপালন। বিরাট কোহলির প্রতিভাকে চিনে সঠিক দিশা দিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। বিরাট-উত্তরণ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে 'ক্যাপ্টেন কুলকে' এভাবেই কৃতিত্ব দিলেন সুনীল গাভাসকার।

প্রাক্তনের মতে, শুরুর দিকে অনেক ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে বিরাটকে। আর কঠিন সময়ে মাহির উপস্থিতি আলো দেখিয়েছিল। সম্প্রচার সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'শুরুর দিকে বিরাট কোহলির কেরিয়ারে ওঠাপড়া ছিল। কিন্তু ধোনি ওর মধ্যে ছন্দ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আজ যে বিরাটকে দেখছি, তার পিছনে ছিল ধোনিই।' বিশ্বকাপের আগে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে (প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস, ৬৮) রোহিত শর্মা রান পাওয়ায় খুশি গাভাসকার। প্রাক্তনের মতে, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচের আগে হাতে আর দিন পনেরো। রোহিতের রানে ফেরা স্বস্তির ভারতের জন্য। বাড়তি উচ্ছ্বসিত ভারত অধিনায়ক যে দাপট নিয়ে ব্যাটিং করেছে লখনউ ম্যাচে। সানি জানান, ঠিক এটাই চাইছিলেন রোহিতের থেকে। লখনউয়ের বিরুদ্ধে জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের লোয়ারঅর্ডার সেই সুযোগ নিতে ব্যর্থ।

রোহিত রান পাওয়ায় স্বস্তি

নতুন করে প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজছেন গৌরমাঙ্গি-সুব্রত-মেহরাজ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৮ মে : ভাবনার ধরন ভিন্ন। কিন্তু বক্তব্যটা ঘুরেফিরে সেই একই। ভারতীয় কোচদের আরও বেশি করে সুযোগ পাওয়া উচিত।

রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের ফাইনাল দেখতে হাজির তিন প্রাক্তন সুব্রত পাল, মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু ও গৌরমাঙ্গি সিং। এঁরা তিনজনের মধ্যে শেষ দুইজন সরাসরি কোচিংয়ে যুক্ত। আর সুব্রত নিজেই একটা ক্লাবের মালিক এখন। তাঁর ক্লাব আরএফডিএলে খেলেছে এই বছর। মেয়েদের দল খেলে আইডব্লিউএল ২-এ। ক্লাবের নাম এআইপিএল। সুব্রতর নিজের আদি বাড়ি সোদপুরে। সেখানেই অ্যাকাডেমি তাঁর। কিন্তু দুইটি দলই খেলে বিহার থেকে। কেন বাংলা নয়, জানতে চাওয়া হলে সুব্রতর উত্তর, 'আসলে এখানে লিগে খেলতে গেলে যে পরিমাণ টাকা দিতে হয় সেটা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের মতো ছোট ক্লাবের নেই। তাই বিহার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে আবেদন করি। ওরা আমার ক্লাবকে খেলার সুযোগ করে দিলেন। জুনের চার তারিখ থেকে লিগ শুরু হচ্ছে।' পরবর্তী লক্ষ্য কী? ভারতের এক সময়ের অন্যতম সেরা গোলরক্ষকের উত্তর, 'তৃতীয় ডিভিশনে খেলার যোগ্যতার্জন করতে তো চাই। কিন্তু তার জন্য আমার ক্লাবকে বিহার লিগে চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। তারপর ওরা যদি অনুমতি দেন, তাহলে অবশ্যই খেলবে আমার দল।'

সিনিয়ার দলের তিনজন সহ মোট ১৩ জন কোচ তাঁর অ্যাকাডেমিতে। যা শুনে পাশে বসা মেহরাজ মজার ছলে বলে ওঠেন, 'ভাই হাতে কাজ নেই, তোর কাছে কি আবেদনপত্র পাঠাব?' মেহরাজ আপাতত কাশ্মীরে ফিরে গেছেন। আই লিগে কোচিং পাওয়ার চেষ্টায় আছেন। কথা চলছে, তবে এখনও কিছুই ঠিক হয়নি। তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার, 'অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন দ্বিতীয় ডিভিশন ও স্থানীয় লিগে বিদেশি ফুটবলার খেলানো বন্ধ করে দিয়ে খুব ভালো করেছে। কিন্তু ভারতীয় কোচদের সুযোগ দেওয়ার জন্য কি আই লিগে বিদেশি কোচ নেওয়াটা বন্ধ করা যায় না? নাহলে আমরা যারা প্রো-লাইসেন্স করছি, তারা তাহলে কোথায় কাজ করব?' সুব্রত অবশ্য মনে করছেন, 'এই তো সবে দুইটি ব্যাচ বার হল প্রো-লাইসেন্সের। আর কিছুদিন সময় লাগবে এককভাবে ভারতীয়দের কাজ করতে। এখন বিদেশিদের অধীনে শেখার সুযোগ থাকলে শিখে নেওয়া উচিত।'

ডেভেলপমেন্ট লিগের ফাইনাল দেখতে হাজির তিন প্রাক্তন সুব্রত পাল, মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু ও গৌরমাঙ্গি সিং। ছবি : প্রতিবেদক

সেটাই করছেন গৌরমাঙ্গি। গোয়াতে মানোলো মার্কুয়েজের অধীনে কাজ করছেন। বলছিলেন, 'আমাদের একটা বয়সের পার্থক্য আছে ঠিকই কিন্তু সেই সমস্যাটা আমাদেরই মানিয়ে নেওয়া উচিত। কারণ উনি সত্যিই দুর্দান্ত শিক্ষক। খারাপ লাগছে না কাজ করতে এটুকু বলতে পারি। আমাদের গোয়া অল্প বাজেটের মধ্যে ভালো দল করার চেষ্টা করছে।' এরপরেই খোঁজ নেন কলকাতার ফুটবলের। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কেমন দল গড়তে চলেছে, আগ্রহ সেটা নিয়েও। কাজ করার ইচ্ছা আছে কিনা প্রশ্ন করলে মৃদুভাষী মাঙ্গির পালটা প্রশ্ন, 'কলকাতায় কাজ করা বেশ কঠিন না? কোচ হিসাবে বোধহয় ফুটবলারদের থেকেও বেশি কঠিন।'

তিন প্রাক্তনের কথাতেই পরিষ্কার, তাঁরা ফুটবলের মধ্যেই থাকতে চান খেলা ছাড়ার পরও। কিন্তু নিজের নিজের জায়গায় সুযোগ পাওয়ার পথ খুঁজতেই আপাতত ব্যস্ত ওঁরা।

> অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন দ্বিতীয় ডিভিশন ও স্থানীয় লিগে বিদেশি ফুটবলার খেলানো বন্ধ করে দিয়ে খুব ভাল করেছে। কিন্তু ভারতীয় কোচদের সুযোগ দেওয়ার জন্য কি আই লিগে বিদেশি কোচ নেওয়াটা বন্ধ করা যায় না? নাহলে আমরা যারা প্রো-লাইসেন্স করছি, তারা তাহলে কোথায় কাজ করব?
>
> **মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু**

জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিক বেঙ্গালুরুর

ধোনিদের হারিয়ে প্লে-অফে বিরাটরা

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-২১৮/৫
চেন্নাই সুপার কিংস- ১৯১/৭

দ্যাখো, পেরেছি আমরা। বিরাট কোহলি-মহম্মদ সিরাজদের শরীরীভাষায় যেন এই কথাই ফুটে উঠছে। বেঙ্গালুরুতে শনিবার।

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : 'তুমি বৃষ্টি চেয়েছো বলে কত মেঘের ভেঙেছি মন।'

শনিবার বরুণদেবতার কল্যাণে মন ভাঙতে বসেছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের। গত তিন-চারদিন ধরে বেঙ্গালুরুতে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে। এদিনও সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার ছিল। সম্ভাব্য শেষ মহেন্দ্র সিং ধোনি ও বিরাট কোহলির দ্বৈরথে তিন ওভার খেলা গড়ানোর পরই বৃষ্টির আবির্ভাবের পরও জিতে গেল ক্রিকেট। নাটকীয় উত্থান-পতন শেষে চলতি আইপিএল থেকে ছুটি হয়ে গেল চেন্নাই সুপার কিংসের। জয়ের ডাবল হ্যাটট্রিক করে প্লে-অফে চলে গেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লক্ষ্যপূরণ করে চোখে জল এসে গিয়েছিল বিরাটেরও।

১৮ মে দিনটা আরসিবি-র জন্য বরাবরই পয়া। কেন? আইপিএলের ইতিহাসে শনিবারের আগে এই দিনটায় চারবার মাঠে নেমেছিল বেঙ্গালুরু। প্রতিবারই জয়ের হাসি নিয়ে মাঠে ছেড়েছে তারা। যার জন্যই এদিন বিরাটদের 'ভার্চুয়াল কোয়ার্টার ফাইনাল'-এর আগে আরসিবি-র তরফে বিরাটের অনুশীলনের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। যেহেতু বিরাট ১৮ নম্বর জার্সি পরেন তাই সেই ভিডিও-তে বলা হয়েছে, 'পয়া ১৮-তে সেরা ১৮-র থেকে ম্যাজিকের অপেক্ষায়।' এদিন শুধু বিরাটদের জিতলেই হত না, প্রথমে ব্যাটিং করায় ন্যূনতম ১৮ রানে আরসিবি-কে জিততে হত।

চেন্নাই রানতাড়ায় নেমে ১৫ ওভারে ১২৯/৬ হয়ে যাওয়ার পরও প্লে-অফের টিকিট হাতছাড়া হতে বসেছিল বেঙ্গালুরুর। নকআউটে পৌঁছানোর জন্য ১৭ রান পকেটে নিয়ে শেষ ওভারে বল হাতে যশ দয়ালকে দেখার পরই অজানা আশঙ্কায় ভরে গিয়েছিল বিরাট-সমর্থকদের মন। ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে উঠেছিল গত আইপিএলে দয়ালের শেষ ওভারে রিঙ্কু সিংয়ের টানা পাঁচ ছক্কা। তারপর ওভারের প্রথম বলটা লোপ্পা দেওয়ার পর ধোনির ১১০ মিটারের ছক্কা দেখে কোহলির হতাশার বহিঃপ্রকাশ, চিরকাল হুল্লোরে বলে পরিচিত আরসিবি-র প্রাক্তন সদস্য ক্রিস গেইলের থমথমে মুখে বসে থাকা, গ্যালারিতে ধোনি-জাদেজার স্ত্রীর লাফ- টুকরো টুকরো ছবিগুলো আইপিএল ক্লাসিকের সাক্ষী দিচ্ছিল।

পরের বলেই অবশ্য মোড় ঘুরল। দয়ালের বল লেগসাইড বাউন্ডারিতে ফেলতে গিয়ে ধোনির শট স্বপ্নিল সিংয়ের হাতে জমা পড়তেই বদলে গেল ম্যাচের ভাগ্য। এরপর বাকি চারটি বলে মাত্র ১ রান যোগ করে চেন্নাই থেমে ১৯১/৭ স্কোরে।

ম্যাচে যতই উত্তেজনা থাক, ওয়ার্মআপের সময় ধোনি-বিরাটের আড্ডার ছবি আলো ছড়িয়ে ছিল সামাজিক মাধ্যমেও। ধোনি আবেগে ভেসেছেন বিরাটও। জানিয়ে দেন, হয়তো শেষবার মাহির সঙ্গে খেলতে নামছেন। মাঠের লড়াইয়ে অবশ্য চেনা বিরাটেরই দেখা মিলল। কখনও হতাশায় আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করলেন, আবার ডুপ্লেসির নেওয়া মিচেল স্যান্টনারের অসাধারণ ক্যাচ দেখে আরসিবি অধিনায়কের হাতে চুমু খেতেও দেখা গেল বিরাটকে।

ব্যক্তিগত আবেগ ও দলের মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শুরুটা বিরাট (২৯ বলে ৪৭) করেছিলেন রাজার মেজাজে। দ্বিতীয় ওভারে তুষার দেশপান্ডেকে জোড়া ছক্কায় হাত খোলেন বিরাট। বৃষ্টিও বিরাটের মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটাতে পারেননি। উলটে ট্রেডমার্ক শটে দর্শকদের আনন্দ দিয়ে যান কোহলি। অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসির (৩৯ বলে ৫৪) সঙ্গে ৭৮ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপে তিনি দলের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেন। কোহলি স্পেশালের আশায় বুক বাঁধছিলেন বিরাটভক্তরাও। তবে অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে মিচেল স্যান্টনারকে (২৩/১) উইকেট দিয়ে আসেন বিরাট। আউট হওয়ার আগেই অবশ্য একটি নজির গড়ে ফেলেছেন বিরাট। আইপিএলে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে একটি ভেন্যুতে (চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম) ৩০০০ রানের গণ্ডি স্পর্শ করে ফেলেন কোহলি।

ডুপ্লেসি অবশ্য বার তিনেক ভাগ্যের সাহায্য পেলেন। তবে বেঙ্গালুরুকে টানার মূল কারিগর ফাফই। বিরাট ফেরার পর গিয়ার বদলান ডুপ্লেসি। পাশে পেয়ে যান রজত পাতিদারকেও (২৩ বলে ৪১)। ৩৫ রানের জুটি ভাঙে ডুপ্লেসির রানআউটে। এখান থেকে বেঙ্গালুরু ইনিংসকে নিরাপত্তা দিলেন পাতিদার ও ক্যামেরন গ্রিন (১৭ বলে অপরাজিত ৩৮)। চলতি আইপিএলের শেষপর্বটা পাতিদারের ভালোই যাচ্ছে। এদিনও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পাতিদারের ব্যাট কথা বলল। বেঙ্গালুরু শেষ করে ৫ উইকেটে ২১৮ রান নিয়ে।

রানতাড়ায় নেমে প্রথম বলেই ফিরে যান অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (০)। সেখান থেকেই আজিঙ্কা রাহানেকে (৩৩) নিয়ে খেলা ধরেছিলেন রাচিন রবীন্দ্র (৩৭ বলে ৬১)। কিন্তু রাচিন ফিরতেই টানা উইকেট হারিয়ে কাজ কঠিন করে ফেলে চেন্নাই। সেখান থেকে সিএসকে শিবিরের বহু যুদ্ধের নায়ক রবীন্দ্র জাদেজা (২২ বলে অপরাজিত ৪২) ও ধোনি (২৫) আশা তৈরি করলেও হলুদ ব্রিগেডকে মনখারাপ নিয়েই বাড়ি ফিরতে হল।

ফাইনালে সাত্ত্বিক-চিরাগ

ব্যাংকক, ১৮ মে : থাইল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টনের ফাইনালে উঠলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেঠি। সেমিফাইনালে তাঁরা ২১-১১, ২১-১২ পয়েন্টে চিনা তাইপেইয়ের লু মিং চে-তাং কায়-উয়েইকে হারিয়েছেন। ৩৫ মিনিটে ম্যাচ দখলে নেন এই ভারতীয় জুটি। কিছু ভুলভ্রান্তি করলেও ম্যাচের রাশ প্রথম থেকেই নিজেদের হাতে রেখেছিলেন শীর্ষবাছাই সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি। ফাইনালে তাঁরা নামবেন চিনের চেন বো ইয়াং-লিয়ু ই-র বিপক্ষে। যাঁরা অন্য সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার কিম জি জাং-কিম সা রাংকে হারিয়েছেন। এই নিয়ে চলতি বছরের চতুর্থ ফাইনাল খেলবেন সাত্ত্বিক-চিরাগ। এর আগে ফ্রেঞ্চ ওপেন, ইন্ডিয়ান ওপেন এবং মালয়েশিয়া ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন তাঁরা। ফ্রেঞ্চ ওপেন ছাড়া বাকি দুইটি ফাইনালে হেরে ফেরেন তাঁরা।

অন্যদিকে, মহিলাদের ডাবলসে শীর্ষ বাছাই থাইল্যান্ডের জঙ্গকোফান কিটিথারাকুল এবং রাউইন্ডা প্রজঙ্গজাই সেমিফাইনালে ২১-১২, ২২-২০ ব্যবধানে হারিয়েছেন চতুর্থ বাছাই ভারতীয় ডাবলস জুটি অশ্বিনী পোনাপ্পা- তানিশা কাস্ত্রোকে।

স্মরণে

প্রয়াত গোপা বসুর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি
সুকান্ত বসু (স্বামী)
সংকল্প বসু (পুত্র)
গিরিশ ঘোষ সরণি, শিলিগুড়ি।

পায়ুর শিরা স্ফীত হওয়া
PILES'এর বিনা অপারেশনে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

রক্তাক্ত অর্শ, রক্ত পড়া, জ্বলন, মল বিসর্জন, বসতে গেলে অসুবিধা, ব্যথায় ত্রাণ এবং পাইলসে আরাম প্রথম দিন থেকে
JOLLY
বাসীর
ক্যাপসুল ও জেল
Helpline: 95925-52000 প্রত্যেক মেডিকেল স্টোরে পাওয়া যায়।

নতুন Syllabus ... একাদশ শ্রেণি ▲ SEMESTER 1
ছায়া প্রকাশনী-তেই সবার আস্থা
infinite learning